পৌরাণিক নাটক

শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ

"ষ্টার অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—

৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা

শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

সন ১৩৫৬ সাল

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নাটক

অভিনয় শিক্ষা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কোন্ রস—কি ভাবে পরিস্ফুট করিতে হয়—কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবভঙ্গীর প্রয়োজন হয়—কোন্ স্থলে কেমন করিয়া অন্তর্নিহিত ভাবধারায় বিকাশ করিতে হয়—তাহা সম্যকরূপে বুঝান হইযাছে। চিত্রসহ মূল্য ৸৹

যুগনেতা শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। (চণ্ডী অপেরায় অভিনীত) দুর্ব্বাসার অভিশাপে গোলোকের দ্বারী জয় বিজয়েব শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে জন্মগ্রহণ। বিষ্ণুদ্বেষী অত্যাচারী অভিশপ্ত ভক্তদের উদ্ধারহেতু শ্রীভগবানের মর্ত্তলোকে আগমন। শিশুপালসহ ভীষণ সংঘর্ষ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকুল আহ্বান। বর্ত্তমান যুগোপযোগী নাটক। মূল্য ২৲ টাকা।

যদুপতি শ্রীমণীন্দ্রলাল ঘোষ প্রণীত পৌরাণিক নাটক। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী সৌভরাজ শাল্বের শিবসাধনায় বরলাভ—শ্রীকৃষ্ণসহ ভীষণ সংঘর্ষ। প্রতিহিংসাপরায়ণ বিদূরথের নির্ম্মমতার অভিনয়—মহাকালীর নিকট নরবলিদান—মহাকালীর আবির্ভাব। গণিকা অলকার জীবনের যুগান্তর! স্বল্পলোকে অভিনয় হয়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ধ্যানের দেবতা শ্রীজগদীশচন্দ্র মাইতি প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় অভিনীত হইতেছে। মূল্য ২৲ টাকা।

মুক্তিপথের যাত্রী শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। এই নাটকে দেখিবেন কেন স্বর্গদ্বারী জয়-বিজয় অভিশপ্ত হইয়া অসুরদেহ ধারণ করিয়া ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এবং ব্রহ্মার বরে প্রকারে অমর হইয়া, কনিষ্ঠ অসুর হিরণ্যাক্ষ কি ভাবে মাতা দিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, হিংসামন্ত্রে স্বর্গজয় করিয়াছিল। অহিংসমন্ত্রের উপাসক দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া কারাগারে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল। আরো দেখিবেন নারায়ণের ছলনায় মায়ামুগ্ধ দানবরাজ হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীর প্রতি কামাসক্ত হইয়া তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিল, শেষে নারায়ণ বরাহ মূর্ত্তিতে দানব বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার, ও হিরণ্যাক্ষবেশী বিজয়কে শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

ইষ্টদেব শ্রীশ্রীবাবা তারকনাথের চরণোদ্দেশ্যে
আমার "কবির কল্পনা" উৎসর্গিত হইল।

ইতি—

সেবক—নন্দ

আমার কথা

'কবির কল্পনা' এই নাটকের নামকরণ করার উদ্দেশ্য, প্রথম— কবি বাল্মীকির কল্পনা-প্রসূত রামায়ণ গ্রন্থেরই কয়েকটি পর্ব্ব লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়—কৃত্তিবাসী রামায়ণে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র-চরিত্রে বহু স্থানে কলঙ্কপাত করিয়াছে; যথা—সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শম্বুকবধ, সীতার বনবাস ইত্যাদি। তাই আমি কল্পনার দ্বারা ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের চরিত্রের যথাসম্ভব নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়াছি; তা ছাড়া, রামায়ণে শম্বুক-চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না; আমি কল্পনার দ্বারা এই চরিত্রের পূর্ণরূপ অঙ্কিত করিয়াছি, কবির কল্পনা নামকরণ এও আর একটি কারণ। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তকবির মর্য্যাদা-রক্ষায় বুক পাতিয়া জগতের যতকিছু ব্যথা সহ্য করিয়াছিলেন, এই আমার নাটকের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিবেন।

ইতি—

নাট্যকার

কুশীলবগণ

—পুরুষ—

ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, দুর্ম্মুখ, শম্বুক (শূদ্ররাজ), লবণ (দৈত্যরাজ), সর্ব্বেশ্বর (ব্রাহ্মণ), মৌতাত (ছদ্মবেশী আভিজাত্য), পুরুষকার, শিবানুচর, স্বপ্ন, সাগর, দুর্ভিক্ষ, ব্রাহ্মণ, বন্দী, প্রজাগণ, বানরদ্বয়, আশ্রমবাসী ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

গায়ত্রী, ভক্তি, সীতা, অলকানন্দা (সীতার সখী), তুঙ্গভদ্রা (শম্বুকের স্ত্রী), মিনতি (সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী), সর্ব্বাণী (ছদ্মবেশিনী ভক্তি), সাগর-সঙ্গিনীগণ, শূদ্ররমণীগণ, সীতাসঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

———

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নাটক

গীতা নট-নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ নারায়ণ অপেরায় অভিনীত। মহেশ্বরের হস্তে ত্রিপুরাসুরের মৃত্যুর পর তার ষষ্টিশত সহস্র বংশধর রুদ্রভয়ে বহুকাল জাম্বমার্গে বাস করিতেছিল। দ্বাপর কলির সন্ধিক্ষণে ব্রহ্মার ইঙ্গিতে রুদ্রবরে ভূ-ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ষট্‌পুর গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভারতের ক্ষত্রকুল ধ্বংসের পর আর্য্যকুলশ্রেষ্ঠ ঋষিগণের সহিত সমান মর্য্যাদা লাভ করিবার আশায় ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞ পণ্ড করিয়া তাঁহাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এই দুরন্ত দানববিনাশের জন্য কুরুক্ষেত্র-বিজয়ী মহারথী অর্জ্জুনকে ষট্‌পুরে করিলেন। অর্জ্জুন মহানন্দে যাদব-সৈন্যের সেনাপতি রূপে ষট্‌পুরে প্রবেশ করিলেন। নিকুম্ভ আসুরিক মায়ায় অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নসহ সমস্ত যাদব-সৈন্যকে ষট্‌পুর গুহায় বন্দী করিলেন। শেষে শ্রীমদ্‌-ভাগবত গীতার মাহাত্ম্যে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন মুক্তিলাভ করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন মহামায়া আদ্যাশক্তির সাধনা করিয়া অসুরবিনাশী অস্ত্র লাভ করতঃ দুরন্ত নিকুম্ভাসুরকে বধ করিলেন। মূল্য—২৲ টাকা।

পাষাণের মেয়ে তরুণ নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইল। রুদ্রতেজে পাষাণ হইতে তারকাসুরের আবির্ভাব। ইন্দ্র চন্দ্রসহ দারুণ রণ। রণস্থলে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব ও পরাভব। মায়া-বিদ্যায় তারকাসুরের লক্ষ্মীহরণ। দেবগণসহ লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণের কাতর আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন কম্পিত। গিরিরাজ নন্দিনী কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান। জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া মহাকালের সাধনা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও হরগৌরীর মিলন এবং রুদ্রতেজে পার্ব্বতীর গর্ভে কার্ত্তিকের জন্ম, কার্ত্তিক কর্ত্তৃক তারকাসুর বধ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

অনার্য্য-নন্দিনী পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। মগধেশ্বর শালিবাহনের মাতৃভক্তি—রাজসিংহাসন ত্যাগ—ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ—অনার্য্যগুরু আপস্তম্বের আর্য্যের প্রতি বিদ্বেষহেতু মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান! রাজবলি—নরবলি—নারীবলির আয়োজন। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী ৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ৬

কবির কল্পনা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্রতীরস্থ বেলাভূমি।

সাগর-সঙ্গিনীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সঙ্গিনীগণ।--

ওলো, চল সবে ঢেউ তুলে।
ধুইয়ে দিতে পথের ধূলি পড়বো রাঘব-চরণমূলে॥
রাঘব-জায়া মুক্তি নিয়ে—
আসবে সেতুর উপর দিয়ে,
(মোরা) পরশ নিতে মায়ের পায়ের ছুটবো খেলার ছলে॥
কত যুগের পুণ্য ছিল,
(তাই) লক্ষ্মীপদ বক্ষে এলো,
পূর্ণব্রহ্ম এলেন ছুটে উদ্ধারিতে সাগরকূলে॥

[প্রস্থান।

সাগর আসিল।

সাগর। ধোয়াইতে শ্রীরামচরণ
চলেছে সঙ্গিনীগণ মনের আনন্দে।

লক্ষ্মীপদ স্পর্শিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মপদ প্রক্ষালিয়া
মুগ্ধচিত্তে আসিবে ফিরিয়া।
কিন্তু, নাহি জানে—হোথা শিবিকারোহণে
মাতা আসিছেন শ্রীরাম-সান্নিধ্যে !
কেমনে বা মিলিবে চরণ তাঁর ?
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রেমময় হরি !
সাগরের অন্তরের কামনার হবে কি সমাধি ?
না—না, নাহি দিব আসিতে এ পারে
যাবৎ না শ্রীরাম-সঙ্গিনী পাদস্পর্শ
করান আমায়। কোথা হে তরঙ্গরাজ !
এস ত্বরা—তোলপাড় কর মোর
লবণাক্ত জল, নাচ তুমি প্রলয়-তাণ্ডবে।

[প্রস্থান

[তরঙ্গরাজ আসিল ও প্রলয়-তাণ্ডবে তরঙ্গ-নৃত্য আরম্ভ
করিল। নেপথ্যে তরঙ্গগর্জ্জন ও বহু বানর-
কণ্ঠে উঠিল—জয় রাম—জয় রাম।]

লক্ষ্মণ ছুটিয়া আসিল।

লক্ষ্মণ। একি, কেন পুনঃ আজি তরঙ্গের লীলা ?
আসিছে অদূরে মাতা শিবিকারোহণে,
মধ্যসেতুপথে উঠেছে শিবিকা,
এ সময় সাগরের একি ব্যবহার ?
শোন—শোন হে সাগর মহান্ !
উল্লাসের নহে এ সময়,

মাতার শিবিকা এবে বক্ষপরে তব,
কেন তোল উত্তাল তরঙ্গ ?
আসিবারে দাও আগে দেবীর শিবিকা,
পরে মুক্তি নিয়ে শ্রীরাম-সকাশে—
নৃত্য কর মুক্তির হরষে।
একি—তবু নাহি ধর বচন আমার !
আরে ব্রহ্মদ্বেষী অবাধ্য জলধি,
ধর্ তবে উপযুক্ত পুরস্কার তোর !

[ধনুকে অগ্নিবাণ জুড়িল।]

সহসা শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া বাধা দিল।

শ্রীরাম। কর কি—কর কি ভাই !
অগ্নিবাণে শোষিবারে চাহ জলধিরে ?

লক্ষ্মণ। ছাড় হে অগ্রজ, আজি ধর্ম্মদ্বেষী
সাগরে অবাধ্যতার দিব প্রতিফল।

শ্রীরাম। ধর্ম্মদ্বেষী নহে ভাই সাগর মহান্।
তা যদি হইত, কোন কালে নাহি হ'তো
সাগর-বন্ধন। ভেবে দেখ প্রিয়বর !
বিপুল বানর-কটকচাপ
বক্ষপরে সয়েছ অম্লানে।

লক্ষ্মণ। এত যদি পুণ্যক্রিয়াচারী,
কেন তোলে এখনো তরঙ্গ ?
দেখ—দেখ দাদা, তরঙ্গ-নাচন
যেন ক্রমবর্দ্ধমান।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয় !]

ঐ শোন—বানর-কটকসহ শিবিকাবাহকগণ
সচীৎকারে জানায় তোমায় এই বিপদ-বারতা।
কহ হে অগ্রজ, এখনো কি নিশ্চিন্ত রহিবে ?

শ্রীরাম। শান্ত হও অনুজ লক্ষ্মণ !
এখনি করিব এর বিহিত বিধান।
কোথা হে পুণ্যব্রতধারি সাগর মহান্,
এস ত্বরা সম্মুখে আমার !

সাগর আসিয়া শ্রীরাম-সম্মুখে বসিল।

সাগর। প্রণাম লহ হে অন্তর্য্যামি ব্রহ্ম-ভগবান্ !

শ্রীরাম। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক তব।

সাগর। কহ হে শ্রীহরি ! কোথা মোর বাঞ্ছার পূরণ ?
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু, অন্তরের বাঞ্ছা কিবা—
অবিদিত নহে তো তোমার ; তবে কেন
পুনঃ মোরে বিদ্রোহী সাজালে ?

শ্রীরাম। যাও হে সাগর, মনস্কাম পুরাব এখনি।

[প্রণামান্তে সাগর চলিয়া গেল ও তরঙ্গলীলা স্থগিত হইল।]

দেখ ভাই, শান্ত এবে সাগর মহান্।
যাও ত্বরা, নামায়ে শিবিকা হ'তে
রাম-দয়িতায়—পুণ্যস্নান করায়ে তাহারে ঐ
সাগরের জলে, পরে পদব্রজে আনিও দেবীরে।

লক্ষ্মণ। একি কথা কহ হে অগ্রজ !

সোনার বরণী মাতা অবগাহি লবণাম্বুনীরে
পদব্রজে আসিবেন হেথা ?

শ্রীরাম । আছে এর নিগূঢ় কারণ ভাই !

লক্ষ্মণ । শাস্তি দিয়া প্রপীড়িতা জননীরে মোর
কিবা গূঢ় উদ্দেশ্য তব হবে সম্পূরণ,
বুঝিতে অক্ষম আমি ।

শ্রীরাম । বুঝিতে চেও না প্রিয়বর !
যাও ভাই, বিলম্ব ক'রো না ।

লক্ষ্মণ । যবে আজ্ঞাবাহী দাস আমি,
অবশ্য পালিতে হবে অনুজ্ঞা তোমার ।
কিন্তু, হে অগ্রজ ! স্পষ্টভাবে কহিগো তোমায়—
বড় ভালবাস তুমি কাঁদাইতে আপনার জনে ।

[প্রস্থান ।

শ্রীরাম । রে শ্রেষ্ঠভক্ত অনুজ আমার !
তুই কি বুঝিবি—ভক্ত লাগি কত ক্লেশ,
কত শোক, কত যে বিরহ
সহিয়াছি প্রফুল্ল অন্তরে ।
শ্রেষ্ঠ ভক্ত দশাননে উদ্ধারের লাগি
আসিলাম দণ্ডক-অরণ্যে,
ভক্তের তারণ তরে সহিলাম
চতুর্দ্দশবর্ষ ধরি প্রিয়ার বিরহ ।
ভক্তপ্রাণ বালীরে উদ্ধারি
সতীকুলরাণী তারার সে অগ্নিময় অভিশাপ
ধরিলাম আনত মস্তকে ।

রামপ্রেমে আত্মহারা শিশু তরণীরে
বধিয়া সে ব্রহ্মবাণে—ভক্তের নিধন-পাপ
করিনু গ্রহণ। আজি সবাকার পাপভার
জড়ায়ে আপন অঙ্গে, ভক্তবাঞ্ছা করিতে পূরণ—
ভাসিয়া চলেছি আমি অগ্নির তরঙ্গে।

ব্রহ্মা আসিল।

ব্রহ্মা। সেই অগ্নির তরঙ্গ সনে যুঝিয়া অম্লানে
উদ্ধারিতে হবে রাম সু-উজ্জ্বল মণি!

শ্রীরাম। একি, স্বপ্ন কিম্বা জাগরণে আমি!
কিবা পুণ্যফলে মিলিল দর্শন
ব্রহ্মের চরণ সাগরের কূলে? [প্রণাম করিলেন]
কহ প্রভু, অযাচিত কেন আজি
দাসের সকাশে?

ব্রহ্মা। শোন রাম! রাবণ-বধের শেষে
আনিতেছে ভক্তগণ প্রিয়ারে তোমার।
তাই আজি ত্রস্তে আসিয়াছি জানাইতে
সে গূঢ় বারতা।

শ্রীরাম। কহ প্রভু! সীতার আনার সাথে
কিবা গুপ্ততথ্য রয়েছে নিহিত?

ব্রহ্মা। আনিতেছে শিবিকায় যে সীতারে সবে,
ও নহে সেই লক্ষ্মী-অংশোদ্ভূতা
মানস-তনয়া মোর।

শ্রীরাম। ও নহে মানসী প্রতিমা জানকী আমার?

ব্রহ্মা।   না বৎস, রাবণ রাখিয়াছিল মায়াকন্যা মোর।

শ্রীরাম।   অদ্ভুত রহস্য কথা শোনালে হে পদ্মযোনি!
সীতাহরণের পরে 'হা রাম যো রাম' রব উঠেছিল
ধরণীর মাঝে, যার তরে জটায়ু-নিধন;
শুনেছিল সেই রব বৃদ্ধ বনস্পতি,
প্রতিধ্বনি শুনেছিনু সরযূ-সলিলে,
সব কি গো মায়ার ছলনা?

ব্রহ্মা।   নহে বৎস, মায়ার ছলনা;
সত্য তুমি শুনেছিলে সব।
কামিনী-কাঞ্চনলিপ্সু মোহান্ধ মানব তুমি—
তাই নাহি বোঝ গুপ্ততথ্য কিছু।
কহ দেখি সূর্য্যবংশ-অবতংস রাম!
কেমনে স্পর্শিবে দাস মায়ের শ্রীঅঙ্গ?
মায়ামগ্ন! জান না কি কেবা সে রাবণ
আর কে সে জানকী?
তাই উদ্ধার-কামনালিপ্সু স্বর্গদ্বারী জয়
যবে হরণ করিলা সেই লক্ষ্মী-অংশোদ্ভূতা
জানকী দেবীরে,
সেইক্ষণে শূন্যপথে মায়াসীতা সৃজি
রাবণ-রথের পরে রাখিয়া তাহারে—
মানস-তনয়া সীতায় হরিনু মায়ায়।

শ্রীরাম।   বুঝিলাম প্রভু! ভক্তের উদ্ধার তরে
এত অয়োজন। কিন্তু, এ গুপ্তরহস্য
প্রকাশ হইলে আজি ধরণীমাঝারে

কহিবে সকলে, রাবণ হ'তেও
চোর দেব পদ্মযোনি।

ব্রহ্মা। তাইতো এসেছি আমি তোমার সকাশে।
শোন রাম, সত্যস্নাতা মায়াকন্যা সীতা
যবে সম্ভাষিতে আসিবে তোমায়,
নিষ্ঠুর পাষাণ হ'য়ে কহিবে তাহারে—
চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিলে রাবণ-ভবনে,
তাই তোমা দিতে হবে অগ্নির পরীক্ষা!
তারপর যেইক্ষণে অনল-পরীক্ষা দিতে
চিতামধ্যে প্রবেশিবে মায়াকন্যা মোর,
সেইক্ষণে অগ্নিমধ্যে হইয়া উদয়
দিব ফিরে জানকীরে তব
মায়াকন্যা মায়ায় হরিয়া।

শ্রীরাম। শিরোধার্য্য বচন তোমার।
ধর প্রভু, অধমের সভক্তি প্রণাম।

ব্রহ্মা। [স্বগত] আজি মায়ার ছলনে পড়ি
কে কারে প্রণমে?
এও বুঝি নিয়তির লীলা।
ধর নারায়ণ, আমার প্রণাম।

[অলক্ষ্যে প্রণাম করিল।]

[প্রকাশ্যে] আশীর্ব্বাদ করি রাম
মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ।
আসি বৎস, দেখা হবে পুনঃ
সেই অনল-পরীক্ষা ক্ষণে।

শ্রীরাম। কার্য্য—কার্য্য, বহু কার্য্য সম্মুখে আমার।
এবে শাসন-পালন-কার্য্য সম্মুখে উদয়।
কার্য্য তরে এ যুগের অবতার আমি।
রাম-কার্য্য, রামের বীরত্ব, রামের এ ত্যাগ—
যেন আদর্শ কর্ত্তব্য হ'য়ে থাকে ধরণীতে।
কোথা হে পুরুষকার, উৎসাহিত কর মোরে
আদর্শ কর্ত্তব্যে—

গীতকণ্ঠে পুরুষকার আসিল।

গীত।

পুরুষকার।—

এস হে পুরুষপ্রধান'
সম্মুখে তব কার্য্য অসীম কর বীর সমাধান ॥
দৈবেরে কর অন্ধ, মায়াপথ কর বন্ধ;
(তব) আঁধার পথে ধরেছি আলোক, এস চ'লে মহাপ্রাণ ॥
ওঠ হে কর্ম্ম রথে, আমি রবো তব সাথে,
লক্ষ্যপথেতে চালাইব রথ, সার্থক হবে অভিযান ॥

[শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার প্রান্তসীমা।

গীতকণ্ঠে শম্বুকের হাত ধরিয়া সর্ব্বাণী আসিল।

গীত।

সর্ব্বাণী।—

এস ধীরে এস ধীরে, ওগো তৃষিত পান্থ, এস ধীরে।
কঠিন মরুর বুকে ফুটাইতে উৎস—ব'য়ে যাক
ও নয়ন ভকতি-নীরে॥
জ্বলিছে অদূরে ঐ জয়ের আলোক,
ধরার মাটিতে পড়ে পুণ্য দ্যুলোক,
কামনার দেবতায় করিতে অর্চ্চনা—
এস ওগো ভক্ত, এস ফিরে॥
পঞ্চভিতে জ্বাল সাধন-প্রদীপ,
আবাহনে আসিবেন মরণ-অধিপ,
মুক্তির পথে চালাইতে রথ—
আসিবেন দেবতা মরণ-তীরে॥

শম্বুক। মুক্তি—মুক্তি! তুই বেটী কেবল মুক্তির পথটাই বেছে নিয়েছিস। কেন, মানুষ-জন্ম নিয়ে ধরায় এসে মানুষের কাছে যদি প্রাণটা বিলিয়ে না দিলুম তো করলুম কি? ওরে বেটি! যারা শুধু নিজের মুক্তির জন্যে সাধন-ভজন করে, তারা তো স্বার্থপর!

সর্ব্বাণী। তাহ'লে যে বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরা গভীর বনে এক মনে নিজেদের মুক্তির জন্যে দিনরাত্রি সাধনা করছে, তারাও সব স্বার্থপর?

শম্বুক। তারা নিজের মুক্তির জন্যে কি পৃথিবীর অমঙ্গলের জন্যে সাধনা করছে, তা কি ক'রে জানলি মা ?

সর্ব্বাণী। আমি জানি বাবা! পৃথিবীর প্রায় শতকরা নিরেনব্বই জন মানুষ কেবল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

শম্বুক। আচ্ছা, এতটুকু মেয়ে তুই—এতবড় পৃথিবীর খবর রাখিস কি ক'রে ?

সর্ব্বাণী। কেন বাবা! এ তো সংসারে সচরাচর দেখা যায়। ছোট-ছোট পোকামাকড় থেকে আরম্ভ ক'রে—সমস্ত জন্তু জানোয়ার পর্য্যন্ত নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতা নিয়ে ব্যস্ত, আর মানুষের তো কথাই নেই।

শম্বুক। যাক মা, আমি বুড়ো হয়েছি ওসব পরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আর নেই। এখন বল্ দেখি মা—হঠাৎ আমাকে এই নদীর ধারে আনলি কেন ?

সর্ব্বাণী। আমি আনলুম! বা-রে, তুমিই তো আমাকে ঘুম থেকে তুলে এই পথে নিয়ে এলে।

শম্বুক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখ্ মা, তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমি যেন সব ভুলে যাই। আহা, যেদিন এই নদীর ধারে তোকে কুড়িয়ে পেলুম—সেদিনটা যে আমার কি শুভদিনই ছিল, তা আমি জানি। সকালে উঠে স্নান করতে এই পথে আসছিলুম; দেখলুম—ঐ গাছটার ধারে ব'সে একটুখানি মেয়ে তুই কাঁদছিস। এসে জিজ্ঞাসা করলুম—তোর বাপ-মা বাড়িঘর কোথায়, তুই উত্তরই দিতে পারলি না; কেবল কাঁদতে লাগলি। তাই আমি—

সর্ব্বাণী। যাক বাবা, আর ওকথা ব'লে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো কেন ?

শম্বুক। ওরে বেটি! আজ না হ'লেও দুদিন পরে তো তোকে দূরে সরিয়ে দিতেই হবে। মেয়ে হ'য়ে পৃথিবীতে এসেছিস যখন— ভগবানের সৃষ্টির কাজ করতে তোকে সন্তানের মা তো হ'তেই হবে।

সর্ব্বাণী। সেকি বাবা, তুমি আমার বিয়ে দেবে?

শম্বুক। বিয়ে দিতে হবে বৈকি মা! জাতের মাথা হ'য়ে তো আর অসামাজিক হ'তে পারিনি।

সর্ব্বাণী। না বাবা, আমি বিয়ে কর্‌বো না, তোমাদের ছেড়ে একদিনও কোথাও থাকতে পারবো না।

শম্বুক। পারবি বৈকি মা! দুদিন একটু কষ্ট হবে, তারপর সব স'য়ে যাবে। যাক, এখন চল্ মা—এতদব এসে পড়েছি যখন— একটা ডুব দিয়ে যাই।

পুঁথিবগলে কমণ্ডলুহস্তে সদ্যস্নাত সর্ব্বেশ্বর আসিল।

সর্ব্বেশ্বর। ডুব দিয়ে যাই মানে? ঐ সামনের ঘাটে নেমে ডুব দিবি নাকি?

শম্বুক। কেন ঠাকুর, ঐ ঘাটে ডুব দিলে দোষ কি?

সর্ব্বেশ্বর। দোষ কি! বলিস্ কিরে ব্যাটা শূদ্র? ঐ সামনের ঘাটে ব্রাহ্মণ-সজ্জন স্নান করে, ঐ ঘাটে তুই স্নান করবি?

সর্ব্বাণী। কেন ঠাকুর, জলে আবার দোষ আছে নাকি?

সর্ব্বেশ্বর। আরে, এ পুঁটকে ছোটলোকের মেয়েটার আবার স্পর্দ্ধা দেখ! ব্রাহ্মণের মুখে মুখে তর্ক করছে! না—মহারাজ দশরথের মৃত্যুর পর রাজ্যটা দেখছি অনাচারে ভ'রে উঠেছে। ব্রাহ্মণ-দেবতার ধর্ম্ম আর থাকবে না।

শম্বুক। ওকে ক্ষমা করুন ঠাকুর! ও ছেলেমানুষ, না বুঝে তর্ক ক'রে দোষ ক'রে ফেলেছে।

সর্ব্বাণী। না বাবা! ওরকম হীন হ'য়ে তুমি ক্ষমা চেও না, দোষ আমি কিছু করিনি।

সর্ব্বেশ্বর। গেল—গেল, ধর্ম্ম রসাতলে গেল। হায়—হায়, এ পোড়া যুগে হ'লো কি? শূদ্র আজ ব্রাহ্মণের সামনে মাথা তুলে আস্ফালন করছে।

সর্ব্বাণী। কেন করবে না ঠাকুর! তোমরা তাদের দুপায়ে দলবে আর তারা তোমাদের পা ধুয়ে চন্নামেত্ত খাবে?

সর্ব্বেশ্বর। হাঁ, খাবে। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উঠবে—ততদিন শূদ্র-জাতি ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করবে।

সর্ব্বাণী। কিন্তু সেই অন্ধবিশ্বাসের সময় আর নেই ঠাকুর! ব্রাহ্মণ যদি ক্ষমা—দয়া—তিতিক্ষা ভুলে গিয়ে কেবল সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে বেধে রাখতে চায় শূদ্রদের, তাহ'লে ব্রাহ্মণরাও আর পূর্ব্বের ভক্তি-শ্রদ্ধা জোর ক'রে আদায় করতে পারবে না তাদের কাছ থেকে।

সর্ব্বেশ্বর। কি—এতদূর স্পর্দ্ধা? স্বর্গগত মহারাজ দশরথের ধর্ম্ম-রাজ্যে ব্রাহ্মণের অপমান! আচ্ছা, চল্লাম রাজপ্রতিনিধি ভরতের কাছে, দেখি—তিনি এর বিচার করেন কিনা। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শম্বুক। [সর্ব্বেশ্বরের পদধারণ করিয়া] যাবেন না—যাবেন না ঠাকুর!

সর্ব্বেশ্বর। হে-হে-হে, দিলে ব্যাটা শূদ্র সকালবেলা ছুঁয়ে! দেখ দেখি সকালবেলায় একি আপদ। ছি-ছি-ছি, শূদ্রস্পর্শে দেহটা অপবিত্র হ'য়ে গেল।

সর্ব্বাণী। মনটা পবিত্র আছে তো ঠাকুর?

সর্ব্বেশ্বর। নিশ্চয় আছে। ব্রাহ্মণের মন সর্ব্বদাই পবিত্র।

সর্ব্বাণী। ভগবানের শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে ছুঁয়ে দেহ অপবিত্র হয়—এই যাদের ধারণা, তাদের মন বিষ্ঠার মত অপবিত্র।

সর্ব্বেশ্বর। কি ?

সর্ব্বাণী। যাও—যাও ঠাকুর, চোখরাঙিয়ে শাসাবার মত মেয়ে আমি নই। পার তো রাজসভায় গিয়ে নালিশ ক'রে এস।

সর্ব্বেশ্বর। তা তো যাবোই। আগে স্নানটা ক'রে আসি।

সর্ব্বাণী। রাজসভায় যাবার আগে মনে রেখো ঠাকুর, যে শূদ্র-জাতের মেয়ে ব্রাহ্মণের অপমান করতে পারে—ইচ্ছা করলে সে তীর ধনুক চালিয়ে তাকে বধও করতে পারে।

সর্ব্বেশ্বর। ওরে বাবা, এ বেটী বলে কি! ব্রহ্মহত্যা করবে? না, ওদের বিশ্বাস নেই; মানে-মানে স'রে পড়াই ভাল।

[প্রস্থান।

শম্বুক। এ কি করলি মা! ব্রাহ্মণের অপমান করলি ?

সর্ব্বাণী। ও ব্রাহ্মণ নয় বাবা, অব্রাহ্মণ।

শম্বুক। তবুও স্বর্গগত মহারাজ দশরথের রাজ্যে ব্রাহ্মণের অপমান এই প্রথম হ'লো মা!

সর্ব্বাণী। না বাবা, অপমান আমি কিছু করিনি—দিয়েছি শিক্ষা। জীবমাত্রেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তবে কেন ওঁরা শূদ্রদের পশুর চেয়েও অধম মনে করে ?

শম্বুক। এযে শাস্ত্রের বিধান মা!

সর্ব্বাণী। না বাবা, শাস্ত্র কোনদিন এত অপবিত্র হয়নি। তার বিচার সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম। উচ্চনীচ ভেদাভেদ সবই ঐ স্বার্থপর মানুষের সৃষ্টি।

শম্বুক। এঁ্যা, তাই নাকি? এর কি কোন প্রমাণ আছে মা?

সর্ব্বাণী। আছে বৈকি বাবা!

শম্বুক। তুই আমাকে দেখিয়ে দিতে পারিস?

সর্ব্বাণী। পারি বৈকি বাবা! বেদ, উপনিষদ এ সমস্ত পাঠ করলেই বুঝতে পারবে।

শম্বুক। কিন্তু, বেদে যে শূদ্রের অধিকার নেই মা!

সর্ব্বাণী। নিশ্চয় অধিকার আছে। স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি ঐ অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার হ'তে তোমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে ঐ নিয়ম-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

শম্বুক। তাহ'লে আমারও অধিকার আছে মা বেদপাঠে?

সর্ব্বাণী। কেন থাকবে না বাবা! ভক্তি-চিত্তে যে কেউ বেদপাঠ করতে পারে।

শম্বুক। তবে আর যায় কোথা? এতদিনে এ জাতের ওঠবার পথ খুঁজে পেয়েছি। মা! মা! কত যে ব্যথা জমাট হ'য়ে আছে এ বুকে, তা শুধু তুই বুঝেছিস; তাই আজ দেবতার ভাণ্ডার থেকে ঠিকরে এসে আমার ঘরে উঠেছিস। ওরে, আনন্দে আজ আমার নাচতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। ওরে, কে কোথায় আছিস তৃষ্ণার্ত্ত পথিক, ছুটে আয়—ছুটে আয়, আজ মরুভূমে প্রেমের উৎস ফুটে উঠেছে।

সর্ব্বাণী। এস তবে তৃষ্ণার্ত্ত, এস তবে ব্যথিত, এস তবে বিশ্ব-প্রেমিক, ব্রাহ্মণের জ্ঞান-ভাণ্ডার হ'তে সুধাভাণ্ড লুণ্ঠন ক'রে তোমার জাতিকে পান করাবে এস।

শম্বুক। কিন্তু, আমরা যে অন্ধ মা! কে আমাদের দৃষ্টিশক্তি দান করবে? কে আমাদের সেই সুধাভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেবে? কে আমাদের সেই উজ্জ্বল পথ দেখিয়ে দেবে? কে নেবে সেই গুরুদায়িত্ব?

গীতকণ্ঠে পুরুষকার আসিল।

গীত।

পুরুষকার।—

আমি নেবো গুরুভার।
খুলে দেবো আমি সে কঠিন দ্বার—
কি ভাবনা বল আর॥
সফল করিতে তোমার সাধনা,
অযাচিতভাবে করি আনাগোনা,
আঁধার মনেতে জ্বালি জ্ঞানালোক—
বুঝাবো করুণা বিশ্বপিতার॥

শম্বুক। কে—কে আপনি প্রভু? এই পতিত জাতিকে দয়া করতে অযাচিতভাবে এসেছেন?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পুরুষকার।—

আমি দুর্ব্বল মন করি যে সবল,
চঞ্চল জনে গড়ি হিমাচল,
মৌন সাধনা করিতে সফল—
আমি গো পুরুষকার॥

[শম্বুককে লইয়া চলিয়া গেল; পশ্চাতে সর্ব্বাণীর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমুদ্রতীর।

[নেপথ্যে কোলাহল শোনা গেল, "জয় রাম— জয় রাম!"]

দুইজন বানর আসিল।

১ম বানর। ওরে বাপরে বাপ! কি ভিড়রে! কি ক'রে যে লক্ষ্মীকে দেখবো, তা ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না।

২য় বানর। যেমন ক'রে হোক মা লক্ষ্মীকে দেখতেই হবে ভাই! শুনলুম, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের চৌদ্দবৎসর বনবাস শেষ হ'য়ে গেছে— মা লক্ষ্মীকে নিয়ে প্রভু কালই অযোধ্যার দিকে রওনা হবেন।

১ম বানর। বলিস কি? তাহ'লে যাহা বাহান্ন—তাহা তিপ্পান্ন, মা লক্ষ্মীকে যেমন ক'রে হোক দেখবোই। শুনছি নাকি মায়ের রূপ দেখলে চোখ ঝলসে যায়।

২য় বানর। দূর বোকা! চোখ ঝলসে গেলে তো চোখ দুটো কানা হ'য়ে যাবে, তাহ'লে দেখবি কি ক'রে? না—না, তুই ভুল শুনেছিস। মা লক্ষ্মীকে দেখলে চোখ দুটো ধেঁধে যায়।

১ম বানর। কখনো নয়। আলবৎ, আমি ঠিক শুনেছি—মা লক্ষ্মীকে দেখলে চোখ ঝলসে যায়।

২য় বানর। তুই যেমন বোকা বাদর, তোকে সেইরকম ভুল বুঝিয়েছে।

১ম বানর। কি, আমি বোকা বাদর, আর তুই চালাক বাদর? তবে রে শালা—

২য় বানর। এই, খবরদার! শালা-ফালা বলবিনি—মেরে খারাপ ক'রে দোব বলছি।

১ম বানর। একশোবার বলবো, তুই শালা কেন বোকা বাদর বল্লি?

২য় বানর। আবার শালা? তোর বোকা বাদরের নিকুচি করেছে। আয়, তোকে তাড়কা-বধ করবো।

১ম বানর। আবার বোকা বাদর? তোর চালাক বাদরের নিকুচি করেছে। আয় শালা, তোকে কুম্ভকর্ণ-বধ করবো।

২য় বানর। তবে রে—

১ম বানর। তবে রে—

[উভয়ে মল্লযুদ্ধ করিতে উদ্যত; এমন সময় নেপথ্যে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—জয় সীতামায়ী কি জয়!]

উভয়ে। ঐ এসে পড়েছে রে—

১ম বানর। কি ক'রে দেখবো ভাই? বড্ড যে ভিড়।

২য় বানর। এক কাজ করি আয়। তুই আমাকে কাঁধে ক'রে উঁচু ক'রে ধর। আমি আগে দেখেনি—তারপর তোকে কাঁধে ক'রে উঁচু ক'রে ধরবো, তুই প্রাণভ'রে দেখবি 'খন।

১ম বানর। না ভাই, তুই আগে আমাকে কাঁধে ক'রে দেখা, তারপর আমি তোকে কাঁধে ক'রে দেখাবো 'খন।

২য় বানর। তা আমি দেখাচ্ছি, কিন্তু তুমি যখন প্রথমে উঠছো, তখন একবার একটু দেখেই নেমে পড়তে হবে—আর আমাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে ঐ ভিড়ের ধার অবধি যেতে হবে।

১ম বানর। না ভাই, তা পারবো না।

২য় বানর। তবে তুই আমাকে কাঁধে ক'রে আগে দেখা—আমি তোকে কাঁধে ক'রে নিয়ে ঐ ভিড়ের ধার অবধি যাবো 'খন।

১ম বানর। আচ্ছা, এতে আমি রাজি। নে, ওঠ কাঁধে! [বসিল ও দ্বিতীয় বানর কাঁধে উঠিল।]

২য় বানর। আহা, কি রূপ! সত্যি বলেছিস ভাই, স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণই বটে। [নমস্কার করিল।]

১ম বানর। এইবার নাম।

২য় বানর। দাঁড়ানা আর একটু দেখি।

১ম বানর। না—না, তা হবে না। [নামাইয়া দিল।] এইবার আমাকে তোল।

২য় বানর। এই যে তুলছি—[অগ্রসর হইল।]

১ম বানর। এই, যাচ্ছিস কোথা?

২য় বানর। কদলীবনে।

১ম বানর। আমাকে কাঁধে নিবিনে?

২য় বানর। আগে কদলীবন থেকে ফিরে আসি।

১ম বানর। এ কথার মানে?

২য় বানর। মানে, তুই বোকা বাদর—তোকে দেখালুম কলা।

১ম বানর। তবেরে শালা—আমার সঙ্গে জোচ্চুরী?

[২য় বানরকে তাড়া করিল, সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া পলাইয়া গেল ;
১ম বানর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। নেপথ্যে বহুকণ্ঠে
শ্রুত হইল—জয় সীতামায়ী কি জয়!]

দ্রুত লক্ষ্মণ আসিল।

লক্ষ্মণ। একি, বানর-কটক সবে রোধিয়াছে পথ,
কেমনে যাইবে মাতা শ্রীরাম-সান্নিধ্যে?
নাহি জানি বানর-কটক মাঝে—

ভীতা-ত্রস্তা জননী আমার
সহিছেন কতই নিগ্রহ।
কোথা মিত্র বিভীষণ, কোথা হে
মারুতি, বেত্রাঘাতে দূর কর
বানরের দলে—

[প্রস্থান

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে উঠিল—"হা রাম—হা রাম!"]

শ্রীরামচন্দ্র আসিল।

শ্রীরাম। ওঃ—ওঃ! একি, কেন এই বেত্রাঘাত—
যন্ত্রণা বিষম? পৃষ্ঠদেশ ছিন্নভিন্ন প্রায়।
অসহ্য বেত্রের আঘাত সহিতে না পারি।
সীতাসঙ্গে মিলনের দিনে
একি অকল্যাণ? ওঃ—আবার—আবার,
কোথা মিত্র বিভীষণ, কোথারে লক্ষ্মণ,
মুক্তি দেরে বেত্রাঘাত-যন্ত্রণা হইতে।
হায় সীতা, শ্রীরামের হৃদিবিলাসিনি,
বুঝি নাহি হ'লো সম্মিলন তোমায় আমায়।
[আহতাবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইল।]

লক্ষ্মণ আসিল।

লক্ষ্মণ দাদা! আসিছেন দেবী,—একি, কেন
ধূলিশয্যাপরে যন্ত্রণা-কাতর?
কি হয়েছে দাদা!

শ্রীরাম । রে লক্ষ্মণ, যন্ত্রণার নাহিক অবধি ;
সহসা অসুস্থ ভাই, ক্লান্ত—অবসন্ন আমি ।
কহ ভাই, আসিলা কি জনক-দুহিতা ?

লক্ষ্মণ । হাঁ দাদা, সদ্যস্নাতা হ'য়ে—
পদব্রজে এসেছেন জননী আমার ।
কি কহিব লাঞ্ছনার কথা—
দেবীরে দেখিতে রোধ করি পথ
দাঁড়াইয়াছিল যত অসভ্য বানর ;
তাই আমি মারুতিরে দিয়ে—
বেত্রাঘাতে সরাইয়া বানর-কটকে
এনেছি দেবীরে দাদা তোমার সান্নিধ্যে ।

শ্রীরাম । দেবীরে আনিতে বেত্রাঘাত করে নাই
বানর-কটকে, বেত্রাঘাত করিয়াছে
পৃষ্ঠদেশে মোর । [উঠিল দাঁড়াইল ।]

লক্ষ্মণ । একি কথা কহ হে অগ্রজ ?

শ্রীরাম । সত্য—অতি সত্য বচন আমার !
দেখ্—দেখ্ রে লক্ষ্মণ,
যত বেত্রাঘাত করিয়াছে ভক্তগণে,
সব আঁকা আছে পৃষ্ঠদেশে মোর ।

[পৃষ্ঠাবরণ খুলিয়া দেখাইলেন ।]

লক্ষ্মণ । ওঃ ! একি ! দাদা—দাদা ! মারুতির নাহি
অপরাধ, সর্ব্বদোষে দোষী এই অকৃতি অধম ।
আজি ব্রহ্ম-অঙ্গ হ'তে ঝরায়েছি
শোণিতের ধারা । নাহিক খণ্ডন প্রভু,

এ মহাপাপের ; ধর ধনুর্ব্বাণ হে পাপীর শাসক—
নাশ ত্বরা দুর্ম্মতি লক্ষ্মণে । [বসিলেন]

শ্রীরাম । ওঠরে লক্ষ্মণ, প্রিয় অনুজ আমার !
নহ তুমি কোন দোষে দোষী ।
একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপালক তুমি,
তাই আজি সাধিয়াছ নিষ্ঠুর এ ক্রিয়া ।
যাও ভাই, দেবীরে প্রেরিয়া হেথা—
কহিবে বানরগণে
আহরিতে শুষ্ককাষ্ঠ প্রচুর প্রমাণ ।

লক্ষ্মণ । কেন দাদা ! শুষ্ককাষ্ঠে কিবা প্রয়োজন ?

শ্রীরাম । আছে কিছু করণীয় ভাই !
হাঁ, আর এক কথা—
সজ্জিত করিবে কাষ্ঠ চিতার সজ্জায় ।

লক্ষ্মণ । দাদা—

শ্রীরাম । যাও ভাই, প্রশ্ন কিছু করিও না মোরে ।

লক্ষ্মণ । শিরোধার্য্য বচন তোমার !

[প্রণামান্তে প্রস্থান ।

শ্রীরাম । ঐ আসে—পদ্মযোনি-অংশোদ্ভূতা
মায়াসীতা মোর ।
কি কহিব—কেমনে করিব সম্ভাষণ ?
যবে প্রণতা হইবে সীতা চরণে আমার,
কি কহিব মায়া-জানকীরে ?
সীতা তো জানে না কোথা সত্তা লুক্কায়িত তার !
হে আদিদেব পুরুষপ্রধান,

তুমি হও সহায় আমার ; সাজাও আমারে প্রভু
নিষ্ঠুর নির্ম্মম। উচ্চারিতে মর্ম্মন্তুদ ভাষা
যেন নাহি কাঁপে কণ্ঠদেশ মোর।

সীতা আসিয়া শ্রীরামচরণে প্রণতা হইলেন।

শ্রীরাম। [ফিরিয়া দাড়াইলেন।]

সীতা। একি প্রভু! চতুর্দ্দশবর্ষ পরে
আসিলা জানকী আজি সেবিবারে রাতুলচরণ,
কেন আজি বিপরীত রীতি ?

শ্রীরাম। [সীতার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় মুখ ফিরাইলেন।]

সীতা। পুনরায় ফিরালে বদন ?
কেন, কিবা অপরাধী সীতা চরণে তোমার ?
ওঃ—সেবক লক্ষ্মণে তব কহেছিনু কটু,
তাই বুঝি এত অভিমান ?
সত্য প্রভু, সেই পাপে সহিলাম—
চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী অশেষ লাঞ্ছনা।
কিন্তু, কি করিব! সে দিনের
রাক্ষসীয় মায়ার ছলনে ঘটেছিল
মস্তিষ্কবিকার। ক্ষমা কর অধিনীর
সেই অপরাধ! [পদে ধরিয়া] পাদস্পর্শে
কহিতেছি স্বামি, আসিলে হেথায় প্রিয়
দেবর লক্ষ্মণ, হাতে ধরি মার্জ্জনা মাগিব।

শ্রীরাম। [উচ্চস্বরে] সীতা—

সীতা। [চমকিত হইয়া] একি প্রভু! একি সম্ভাষণ!
কণ্ঠে কেন দৃঢ়তা ইঙ্গিত?
নয়নের কোণে যেন অশ্রু উছলিত,
বদন চাহিছে যেন
কহিবারে অন্তরের ভাষা—
তুমি শুধু দাঁড়াইয়া আছ হেথা
পাষাণ দেবতা সম ক্ষুব্ধ অভিমানে।

শ্রীরাম। অভিমান নহে কিছু জনকদুহিতা!
উদ্বেলিত হিয়া মোর সন্দেহ দোলায়!

সীতা। কিসের সন্দেহ প্রভু!

শ্রীরাম। একাকিনী শূন্যঘরে দশানন
করিলা হরণ, চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী
ছিলে তুমি রক্ষরাজ-গৃহে; তাই—

সীতা। তাই—!

শ্রীরাম। আজি অবিশ্বাসিনী আমার সকাশে।

[সীতা আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।]

লক্ষ্মণ আসিল।

লক্ষ্মণ। কি কহিলে—কি কহিলে নিষ্ঠুর পাষাণ?
অবিশ্বাসিনী আজি জননী আমার?
না বুঝিয়া রাক্ষসীয় মায়া,
আপনি ছুটিয়া গেলে স্বর্ণমৃগ খোঁজে।
দুর্ব্বলতার লইয়া সুযোগ— দুষ্ট দশানন
মায়াবশে টানিয়া আমারে

শূন্যঘরে হরিলা মায়েরে :
চতুর্দ্দশবর্ষ ধরি সহিলেন অশেষ লাঞ্ছনা,
আজি শুভ মিলনের ক্ষণে সাধ তব—বধি
জননীরে মহোল্লাসে ফিরিবে অযোধ্যা !

শ্রীরাম । জান নাকি অনুজ লক্ষ্মণ,
কূট-রাজনীতিবিশারদ রাবণের উপদেশ !
কহেছিল মরিবার কালে—
বিশ্বাস ক'রো না রাম রমণীচরিত্রে ।
আর "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"
শাস্ত্রের বচন ভাই !
স্বর্ণমৃগ নাহি যদি চাহিত জানকী,
ঘটিত না হেন দুর্ঘটনা ।
এক সীতা লাগি—রক্ষরাজে নাশিনু সবংশে,
লক্ষ লক্ষ বিধবার মর্ম্মছেঁড়া অভিশাপ
করিনু গ্রহণ !

লক্ষ্মণ । মাতা নহে তাহার কারণ ।
ভক্তের উদ্ধার লাগি মায়াময়,
সব কিছু তোমার রচনা ।
নহে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ! তুমি কি বোঝ না—
ধরাপরে নাহি হয় স্বর্ণমৃগ কভু ?

সীতা । [সংজ্ঞাপ্রাপ্তে উঠিয়া]
না—না, পতিপাশে বিশ্বাস হারায়ে
ধরাপরে রহিবে না জনকদুহিতা ।
বল—বল ওগো উপাস্য দেবতা,

কোন্ কার্য্য করিলে সাধন—
হবে সীতা বিশ্বাসের পাত্রী ?

শ্রীরাম। জলন্ত অনলে পশি—
পার যদি অগ্নিশুদ্ধা হ'তে,
তবে পাবে রঘুবংশে স্থান।

লক্ষ্মণ। কি কহিলে পাষাণ রাঘব ? দেবীসমা
জননীরে ডালি দিয়া অগ্নিকুণ্ডমাঝে
মাতৃহারা করিবে লক্ষ্মণে ?
তার আগে ভ্রাতৃহারা করিয়া তোমারে—
ডুবাইব শোকের পাথারে।

[নিজ কণ্ঠদেশে ধনুর্ব্বাণ স্থাপন করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে সীতা বাধা দিল।]

সীতা। কর কি—কর কি প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ !
আত্মহত্যা ক'রো না রে অবোধ সন্তান !
সত্য যদি পতিপদে থাকে মতি মোর,
সত্য যদি হই আমি রাঘবের জায়া,
সত্য যদি ধর্ম্ম থাকে সহায় আমার,
তবে অগ্নিশুদ্ধা হ'য়ে পুনরায় প্রণমিব
রাঘবচরণে। যাও বৎস,
আয়োজন কর মোর অগ্নিপরীক্ষার।

লক্ষ্মণ। সীতারাম শ্রীচরণে বিক্রীত জীবন,
প্রতিবাদ করিবার নাহিক শকতি।

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ ! যাও ভাই,
অগ্নিবাণে আবাহন করহ অনলে।

লক্ষ্মণ ।   জানি—জানি হে পাষাণ দেবতা,
মাতৃঘাতী সাজাইতে সেবক লক্ষ্মণে—
ছলনাজড়িত তব এই আয়োজন ।
তাই হবে—তাই হবে ।   আজি
তোমার আদেশে সাজি নিষ্ঠুর ঘাতক—
পোড়াইতে জননীরে জ্বালিনু অনল ।

[অগ্নিবাণ ত্যাগ ; দূরে চিতা জ্বলিয়া উঠিল ।]

ঐ হের কিবা বিশ্বগ্রাসী দাবানল
করিনু সৃজন ।

সীতা ।   প্রণিপাত শ্রীচরণে জীবনের আরাধ্য আমার !
চলিল সেবিকা তব অগ্নিশুদ্ধা হ'তে ।
সত্য যদি ধর্ম্ম থাকে যশবক্ষপরে,
সত্য যদি মহাসতী-অংশে মোর জন্ম হ'য়ে থাকে,
সত্য যদি কায়মনে ক'রে থাকি পতি-আরাধনা,
তবে জ্বলন্ত অনল মোরে স্পর্শিবে না কভু ।

[অনলমধ্যে প্রবেশ করিতে চলিয়া গেলেন ।

নেপথ্যে ব্রহ্মণ্যদেব গাহিতেছিল ।

গীত ।

ব্রহ্মণ্যদেব ।—

ওবে জনমদুখিনী সীতা—চির পবিশুদ্ধা ।

শ্রীরাম ।   সীতা—সীতা—

[ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেলেন, লক্ষ্মণ ধরিল ।]

সীতা ।   [নেপথ্যে] প্রভু—

পুনঃ গীত।

ব্রহ্মণ্যদেব।—

ওরে জনমদুখিনী সীতা—চির পরিশুদ্ধা।

শ্রীরাম। সীতা—

সীতা। নাথ—

পুনঃ গীত।

ব্রহ্মণ্যদেব।—

ওরে জনমদুখিনী সীতা—চির পরিশুদ্ধা।

শ্রীরাম। সীতা—সীতা—সীতা—

সীতা। নাথ—প্রভু!

[ছুটিয়া আসিয়া শ্রীরামের পদতলে পড়িল ;
শ্রীরামচন্দ্র তুলিয়া বক্ষে ধরিলেন।]

গীতকণ্ঠে ব্রহ্মণ্যদেব আসিল।

গীত।

ব্রহ্মণ্যদেব।—

ওরে, জনমদুখিনী সীতা—চির পরিশুদ্ধা।
জয় ক'রে আজ চতুর্ব্বর্গে হ'লেন অগ্নিশুদ্ধা॥
দেবগণ ঐ স্বর্গপরে,
শুভ পুষ্পবৃষ্টি করে,
তাই মহাসীতা তোমার ঘরে হলেন অবরুদ্ধা॥
এই লক্ষ্মী মায়ের করে ধ'রে,
যাও হে রাঘব আপন ঘরে,
আজি শিক্ষা দিতে ধরাপরে—হ'লেন সীতা অগ্নিশুদ্ধা॥

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা আসিল।

ব্রহ্মা। রঘুনাথ, পাইয়াছ অগ্নিশুদ্ধা
জানকীরে তব ?

[শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রণাম করিল]

শ্রীরাম। করুণায় তব পাইয়াছি অমূল্যরতন।
কিন্তু দেব, ধরাবক্ষে শ্রীরামের
আজিকার হেন নিষ্ঠুরতা
স্পষ্টাক্ষরে রহিবে অঙ্কিত।

ব্রহ্মা। খেদ তাহে নাহি কর বৎস !
গুহ্যতত্ত্ব অন্ধকারে রহুক সতত ;
তোমার এ নিষ্ঠুরতা আজিকার—
অদূর ভবিষ্যে গৌরব-আখ্যান হবে
রঘুবংশমাঝে। সীতার এ মহান্ আখ্যান স্মরি—
সতীকুল চিরদিন নতশিরে প্রণমিবে তারে।
যাও বৎস, চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস পূর্ণ আজি তব,
অযোধ্যার প্রজাকুল উৎকণ্ঠিত তোমার কারণে—
ভ্রাতা ও পত্নীরে ল'য়ে—যাও নিজবাসে ;
রঘুবংশ-সিংহাসনে বসিয়া গৌরবে
প্রজাকুল করহ শাসন !
করি আশীর্ব্বাদ, আদর্শ শাসনে তব—
গৌরবের রামরাজ্য, জনগণ করিবে কীর্ত্তন।

শ্রীরাম। চল সতি, শ্রীরামের মানসপ্রতিমা,
চলরে লক্ষ্মণ মোর প্রাণের দোসর !

জনমভূমির তরে উৎকণ্ঠিত মনপ্রাণ,
অযোধ্যার প্রজাকুল ডাকিছে
আমায়—"আয়—আয় ওরে নির্ব্বাসিত
বন্ধু আমাদের, তোর তরে ব'সে আছি
শূন্যদেহে অধীর পরাণে।"
যাবো—যাবো রে প্রজাবৃন্দ মোর,
তোদের সেবায় আমি কাটাবো জীবন ;
আত্মীয় বান্ধব পুত্র ভ্রাতা কিম্বা জায়া
অম্লানে ত্যাজিব আমি তোদের লাগিয়া।

[লক্ষ্মণ ও সীতার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সর্ব্বেশ্বরের বাটী।

মিনতি আসিল।

মিনতি। ছি-ছি-ছি! বুড়ো হাড়হাবাতে তেজবরের পাল্লায় প'ড়ে হাড়টা ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেল মা! না হ'লো দুখানা গয়না, না পারলুম একটা সাধ-আহ্লাদ মেটাতে। কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত রাঁধি আর শিখ্যি-সাবুদদের গেলাও। হায়—হায়—হায়, মা বাপ আমার এমন শত্তুর গা! মুখে আগুন শিবঠাকুরের! ছেলেবেলা থেকে গঙ্গাজল বিল্বিপত্তর দিলুম, শেষে কি না জোটালে একটা ঘাটের মড়া! মর্—মর্ গোল্লার যাক পোড়া ঠাকুর, যেমন নিজের ছিরি, তেমনি পোড়ার বর দেবার ছিরি; পেতুম সামনের গোড়ায় একবার, একচোখো ঠাকুরকে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতুম।

সর্ব্বেশ্বর আসিল।

সর্ব্বেশ্বর। ওকি নতুন গিন্নি, হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া করছো না কি?

মিনতি। হ্যাঁ, করছি; আমি হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া করবো, আগুনের সঙ্গে ঝগড়া করবো, জলের সঙ্গে ঝগড়া করবো, দেয়ালের সঙ্গে ঝগড়া করবো—তাতে তোমার কি?

সর্ব্বেশ্বর। না—না, আমার আর কি? তবে বলছিলুম কি আজ আবার কার বরাত সুপ্রসন্ন হয়েছে যে—

মিনতি। কার বরাত আবার? পোড়ারমুখো দেবতার বরাতে আগুন লাগাচ্ছি আর মুখে খ্যাংরা মারবার চেষ্টা করছি।

সর্ব্বেশ্বর। তাই বল, খ্যাংরা এবার ভাগ্যবান সর্ব্বেশ্বরের পিঠ ছেড়ে দেবতাদের দিকে অভিযান করছে?

মিনতি। করবে না? হাড়হাবাতে বুড়ো দেবতাকে ছেলেবেলা থেকে ফুল বিল্বিপত্তর দিলুম, শেষে কিনা আমার বরাতে ঘাটের মড়া জোটালে?

সর্ব্বেশ্বর। ও, তাই বল! তা নতুন গিন্নি, তোমার যা মেজাজ—তাতে একবরের পাল্লায় পড়লে—হয়তো গলায় দড়ি দিতে হ'তো সে বেচারীকে।

মিনতি। কেন, আমি কি সোয়ামীর যত্ন-আত্তি করতে জানি না?

সর্ব্বেশ্বর। আহা, আমি কি তাই বলছি? যত্ন ব'লে যত্ন—ধোপা যেমন গাধার যত্ন করে, তুমিও সেই রকম সোয়ামীর যত্ন কর।

মিনতি। কি, আমি গাধার মত সোয়ামীর যত্ন করি? তবেরে হাড়হাবাতে ঘাটের মড়া—[কোমরে কাপড় জড়াইল।]

সর্ব্বেশ্বর। এই—এই! দেখ দেখি স্বামিসেবার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

মিনতি। তা তোমার মত ঘাটের মড়া সোয়ামীকে কি ফুল বিল্বিপত্তর দিয়ে পূজো করতে হবে নাকি?

সর্ব্বেশ্বর। আবার পূজো করতে হবে কেন? বিয়ে হবার আগে তো বুড়ো শিবের পূজো ক'রে বুড়ো বর পেয়েছ।

মিনতি। পেয়েছি তো পেয়েছি, তা তোমার কি?

সর্ব্বেশ্বরী। বাচা গেল, এইবার পথে এস! এখন চল দেখি খেতে দেবে—বেলা হ'য়ে গেছে।

মিনতি। খাওয়া আজ হরিমটর।

সর্ব্বেশ্বর। তার মানে?

মিনতি। মানে ঠিক জলের মত—রান্নাবান্না করিনি।

সর্ব্বেশ্বর। রান্না করনি! কেন?

মিনতি। আমার ইচ্ছে হয়নি করিনি।

সর্ব্বেশ্বর। ইচ্ছে হয়নি ব'ল্লেই হলো? আজ যে নতুন শিষ্য-সাবুদ-গুলো আসবে, তারাই বা খাবে কি?

মিনতি। কি খাবে তা আমি কি জানি।

সর্ব্বেশ্বর। আলবৎ জানতে হবে—তুমি আমার পরিবার হ'য়ে যা ইচ্ছে তাই করবে, আর আমি তাই সইবো?

মিনতি। সইতে হবে। তেজপক্ষের পরিবারের কাছে এর চেয়ে আর কি আশা কর?

সর্ব্বেশ্বর। সব আশা করি। যাও, এখনো বলছি ভাল চাও তো এইবেলা রান্না চাপাও গে।

মিনতি। আমি চাপাবো না—কি করবে?

সর্ব্বেশ্বর। কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড বাধাবো নতুন গিন্নি! আজ একটা কেলেঙ্কারী ক'রে তবে ছাড়বো।

মিনতি। বটেরে মুখপোড়া! মিনি-বামনীর আসল মূর্ত্তি বুঝি ভুলে গেছ? তবে আনবো নাকি ঝাঁটাটা—

একান্তে মৌতাত আসিল।

মৌতাত। ও বাবা, এ আবার এলুম কোথায়—ঝাঁটা বার করে যে?

সর্ব্বেশ্বর। হায়—হায়—হায়, তেজপক্ষের মাগ যেন পঞ্চবটীর বাঘ। থাবা মারবার জন্যে যেন ওৎ পেতে ব'সেই আছে। হাত্তোর সংসারের নিকুচি করেছে। [প্রস্থানোদ্যত]

মৌতাত। [সম্মুখে আসিয়া] প্রণাম হই মেসোমশায়! [প্রণাম করিল।] পায়ের ধূলো দাও গো মাসীমা!

সর্বেশ্বর। তুমি আবার কটুম্বিতে পাতাতে কোন গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ?

মৌতাত। আমাকে চিনতে পারছেন না মেসোমশায়?

সর্বেশ্বর। তা আর পারবো কেমন ক'রে? আমার তো, বাপু তেজপক্ষের শালী-টালী কোন গুষ্ঠিতে নেই, অথচ তুমি---

মৌতাত। মাসীমা, তুমিও চিনতে পারলে না? আমি তোমার পিসতুতো ভায়ের খুড়তুতো বোনের মামাতো বোনের ছেলে।

মিনতি। ও—তুই আমাদের ক্ষুদিদিদির ছেলে?

মৌতাত। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তা শরীর গতিক তোমাদের সব ভাল তো?

মিনতি। হ্যাঁ, ভাল। তা ক্ষুদিদিদি ভাল আছে তো?

মৌতাত। মা? ওহো, মাসীমা গো! মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে সগ্‌গে চ'লে গেছে গো! [বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

মিনতি। এঁ্যা, বলিস কিরে! ওরে কি খবর নিয়ে এলিরে হতভাগা! [বসিয়া কাঁদিবার অভিনয়ে] ওগো ক্ষুদিদিদিগো, তুমি যে আমাকে বড় ভালবাসতে গো!

মৌতাত। ওগো মাসীমা গো—আমার কি হ'লো গো!

সর্বেশ্বর। নাও—আমি শালা ক্ষিদের জ্বালায় দাঁতছিরকুটে এখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর উনি এখন—পাতানো বোনের শোকে ঢং ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

মিনতি। কি, পাতান বোন! বলে, আমার পিসতুতো ভায়ের খুড়তুতো বোনের মামাতো বোন—তার মত আপনার জন আমার চ'লে গেল। ওহো—ওগো ক্ষুদিদিদি গো—

মৌতাত। ওগো মাসীমা গো !

সর্ব্বেশ্বর। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকি কেন ! ওগো ছোটগিন্নি গো !

মিনতি। ওগো ক্ষুদিদিদি গো—তোমাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলুম না গো—

মৌতাত। ওগো মাসীমা গো--তোমাকে দেখবার জন্যে মা কত আকুলী-ব্যাকুলী করেছিল গো—

সর্ব্বেশ্বর। ওগো নতুন গিন্নি গো, ক্ষিদেয় আমার বত্রিশনাড়ী পাক খাচ্ছে গো ! কিছু খেতে না পেলে এখনি চোঁৎ ক'রে শিঙ্গে ফুঁকতে হবে গো !

মিনতি। কি, আমাকে ভ্যাংচান ?

মৌতাত। কি, মাসীকে ভ্যাংচান ?

সর্ব্বেশ্বর। নাও, এতদিন তেজপক্ষের চোখরাঙানি সইছিলুম, আজ থেকে আবার আর একজন চোখরাঙানোর লোক বাড়লো। বলি বাপধন, মাসীকে তো হাত ক'রে ফেল্লে, এখন আড্ডাটা কি আমার বাড়ীতেই গাড়া হবে ?

মিনতি। দুধের বাছা এই বয়েসে মা হারিয়েছে, আমরা ওর আপনার জন থাকতে যাবে কোথা ?

মৌতাত। ঠিক কথাই তো মাসী ! তোমরা আমার এমন আপনার জন থাকতে আমি পথে পথে ঘুরবো ?

মিনতি। বালাই ষাট্, তুই বাছা এখানেই থাক্। আমারও পেটে একটা হ'লো না—তোকে নিয়ে তবু ছেলের সাধ মেটাবো।

সর্ব্বেশ্বর। [স্বগত] নিশ্চয় এ ব্যাটা জোচ্চোর [প্রকাশ্যে] খবরদার নতুন গিন্নি, তোমার ও মাসীর মায়ের কুটুমকে আমার বাড়ীতে জায়গা দিতে পাবে না।

মিনতি। কি—ক্ষুদিদিদির ছেলে মাসীর মায়ের কুটুম? বটেরে ড্যাকরা মিনসে, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা? আচ্ছা, আমিও চল্লুম বাপের বাড়ী, দে'খি কে তোর শিষ্যিদের জন্যে পিণ্ডির কাঁড়ি রাঁধে।

সর্ব্বেশ্বর। সেদিকে অষ্টরম্ভা! বাপের ভিটেয় তো ঘুঘু চরছে।

মিনতি। চরুক; চল্ বাবা, তোকে নিয়ে আমি বাপে ভিটেয় চ'লে যাবো।

মৌতাত। তাই চল মাসীমা! ও চণ্ড্যণ্ডি মেসো-ব্যাটার ঘর না করাই ভাল।

সর্ব্বেশ্বর। যদি যেতে হয়, তাহ'লে যে আমি বিয়ে করেছি—সে বিয়েটা বাতিল ক'রে দিয়ে যাও!

মৌতাত। তাই দাও মাসি! তুমি বাতিল ক'রে দিলে—ও বুড়ো মেসোর আর বিয়েই হবে না।

মিনতি। আমি কেন বাতিল করতে যাবো বাবা! বাতিল করতে হয় ওই ঘাটের মড়াই করুক না!

সর্ব্বেশ্বর। [একান্তে] না, কিছুতেই মানবে না দেখছি। [প্রকাশ্যে] দেখ নতুন গিন্নি, খামকা কেন কেলেঙ্কারী বাড়াচ্ছ—আমি তোমার পতিদেবতা আমার কথা মান।

মিনতি। খ্যাংরা মারি দেবতার মাথায়।

সর্ব্বেশ্বর। তবে একান্তই ঐ জোচ্চোর ব্যাটাকে আশ্রয় দেবে?

মৌতাত। কি—আমি জোচ্চোর! মা ম'রে গেছে ব'লে মেসোর মুখে আজ একথা শুনতে হ'লো? মাসি! চল্লুম, আমি পথে পথে ভিক্ষে ক'রে খাবো, তবু এ ভিটেয় আর নয়।

[প্রস্থান।

মিনতি। দিলে—দিলে তো তাড়িয়ে? ডাক—শীগ্‌গিরি ডাক বলছি, নইলে—এখুনি আমি ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবো।

সর্ব্বেশ্বর। না—না নতুন গিন্নি, ও আপদ যাক্।

মিনতি। কি—যাবে? এই চল্লুম—আজ আগুন দিয়ে ঘর-সংসার পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাবো। [প্রস্থানোদ্যত]

সর্ব্বেশ্বর। দোহাই—দোহাই নতুন গিন্নি, সর্ব্বনাশ ক'রো না—এখুনি আমি ডাকছি তোমার বোনপোকে! ওহে, ও ছোকরা! ও মাসী-মায়ের কুটুম, শুনতে পাচ্ছ—ও নতুন গিন্নির বোনপো—শোন—শোন, এদিকে এস—

মৌতাত পুনরায় আসিল।

মৌতাত। কি, বলুন!

সর্ব্বেশ্বর। ছোকরা যে রেগেই আছ। শোন—শোন, আমি ঠাট্টা করলুম ব'লে—তুমি রেগে চ'লেই গেলে? তুমি আমার শালীর ছেলে—আপনার লোক, রাগ ক'রে গেলেই হ'লো? থাক—থাক, যাবে কোথা?

মিনতি। থাক্ বাবা খোকা—

মৌতাত। না মাসি, আমি খোকা নই—মৌতাত।

সর্ব্বেশ্বর। মৌতাত! এ আবার কি রকম নাম বাবা?

মৌতাত। সখের নাম বাবা! মা বাপ সখ ক'রে নাম রেখেছে মৌতাত।

সর্ব্বেশ্বর। মৌতাত! বেশ নাম। তা তুমি কিসের মৌতাত বাবা? আফিমের না গাঁজার?

গীত।

মৌতাত।—

গাঁজা আফিম নয় গো মেসো, গাঁজা আফিম নয়।
আমার নেশা ধরলে পরে সব কাজেতেই জয়॥
ধনীর ঘরে আমার বাসা,
পুরাই আমি তাদের আশা;
যাদের নেইকো প্রাণে ভালবাসা অন্তরেতে ক্ষয়॥

সর্ব্বেশ্বর। বেশ—বেশ, বাবাজী দেখছি তাহ'লে কাজের লোক।

মিনতি। আয় বাবা মৌতাত, ঘরের ভেতর আয়!

মৌতাত। তুমি যাও মাসি, খাবার যোগাড় করগে; আমি ততক্ষণ মেসোর সঙ্গে আলাপটা ভাল ক'রে জমিয়েনি।

মিনতি। তাই নে বাছা! ওগো, আমি রাঁধার যোগাড়ে চল্লুম; তুমি ততক্ষণ মৌতাতের সঙ্গে একটু গল্প কর।

[প্রস্থান।

সর্ব্বেশ্বর। তাহ'লে বাবাজি, এখানে কতদিন থাকবে মনে করছো?

মৌতাত। ইচ্ছে আছে তো চিরদিন থাকবো, তবে যদি আপনারা পায়ে ঠেলেন—

সর্ব্বেশ্বর। না—না, ওকি কথা? আমি তো তোমার মত চালাক-চতুর ছেলে খুঁজছি।

মৌতাত। কেন বলুন দেখি?

সর্ব্বেশ্বর। কি জান বাবাজি, এই শিষ্য-সাবুদদের বাড়ীতে যাওয়া—আদায় তসিল করা—এসব কাজে তো একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দরকার।

মৌতাত। ও—এই কথা? তা ওকাজ আমি খুব পারবো।

নেপথ্যে ঢেঁড়াদার। শোন—শোন সকলে, মহারাজ ভরতের ঘোষণা—আগামী সপ্তাহে মহারাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী

ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় ফিরে আসবেন ; সেই উপলক্ষে সকলে ঘরে ঘরে এই এক সপ্তাহকাল উৎসব-আনন্দ করবেন এবং রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাবেন।

সর্ব্বেশ্বর। বাবাজি! লেগেছে দাও! শ্রীরামচন্দ্র ফিরে এলে উৎসব-আনন্দ এবং ব্রাহ্মণ-সজ্জনদের রাজবাড়ী থেকে প্রচুর দান দেওয়া হবে, মহারাজ ভরত পূর্ব্বে ঘোষণা দিয়েছিল। এখন এসেছে সেই সময়।

মৌতাত। তবে আর কি মেসোমশায়! যাওয়া যাবে দুজনে।

সর্ব্বেশ্বর। দেখ বাবাজি! কি কৌশলে রাজবাড়ী থেকে প্রচুর আদায় করা যাবে, সেটা তোমাকে এই সপ্তাহেই শিখিয়ে নেবো। তুমি এস বাবাজি, আমি ততক্ষণ তোমার মাসীকে এই শুভ সংবাদটা আগে দিইগে।

[প্রস্থান।

মৌতাত। হায়রে লোভী মানুষ, অল্পেতে তুমি তুষ্ট হ'তে পার না। যাক, আমার কাজ শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রয় করা—সেই চেষ্টাতেই এই লোভী ব্রাহ্মণের আশ্রয় নিয়েছি। হে তমোগুণসম্পন্ন মহাকাল, তুমি আমাকে উৎসাহিত কর প্রভু তোমার আদিষ্ট কর্ম্মে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাল্মীকির তপোবন।

গীতকণ্ঠে আশ্রমবাসী আসিল।

গীত।

আশ্রমবাসী।—

(জয়) সীতাপতি পূর্ণব্রহ্ম রক্ষনাশনকারি!
ভকতবৎসল পতিতপাবন জয় হে ভূভারহারি॥
দীনের শরণ তুমি শ্রীরাম,
হৃদিবীণাতারে বাজাও নাম,
ঝঙ্কারসনে ওঁকারনাদে গাহিছে প্রকৃতি জয় শ্রীহরি।
মুনিজন গাহে অবিরাম,
কূজনে বিহগী গাহিছে নাম,
জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম, দান হে শান্তিবারি॥

গানের মধ্যে বাল্মীকি আসিয়া যজ্ঞকুণ্ডপার্শ্বে বসিল,
আশ্রমবাসী প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বাল্মীকি। কতদিনে—কতদিনে সফল হইবে
মম দীর্ঘ বরষব্যাপী লেখনীর সাধনা?
বনপর্ব্ব—রক্ষতারণ—অনল-পরীক্ষার শেষ এতদিনে।
রামরাজ্য হয়েছে আরম্ভ,
এই পর্ব্বে রে বাল্মীকি, পাপী রত্নাকর,
পরীক্ষার ক্ষণ আসে সম্মুখেরে তোর।

কতদিনে পাবো দরশন ?   কতদিনে আসিবে
আবার শ্রীরামের হৃদি-বিলাসিনী সীতা
জনক-দুহিতা ?   কতদিনে—কতদিনে ?

[যজ্ঞকাষ্ঠ জ্বালিতে উদ্যত হইলে প্রবল ঝটিকার শব্দ শ্রুত হইল ।]

একি, বিনামেঘে কেন ওঠে প্রবল ঝটিকা ?
সুনিশ্চয় নিশাচর আসে কোন শুদ্ধ তপোবনে ।

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত লবণ আসিল ।

লবণ । হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ---

বাল্মীকি । কহ, কেবা তুমি যবনিকা অন্তরালে
থাকিয়া গোপনে—অট্টহাসে কাঁপাও ধরণী ?
থাকে যদি প্রাণের মমতা,
এস ত্বরা সম্মুখে আমার ।
তথাপি নীরব ?   এই মন্ত্রপুত বারি আমি
করিনু নিক্ষেপ, হও যদি দুষ্ট নিশাচর
ভস্ম হবে অচিরে হেথায় ।

[মন্ত্রপুত বারি নিক্ষেপ]

লবণ । [কৃষ্ণবস্ত্র ফেলিয়া দিয়া] হা-হা-হা-হা—
ব্যর্থ—ব্যর্থ মুনি, মন্ত্রশক্তি তব ।

বাল্মীকি । একি, ব্যর্থ হ'লো মন্ত্রপুত বারি !

লবণ । শুধু নহে মন্ত্রবারি রামের স্তাবক !
এইমত ব্যর্থ হবে যজ্ঞক্রিয়া তব ।

বাল্মীকি । কি---ব্যর্থ হবে যজ্ঞক্রিয়া মোর !
আরে---আরে দুষ্ট নিশাচর—

নাহি জান বাল্মীকির তপের প্রভাব?

লবণ। জানি ঋষি—কল্পনার রামায়ণ করিয়া রচনা,
শ্রীরামে তুষিয়া ভাবিয়াছ তপাচারি—
একমাত্র শক্তিধর তুমি ধরামাঝে?

বাল্মীকি। তুচ্ছ মন্ত্রে পরাজিয়া এত স্পর্দ্ধা তোর?
মর্ তবে মহাপাপী নয়নাগ্নিবাণে।
জয় শ্রীরাম—জয় শ্রীরাম—

লবণ। হা-হা-হা-হা, ব্যর্থ—ব্যর্থ তব নয়নাগ্নিবাণ!

বাল্মীকি। একি, কেবা এই নিশাচর ছদ্মবেশী দুষ্ট!

লবণ। নিশাচর নহি, শুন রামের স্তাবক!
লবণ আমার নাম—মথুরায় ঘর,
শিববরপ্রাপ্ত পিতা মধুদৈত্য মম—
বীরত্বের খ্যাতি তাঁর বিদিত ভুবনে।

বাল্মীকি। জানি—জানি তোর পিতার বীরত্ব।
জনকের সভামাঝে সীতা-স্বয়ম্বরে
তুলিতে হরের ধনু সংজ্ঞাহারা হ'লো;
বালক শ্রীরাম তারে তুলিয়া উল্লাসে
মড়্ মড়্ শব্দে ধনু করিল দুখান।

লবণ। ছলনাজড়িত সেই হরধনুর্ভঙ্গে—
শ্রীরাম-বীরত্ব নহে শ্রেষ্ঠ ধরামাঝে।
বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম তোমার
সীতা-স্বয়ম্বরে লভি সুন্দরী কামিনী,
রাজ্য ত্যজি বনবাস করিল আশ্রয়।

বাল্মীকি। রে দুষ্ট মায়াবী দানব!

শ্রীরামচরিত্র-মাঝে কত যে মাহাত্ম্য
তুই তার না পাবি সন্ধান !
পিতৃসত্যপালন কারণ প্রভু
চতুর্দ্দশবর্ষতরে সহিলেন বনবাসক্লেশ ।
দেবতাবিজয়ী সেই দশাননে সবংশে বিনাশি —
মানববীরত্ব খ্যাতি জানালো জগতে ।

লবণ । অতি দর্পে হত হ'লো লঙ্কাপুরী ।
ব্রহ্মাপাশে বর যাচিবার কালে--
মাতুল রাবণ—দর্পে নরবানরেরে
ভাবি ভক্ষ্য রাক্ষসের, নিল বর—দেব
যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরের অবধ্য হইতে ।
তেঁই আজি নরবানরের তুচ্ছ শক্তি
বিনাশিল তারে । কিন্তু,
শিবদত্ত জাঠা অস্ত্রের গতিরোধে
না হবে সক্ষম । যার তেজে
ম্রিয়মান মন্ত্রশক্তি তব ।

বাল্মীকি । তুচ্ছ তোর জাঠা অস্ত্র দুরন্ত দানব !
যেই শিবে করিয়া অর্চ্চনা, পিতা তোর
জাঠাস্ত্র পাইল, সেই শিব-অংশে জন্মেছে
মারুতি । শিব নিজে পরাজিত শ্রীরামের পাশে ।
মারুতিরে দিয়ে উপহার
সখ্যতা করেছে নিজে রাঘবের সনে ।

লবণ । রাঘবস্তাবক-রচিত কাব্য হেন—
শুনাইয়ো শ্রীরাম-সকাশে ।

এবে শুন ঋষি, আদেশ আমার।
বন্ধ কর তপোবনে শ্রীরামের পূজা।

বাল্মীকি। তপস্বী মানে না কারো আদেশ কখনো।

লবণ। কিন্তু, বাধ্য তুমি লবণের আদেশ মানিতে।

বাল্মীকি। পদাঘাত করি আমি লবণ-আদেশে।

লবণ। তবে দেখ ঋষি ভয়ঙ্কর পরিণাম তব!
[পদাঘাতে যজ্ঞসামগ্রী ফেলিয়া দিল।]

বাল্মীকি। কি, পদাঘাতে উপচার ফেলিলে দাম্ভিক!
ধরিলাম ব্রহ্মবাণ সম্মুখেরে তোর—
গতিরোধ কর্‌রে পামর! দেখ্—দেখ্ আজি
কত শক্তি নিহিত রয়েছে এই তিনদণ্ডী মাঝে।
এস—এস তবে ব্রাহ্মণের শক্তি তেজ
গায়ত্রী-জননি, সম্মুখে উদয় হ'য়ে
ধ্বংস কর তপোবিঘ্নকারী এই দুরন্ত দানবে।

ত্রিশূল ও কুঠারহস্তে গায়ত্রী আসিল।

লবণ। তবে শিবদত্ত জাঠা অস্ত্র—
রূপ ধর ব্রাহ্মণে বধিতে।

গীতকণ্ঠে ত্রিশূলহস্তে শিবানুচর আসিল।

গীত।

শিবানুচর।— সংহার—সংহার—সংহার।
গায়ত্রী।— রোধিলাম এই অস্ত্র তোমার॥
শিবানুচর।— ভকতে রাখিতে আমার উদয়,
গায়ত্রী।— ব্রহ্মশক্তিপাশে হবে পরাজয়,

শিবানুচর ।—   ছাড় পথ, মনোরথ পুরাবো আমার,
সংহার—সংহার—সংহার ॥

গায়ত্রী ।—   রণ—রণ, দেহ রণ—দেহ রণ,

শিবানুচর ।—   শরণকারীরে তোর দিব যে মরণ,

গায়ত্রী ।—   শক্তিসাধক পাশে কি ছার মরণ;
নিয়েছে শরণ সবে বিশ্বমাতার ॥

উভয়ে ।   সংহার—সংহার—সংহার—

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধান্তে প্রস্থান ।

বাল্মীকি ।   কোথারে দানব, কোথা তোর জাঠাস্ত্রের শক্তি ?
এসেছিস ক্ষুদ্র শিবদত্ত জাঠাস্ত্রের বলে—
ব্রাহ্মণের যজ্ঞক্রিয়া পণ্ড করিবারে ?
এবে শক্তিহীন জড়সম তুই রে পামর !
ইচ্ছা যদি করি, নয়ন-অগ্নিতে মোর
ভস্ম করিবারে পারি এইদণ্ডে তোরে ।

লবণ ।   শক্তি কোথা নয়নে তোমার ?
মূর্ত্তিমান জাঠাস্ত্রের সনে যুদ্ধে মত্ত
ব্রাহ্মণত্ব তব ! এবে তুমি শক্তিহীন শূদ্রের সমান ।
ইচ্ছা যদি করি, এই দণ্ডে পারি আমি—
ঐ উদ্ধত শির স্কন্ধচ্যুত করি
উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তোমা ।
কিন্তু, সামান্য ব্রাহ্মণ বধি
কলঙ্ককালিমা-লিপ্ত করিব না হস্তদ্বয় মোর ।
যাও হে ব্রাহ্মণ, দয়াবশে মুক্তি দিনু তোমা ।
কিন্তু, কল্পনার রামায়ণে তব

রচিতে হইবে তোমা—লবণের হাতে
মৃত্যু রাম লক্ষ্মণের।

বাল্মীকি। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!
বাতুলতা নহে দৈত্য, বাল্মীকি-কল্পনা।

লবণ। প্রমাণিতে বাতুলতা তব কল্পনার—
বিস্ময়ে হেরিবে বিশ্ব লবণ-বিক্রম।
জাঠা হাতে সবিক্রমে এখনি চলিব আমি
অযোধ্যার পথে; আক্রমিয়া অযোধ্যানগরী—
পরাজিত করি সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণে
বাঁধি আনি সম্মুখে তোমার—
প্রমাণিব বাতুলতা তব।
তারপর পশুসম বধি সেই যুগল ভ্রাতারে—
রক্ত নিয়ে মাতুল সে রক্ষরাজের করিব তর্পণ।

[প্রস্থান

বাল্মীকি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পরিবর্ত্তন ঘটাইতে বাল্মীকি-
কল্পনার, নাহি আজি শক্তি বিধাতার।

ভক্তি আসিল।

ভক্তি। সত্য কথা মহর্ষি বাল্মীকি!
পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে আজি তব কল্পনার—
এ হেন মানব কেন, দেবতাও নাহি স্বর্গপুরে।

বাল্মীকি। কে তুমি মা—অমিয়মধুরকণ্ঠে
তুলিয়া ঝঙ্কার—আশ্বাসিতে এলে
এই অকৃতি সন্তানে?

ভক্তি । পিতৃমাতৃহারা আমি আশ্রয়-প্রার্থিনী ;
অন্য পরিচয় আর নাহি কিছু মোর ।

বাল্মীকি । এস মাগো, সাদরে দানিব আশ্রয়
আশ্রমে আমার । মুনিকন্যাবৃন্দ সাথে
কন্যাসম পালিব তোমায় ।

ভক্তি । কিন্তু, আশ্রয়গ্রহণ পথে আছে এক
বিপত্তি আমার ।

বাল্মীকি । কহ মাতা, কিবা বাধা আশ্রয়গ্রহণে ?

ভক্তি । যতদিন রবো আমি আশ্রয়দাতার গৃহে,
ততদিন অন্য নারী না পাবে আশ্রয় সেথা ;
আছে এই প্রতিজ্ঞা আমার ।

বাল্মীকি । এ কিশোর বয়সে মাতা,
কেন এই কঠোর প্রতিজ্ঞা ?

ভক্তি । গোপন বারতা মম
আনজনে কহিব না কভু !
কহ মুনি, এই সর্ত্তে দানিবে আশ্রয় ?

বাল্মীকি । [স্বগত] এ কি পরীক্ষায় ফেলিলে শ্রীরাম !
আশ্রয়-প্রার্থিনী আজি সম্মুখে দাঁড়ায়ে
সকাতরে মাগিছে আশ্রয়, আমি হেথা
নিপতিত সঙ্কটে বিষম ।

ভক্তি । নির্ব্বাক রহিলে প্রভু, প্রতিজ্ঞা শ্রবণে !
বুঝিলাম—না পাবো আশ্রয় আজি বাল্মীকি-সকাশে ॥
বড় আশে এসেছিনু তপোবনে তব—
কিন্তু, ফিরিতে হইল মোরে ব্যর্থ মনোরথে ।

বাল্মীকি। না—না, যেও না—যেও না মাতা,
ত্যজিয়া আশ্রম। শুধু অনুরোধ মোর—
প্রত্যাহার কর তুমি দারুণ শপথ।

ভক্তি। বহুপূর্ব্বে বলেছি তো ঋষি!
পরিবর্ত্তন নাহি হবে সঙ্কল্প আমার।
বেশ, চলিলাম ত্যজি তপোবন;
না পাই আশ্রয় যদি ধরণীমাঝারে—
ঝাঁপ দিয়ে সরযূসলিলে—
জুড়াইব ক্ষুধা-তৃষ্ণাজ্বালা। [প্রস্থানোদ্যত]

বাল্মীকি। [বাধা দিয়া] বুঝে দেখ জননী আমার,
আশ্রয় দানিলে তোমা শপথ করিয়া—
ব্যর্থ হবে জীবনের সাধনা আমার।
তেঁই কহি—ব'সো হেথা ক্ষণকাল,
বিশ্রামান্তে ফলজল করিয়া গ্রহণ—
যেও পুনঃ আশ্রয়সন্ধানে।

ভক্তি। না—না, না পেলে আশ্রয়—
ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব না খাদ্য ও পানীয় ল'য়ে।
চলিলাম আশ্রয়সন্ধানে;
কহিব সবারে—মহর্ষি বাল্মীকি
তৃষ্ণার্ত্ত ক্ষুধিত আশ্রয়-প্রার্থীরে
তাড়ায়েছে আশ্রম হইতে।

বাল্মীকি। না—না, যেও না—যেও না মাতা,
ব্যর্থ করিও না আজি ব্রাহ্মণত্ব মোর।
পদে ধরি জননী আমার—সন্তানের সাথে

কেন কর ছলনা গো দেবি !
জীবনসাধনা পথে এই পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ করগো মোরে করিয়া করুণা !

ভক্তি । কেন ঋষি আকুলতা তব ?
যদি নাহি পার দানিতে আশ্রয়,
ছাড় পথ ত্বরা করি ; ক্ষুধানলে
অঙ্গ জ্ব'লে যায়, তৃষ্ণায় কাতর প্রাণ ।
কালক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন ?

বাল্মীকি । নিষ্ঠুরা জননি, বুঝেও না বোঝ
তুমি অন্তর আমার ?
আশ্রয় দানিলে তোমা প্রতিজ্ঞা করিয়া
ব্যর্থ হবে লেখনী আমার !
শ্রীরাম-গৃহিণী সীতা—স্বামী-পরিত্যক্তা
হ'য়ে আসিবে যখন এই তপোবন মাঝে,
কেমনে করিব তারে প্রত্যাখ্যান দেবি ?
তেই কহি—যাবে যদি ডুবাইয়া মোরে
আজি পঙ্কিল নরকে, যাইবার পূর্ব্বে
সন্তানে বধিয়া যাও নিষ্ঠুরা জননি !

[ভক্তির পদে পতিত হইল ; ভক্তির অন্তর্দ্ধান ।

বাল্মীকি । [উঠিয়া] একি, কোথা গেল আশ্রয়-প্রার্থিনী !
মা ! মা ! পরীক্ষাসাগরে ফেলি অধম সন্তানে
কোথায় লুকালে তুমি বিদ্যুৎবরণি ?

ভক্তি । [নেপথ্যে] অন্তরমাঝারে মুনি দেখ জ্ঞানচক্ষে
কেবা আমি—কোথা মোর নিত্য আনাগোনা ।

বাল্মীকি। এঁ্যা, তবে কি অন্তরস্থ আরাধ্যা আমার তুমি ?
[চক্ষু মুদিত করিয়া] সত্যই তো, পদ্মাসনা
বরাভয় হস্ত মেলি দানিছে অভয়।
চিনেছি তোমারে দেবি ! অন্তঃস্থিত ভক্তি মোর
স্বরূপে আসিয়া, ব্রাহ্মণত্ব করিলে পরীক্ষা।
বল—বল মাগো, ধৰ্ম্মচ্যুত হইনি তো আমি ?

ভক্তি। [নেপথ্যে] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তুমি ওগো ঋষি !
মনোবাঞ্ছা পূরাতে তোমার,
আশ্রয়-প্রার্থিনীরূপে অচিরে আসিবে
তব মানসতনয়া—সীতারূপা শ্রীরামের জায়া।

বাল্মীকি। সুপ্রভাত—সুপ্রভাত আজিকে আমার !
অভ্রান্ত রচনা মোর। শুনরে জগৎ !
বাল্মীকির মানসতনয়া আসিয়া অচিরে
পবিত্র করিবে পুণ্য তপোবন মোর।
অপার আনন্দস্রোত ধরিতে না পারি,
এস—এস ওগো শ্রীরামের হৃদি-বিলাসিনি,
চরণ ছোঁয়াও মোর শুদ্ধ তপোবনে। [প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ভক্তি আসিল।

গীত।

ভক্তি।—

মানসতনয়া আসিবে তোমার শুন হে ভাবুক কবি।
পুজিতে তাহারে কুসুমের ভারে তব হৃদিমাঝে আঁকা ছবি॥
তোমার লেখনী রাখিতে অমর,
ক্ষণকাল তার নাহি অবসর,

উষরের বুকে বহাতে উৎস নিঠুর সাজিবে রবি ॥
আমি গো আনিব জানকীরে টানি,
সুমধুর স্বরে গাহি আবাহনী,
প্রচারিতে তব অমিয় লেখনী নামিবে যুগল ছবি ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজপথ।

দানের সামগ্রীপূর্ণ পাত্র লইয়া সর্ব্বেশ্বর ও তৎপশ্চাতে একটি সামগ্রীপূর্ণ পাত্র-মস্তকে মৌতাত আসিল।

সর্ব্বেশ্বর। ঝট্‌পট্ চ'লে এস বাবাজি, সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে অন্ধকারে যাওয়া যাবে না।

মৌতাত। ঝট্‌পট্ কি যাওয়া যায় মেসো? মাথায় যে ভার চাপিয়েছ, তাতে পা দুটো আপনা আপনি থেমে আসছে।

সর্ব্বেশ্বর। থেমে যায়, গায়ের জোরে চালাও; জোয়ান ছেলে—ঐ সামান্য ভারে কাতরালে চলবে কেন?

মৌতাত। ভার সামান্য কি অসামান্য তা তো আর পরীক্ষা করলে না মেসো! ফাঁকি দিয়ে নিজে তো বেশ হাল্কি বোঝাটি নিলে। ওরে বাপরে, ঘাড়টা ভেঙ্গে গেল বুঝি! [নামাইতে উদ্যত]

সর্ব্বেশ্বর। নামিয়ে দিও না—নামিয়ে দিও না বাবাজি, তোমার ও পলকা ঘাড় ভেঙ্গে গেলে আমি কাঠের ঘাড় গড়িয়ে দোব।

মৌতাত। [ভারে টলিতে টলিতে] গেল—গেল—গেল, ওই যা— [পাত্রটি ফেলিয়া দিল।]

সর্ব্বেশ্বর। আ-হা-হা-হা, ঐ যা! হায়—হায়—হায়, কি সর্ব্বনাশ করলিরে আঁটকুড়ির ব্যাটা!

মৌতাত। খবরদার মেসো, গালাগালি দিও না, তাহ'লে ভাল হবে না।

সর্ব্বেশ্বর। মন্দ যা করবার তা তো ক'রেই ফেল্লি, ভাল আর কি করবিরে ব্যাটা? হায়—হায়—হায়, এত দামী-দামী জিনিষপত্তর সব ফেলে দিলি?

মৌতাত। যা ভারী জিনিষ চাপিয়েছ, আমি কি করবো! আমি তো আর ইচ্ছে ক'রে ফেলিনি।

সর্ব্বেশ্বর। ফের মিছে কথা! তুই বেটা একটু সবুর করতে পারলিনি—আমি আমার জিনিষগুলো নামিয়ে রেখে ওগুলো নামিয়ে নিতুম!

মৌতাত। তা মেসো, জিনিষে যদি তোমার এতই দরদ, তাহ'লে আমার মাথার জিনিষগুলো তুমি নিয়ে ও খাবারের ঝুড়ি-টুড়ি আমাকে দিলেই পারতে।

সর্ব্বেশ্বর। ও, কি আমার দরদের লোকরে! স্কন্ধে ব'সে বেওয়ারিস ভাত গিলছেন, একটা আধটা উপকার—তাও উনি করবেন না।

মৌতত। কি, তুমি আমার খাওয়ার তুলনা দিলে? রইলো তোমার ঘোড়ার ডিমের জিনিষ; এই চল্লুম মাসীর কাছে, তোমার নামে দশখানা ক'রে লাগাবো। [প্রস্থানোদ্যত]

সর্ব্বেশ্বর। না—না, ওরে, ও বাবা মৌতাত, ফিরে আয়—ফিরে আয় বাবা! সেই অগ্নিমুখী তাড়কাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়েসে আর কেলেঙ্কারীতে ফেলিসনি বাবা!

মৌতাত। [ফিরিয়া] কি—আমার মাসী অগ্নিমুখী তাড়কা? তবে তো একথা বলতেই হবে।

সর্ব্বেশ্বর। ওরে, ও বাবাজি, তোমার হাতে ধরছি, এবারকার মত ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নাও, আর বারদিগর এমন কাজ করবো না।

মৌতাত। দেখ, ঠিক তো?

সর্ব্বেশ্বর। হ্যাঁ বাবা, চন্দ্রসূর্য্যির মত ঠিক।

মৌতাত। তবে নাক কান মোল।

সর্ব্বেশ্বর। নাক কান মুলবো কিরে বাবা!

মৌতাত। আলবৎ মুলবে, নইলে এই চল্লুম!

সর্ব্বেশ্বর। না- না বাবা, এই মুলছি।

মৌতাত। কই, মোল—

সর্ব্বেশ্বর। একান্তই পথের মাঝে এই বুড়ো বয়েসে নাক কান মোলাবি?

মৌতাত। তা মুলতে হবে বৈকি! মাসীকে অগ্নিমুখী তাড়কা বলেছ, এতো আর যা তা অপরাধ নয়!

সর্ব্বেশ্বর। তা তো ঠিক বাবা, কথায় বলে- যার ঘরে তৃতীয়পক্ষ, ঝাঁটার আগায় তার সখ্য। নাও, এই নাক মুলছি আর এই কান মুলছি; এমন কাজ আর হবে না।

ভীলবেশিনী ভক্তি আসিল।

ভক্তি। ওকি ঠাকুর, রাস্তার মাঝখানে নাক কান মুলছ কেন?

মৌতাত। আমার মাসী অর্থাৎ ওঁর তৃতীয়পক্ষ পরিবারকে

আমার সামনে গালাগালি দিয়েছেন কিনা, তাই নাক কান মুলে তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন।

সর্ব্বেশ্বর। [জনান্তিকে] এ—হে—হে—হে, দিলে—দিলে গুয়োটা ছোটলোক বেটার কাছে সব কথা প্রকাশ ক'রে দিলে।

ভক্তি। ও, তাই নাকি? তা বেশ—বেশ! বলি ঠাকুর! ছোটলোক তোমাদের স্নানের ঘাটে স্নান করলে তো ঘাট অপবিত্র হ'য়ে যায়, আর রাস্তার মাঝে পরিবারের উদ্দেশ্যে নাক কান মলতে তো ইজ্জৎ যায় না!

সর্ব্বেশ্বর। আমার ঘরের কথায় তোর দরকার কি? আমি আমার পরিবারের উদ্দেশ্যে নাক কান মুলি, বা ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে মুলি, তার মাঝে তুই ছোটলোক বেটা কথা কইবি কেন?

ভক্তি। তা তো ঠিক। তোমরা সমাজের মাথা, তোমরা অনাচার করলে সব অপরাধের মার্জ্জনা হবে, আর এই ছোটলোকেরা সামান্য একটু দোষ করলেই তুষানল তার প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সর্ব্বেশ্বর। তা তো হবেই। নীচ চিরদিনই নীচ, সমাজের অনুশাসন মেনে তাকে চলতেই হবে।

ভক্তি। তা তারা চলবে চিরদিন। কিন্তু, উচ্চস্তরের লোকেরা যদি আচারভ্রষ্ট হয়, তা হ'লে নীচেরা কেন মানবে?

সর্ব্বেশ্বর। না মানে, শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

ভক্তি। শাস্তিদাতা কে?

সর্ব্বেশ্বর। অযোধ্যার রাজা।

ভক্তি। তিনি এত অবিচারী নন যে, তোমাদের ইচ্ছামত বিচার করবেন।

মৌতাত। তা হয় তো করতে পারেন; রাজা-রাজড়াদের কাছে অসম্ভব কিছুই নেই।

ভক্তি। ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম প্রতিযোগিতার কথা।

মৌতাত। যাক, তুমি কি চাও বাপু?

ভক্তি। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দেবে?

মৌতাত। ও, এই কথা? তা ঐ পোটলায় রাজবাড়ীর ছাঁদার দরুন খাবার আছে নাওনা।

সর্ব্বেশ্বর। [খাবারের পোটলা তুলিয়া] বলিস কিরে ব্যাটা! ঐ ছোটলোকে বেটা ব্রাহ্মণের খাবার ছোঁবে?

মৌতাত। তা ছুঁলেই বা মেসো, ও-ও তো মানুষ।

সর্ব্বেশ্বর। ও মানুষ আর এ মানুষে সমান?

মৌতাত। মানুষ সব এক মেসো, জাতই কেবল আলাদা। যাক, তুমি না দাও, আমার ভাগ থেকে ওকে কিছু খাবার দিয়ে দাও।

সর্ব্বেশ্বর। তোর আবার ভাগ কিরে ব্যাটা? তোর আবার ভাগ কি? এ সবই তো তোর মাসীর।

ভক্তি। ও যারই হোক, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, দিয়ে দাওনা ঠাকুর!

[সর্ব্বেশ্বরের হাত হইতে পোটলা ছিনাইয়া লইয়া
খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।]

সর্ব্বেশ্বর। হায়—হায়--হায়, সর্ব্বনাশ করলে বেটী, সর্ব্বনাশ করলে। ওরে, ও মৌতাত, মারনা হারামজাদীকে।

মৌতাত। ওগো, ও মেয়েটা, দিয়ে দাও মেসোর খাবার! [ভক্তির নিকট হইতে উচ্ছিষ্ট খাবারের পোটলা ছিনাইয়া] এই নাও মেসো!

সর্ব্বেশ্বর। ও কিরে শুয়োটা! ছোটলোকের উচ্ছিষ্ট খাবার তুই ছুঁলি? রাম—রাম—রাম!

ভক্তি। নিয়ে নাও—নিয়ে নাও ঠাকুর, তোমার জাত মরবে না; ও উচ্ছিষ্ট খাবার রামনামে শুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

সর্ব্বেশ্বর। দূর হ—দূর হ পাপিনি! তোর উচ্ছিষ্ট খাবার ব্রাহ্মণকে দিতে এসেছিস? গোল্লায় যাবি—গোল্লায় যাবি।

ভক্তি। আমি তো গোল্লায় যাবো ঠাকুর! তুমি যে গোল্লায় গিয়ে ব'সে আছ। নইলে ভগবানে বিশ্বাস হারাও?

সর্ব্বেশ্বর। আমি ভগবানে বিশ্বাস হারিয়েছি! বলে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী না জ'পে আমি জলস্পর্শ করি না—

ভক্তি। ত্রিসন্ধ্যা জপই কর, কিন্তু গায়ত্রীর সন্ধান পেয়েছ কি ব্রাহ্মণ? সম্মুখে তোমার স্বচ্ছ সুশীতল পানীয় আর তুমি তৃষ্ণার্ত পথিকের মত পানীয়ের সন্ধানে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

মৌতাত। এ কথার মানে?

ভক্তি। মানে—যে রামনাম একবার উচ্চারণ করলে কোটি জন্মের পাপ স্খালন হয়, সেই রামনাম তিনবার উচ্চারণ ক'রেও ব্রাহ্মণের ছুৎমার্গ-স্বভাব যাচ্ছে না; সুতরাং ওঁর মত মহাপাপী এ যুগে জন্মেছে কি না সন্দেহ।

মৌতাত। মেসোমশায়—মেসোমশায়! আর মনে দ্বিধা এনো না। নিয়ে নাও দুর্গা ব'লে খাবারগুলো; ও রামনামে শুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

সর্ব্বেশ্বর। তোর মাথা হয়েছে। ফেলে দে ওগুলো। ফেলে দিয়ে সরযূতে স্নান ক'রে ঘরে চ।

ভক্তি। আর যাবার মুখে খানিকটা গোবর খেয়ে যেও, নইলে আমার উচ্ছিষ্টস্পর্শজনিত পাপে গায়ে পচ ধরবে। ধন্য আভিজাত্য! ধন্য তুমি, তোমারই জয়!

মৌতাত। শেকড় গজিয়ে দিয়েছি—শেকড় গজিয়ে দিয়েছি—টেনে ছেঁড়া অত সহজ নয়।

ভক্তি। কিন্তু মনে রেখো, জয়ের পিছনেই ওৎ পেতে থাকে পরাজয়! [প্রস্থান।

[মৌতাত যাওয়ার পথে চাহিয়া রহিল।]

সর্ব্বেশ্বর। কিরে অমন কটমটিয়ে চেয়ে আছিস যে? কি সব হেঁয়ালী ব'লে চ'লে গেল? কি ব্যাপার বল্ দেখি?

মৌতাত। মেসো, খাবারগুলো ফেলে কাজ নেই—চল ঘরে নিয়ে যাই।

সর্ব্বেশ্বর। দূর—দূর! ঐ কাঁচা মদ দেখে তোর মাথা ঘুরে গেল নাকি রে ব্যাটা? চল্—চল্ ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে ঘরে যাই।

মৌতাত। খাবার তো ফেলে দিয়ে যাবে মেসো, কিন্তু মাসী যখন জিজ্ঞাসা করবে, কি বলবে?

সর্ব্বেশ্বর। বলবো ছোটজাতের ছোঁয়া গিয়েছিল তাই ফেলে দিয়ে এসেছি।

মৌতাত। তাতে কি বিশেষ সুবিধে হবে বাবা? তার চেয়ে চুপি চুপি খাবারগুলো নিয়ে যাই চল!

সর্ব্বেশ্বর। তুই আস্ত চাঁড়াল, তাই ঐ চাঁড়ালের উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো ঘরে নিয়ে যেতে চাইছিস।

মৌতাত। কি, আমি চাঁড়াল! বেশ, এই রইলো, চলুন মাসীর কাছে; বলবো—তুমি ছাঁদার খাবারগুলো রাস্তার লোককে বিলিয়ে দিয়ে এসেছ।

সর্ব্বেশ্বর। ও'র বাবা মৌতাত, যাসনি—যাসনি বাবা!

মৌতাত। তবে ধর খাবারগুলো!

সর্ব্বেশ্বর। নিতান্তই উচ্ছিষ্ট ছোঁয়াবি?

মৌতাত। ছোঁয়া মানে? খাওয়াবো। এই দেখ আমি খেলুম। [খাবার খাইয়া] এইবার নাও, তুমি একটু খেয়ে ঘরে নিয়ে চল!

সর্ব্বেশ্বর। হে হে-হে-হে। [মুখ বিকৃত করিয়া] ওয়াক্—ওয়াক্—ও বাবা মৌতাত, আমার গা বমি-বমি করছে।

মৌতাত। বটে! তবে চল্লুম মাসীর কাছে।

সর্ব্বেশ্বর। ও বাবা—এই খাচ্ছি! হায়—হায়—হায়, আমি যে খেয়েবন্ধনে পড়লুম গা! না পারছি চিবুতে, না পারছি গিলতে। ওঃ—কি গুখোরী কাজ করেছিলুম তেজপক্ষে বে ক'রে! আমার যত জ্বালা সেই মাগী।

মৌতাত। বটেরে বুড়ো, আমার মাসী মাগী?

সর্ব্বেশ্বর। ও বাবা, না—না, তোমার মাসী মিনসে—

মৌতাত। খাও—খাও—বলছি।

সর্ব্বেশ্বর। এই যে বাবা! [খাবার হাতে লইয়া একটু খাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া] ওয়াক্—ওয়াক্—

মৌতাত। আবার? এই, চুপ্।

সর্ব্বেশ্বর। এই যে বাবা, একেবারে চুপ্।

মৌতাত। এইবার জিনিষপত্রগুলো মাথায় তোল দেখি মেসোমশায়!

সর্ব্বেশ্বর। সে কি বাবা, তুমি একটাও নেবে না?

মৌতাত। উঁ-হু, আমি খালি হাত নেড়ে যাবো।

সর্ব্বেশ্বর। মানে? আমাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়ালি—আমার জাত মারলি, এখন চালাকি হ'চ্ছে?

মৌতাত। তা তো করবোই। তুমি আমাকে কাতে পেলে কি ছেড়ে দিতে বাবা? এখন আমি তোমাকে কাতে পেয়েছি।

সর্ব্বেশ্বর। কাতে পেয়েছিস মানে?

মৌতাত। মানে—তুমি চাঁড়ালের এঁটো খেয়েছ, এখন যদি আমার কথা না শোন—আমি ঢাক পিটিয়ে সমাজে ব'লে বেড়াবো।

সর্ব্বেশ্বর। ওরে বাবা, গুয়োটা বলে কি ?

মৌতাত। নাও—নাও, তোল—তোল জিনিষ পত্তর—

সর্ব্বেশ্বর। ওরে, ও বাবা মৌতাত, নিদয় হ'সনে বাবা, বুড়োমানুষের উপর দয়া কর্! নইলে এত জিনিষ একা নিয়ে গেলে ঘাড় ভেঙ্গে যাবে বাবা!

মৌতাত। তা আমি কি করবো? যাও মেসো, জিনিষপত্র নিয়ে বাড়ী যাও; আমি একবার রাজসভায় যাবো। [গমনোদ্যত]

সর্ব্বেশ্বর। না—না বাবা, যাসনি লক্ষ্মীটি! ফের্—ফের্—ফের্ বাছা! ওরে, তোর মাসীর দিব্বি—ফের্!

গীত।

মৌতাত।—

দিব্বি দেওয়া বৃথাই মেসো দয়ামায়া নেইকো মোর।
প্যাচে ফেলাই ব্যবসা আমার অসৎ কাজে বেজায় জোর॥
(আমি) চোরকে গাড় দেজায় ভাল,
ভাল জনে ও ভেনি কাল,
কারো অন্ধকারে জ্বালতে আলো, দুখনিশা করি ভোর॥

[প্রস্থান।

সর্ব্বেশ্বর। ওরে, ও বাবা মৌতাত, ওরে ও গুয়োটা, ওরে ও হারামজাদা! হায়—হায়—হায়, চ'লে গেল যে! এখন আমি কি করি? একা এত জিনিষ নোব কেমন ক'রে? ওঃ—এমন বিপদেও মানুষে পড়ে? আচ্ছা, যাই আগে বাড়ীতে, মাগীর সঙ্গে রীতিমত আজ বোঝাপড়া হবে।

[সমস্ত জিনিষ ঝাঁকায় তুলিয়া কোন প্রকারে টলিতে টলিতে মাথায় তুলিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবমন্দির।

[সম্মুখে শিবলিঙ্গ স্থাপিত]

শম্বুক আসিল।

শম্বুক। এত রত্ন, এত সম্পদ্ লুকিয়ে আছে বেদ আর পুরাণে? এযে অমৃতের ভাণ্ডার—যত রস পান করছি ততই তৃষ্ণা বেড়ে যাচ্ছে; এমন সম্পদ হ'তে আমরা এতদিন বঞ্চিত হয়েছিলুম? ওঃ—ভগবান্—ভগবান্! তুমি আছ—তুমি আছ। শুভক্ষণে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম আমার সর্ব্বাণী মাকে; তার জন্যেই তো পেয়েছি দয়াময় গুরুকে। তাইতো, মা আমার গেল কোথা? সর্ব্বাণি! ওমা সর্ব্বাণি—

একটি রামমূর্ত্তি লইয়া সর্ব্বাণী আসিল।

সর্ব্বাণী। আমাকে ডাকছিলে বাবা?

শম্বুক। হ্যাঁ মা! ওকি, তোর হাতে ও কোন্ দেবতার মূর্ত্তি মা?

সর্ব্বাণী। দেখনা বাবা কেমন সুন্দর! [মূর্ত্তি দিল।]

শম্বুক। একি! এযে মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি।

সর্ব্বাণী। ঐ মূর্ত্তি আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি বাবা!

শম্বুক। কেন মা, রাজার মূর্ত্তি নিয়ে কি হবে?

সর্ব্বাণী। তোমার মন্দিরের ঐ শিবলিঙ্গকে সরযূর জলে ফেলে দিয়ে ঐখানে এই রামমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করবো ব'লে নিয়ে এসেছি।

শম্বুক। মা—

সর্ব্বাণী। চম্‌কে উঠ্‌লে যে বাবা?

শম্বুক। তুই ব'লে একথা ব'লে নিস্তার পেলি আমার কাছে, অন্য লোক ব'ল্লে এখুনি তার জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতুম।

সর্ব্বাণী। কেন বাবা—একথা ব'লে এমন কি দোষ করেছি?

শম্বুক। বলিস কিরে বেটি! দেবদেব মহাদেবকে বিসর্জ্জন দিয়ে ঐ বেদীতে মানুষ রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবি?

সর্ব্বাণী। এত শাস্ত্রপাঠ ক'রে, এত ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ শুনে, শেষে তুমি রামচন্দ্রকে মানুষ ধারণা করলে বাবা?

শম্বুক। মানুষ দশরথরাজার ছেলে মানুষ ছাড়া আর কি হবে মা?

সর্ব্বাণী। ভুল বুঝেছ বাবা! মানুষ আর দেবতায় কোন পার্থক্য নেই; শ্রীরামচন্দ্র যে মানুষ নয়, তার প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর কার্য্যকলাপে।

শম্বুক। কৈ মা, এ কথাতো একদিনও আমাকে কেউ বলেনি।

সর্ব্বাণী। এতদিন তো সভ্যরা তোমাদের অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল বাবা! আজ যখন ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করতে পেরেছ, তখন আর এই মূর্ত্তিকে রাজা ভেবে পূজা ক'রো না—পূজা কর একে নারায়ণরূপে।

শম্বুক। বলিস কি মা! আমাদের রাজা ভগবান্?

সর্ব্বাণী। হাঁ বাবা! গোলোকের নারায়ণ ভক্তের তারণ-উদ্দেশ্যে শ্রীরামরূপে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। যদি তোমার জাতির মুক্তি চাও, যদি ভগবানের করুণা উপলব্ধি করতে চাও, যদি মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাও, তাহ'লে ঐ পাথরের শিবমূর্ত্তি আর এই মাটির রামমূর্ত্তিকে অভেদ ভেবো না। এই দুই মূর্ত্তিকে কল্পনার তুলিকায় এঁকে একই আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে—ভক্তির পুষ্পচন্দনে অর্চ্চনা কর।

গীত ।

প্রভেদ ক'রো না শিবরাম দোঁহে একই রূপে পূজা কর ।
অসার পাথরে ফেলে দিয়ে জলে শ্রীরামচরণে ধর ॥
(তুমি) মুক্তির ডাক শুনিবে অচিরে—
মায়ার বাঁধন টুটে যাবে ধীরে,
পারের কাণ্ডারী নিয়ে যাবে পারে, মুখে রামনাম কর ॥

শম্বুক। সব বুঝলুম। কিন্তু, তোর কথায় আমার আরাধ্য বিশ্বনাথের পাশে শ্রীরামচন্দ্রের আসন দিতে পারবো না, আগে রীতিমত প্রমাণ নোবো।

সর্ব্বাণী। প্রমাণ তো তোমার চোখের সামনেই রয়েছে বাবা! চণ্ডাল ব'লে তিনি গুহককে ঘৃণা করেননি, সাদরে কোল দিয়েছিলেন; বনের বানররাজা সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করতে একটুও ঘৃণাবোধ করেননি; ভগবান্ না হ'লে এত সদ্‌গুণ তাঁর মধ্যে থাকতো?

শম্বুক। বেশ, আমি কালই যাবো তার রাজসভায়, যদি আমাকে ঘৃণা না করে, তবেই বুঝবো তার মহত্ব। যদি রাজসভায় গিয়ে সত্যিই তার ভগবানত্বের প্রমাণ পাই, তাহ'লে সেইখানেই তার চরণে আত্মসমর্পণ করবো। আর যদি বুঝি যে, সাধারণ ক্ষত্রিয়-রাজাদের মত আভিজাত্যগর্ব্বী, তাহ'লে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো তার সঙ্গে।

কৃষ্ণবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লবণ আসিল।

লবণ। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাহায্যকারীও পাবে শূদ্ররাজ!

শম্বুক। একি! কে—কে তুমি ছদ্মবেশি?

লবণ। আমি যেই হই, মাত্র জেনে রাখ আমি তোমার হিতকামী।

সর্ব্বাণী। হিতকামী মানুষ দেখেই চেনা যায়! এসব লোকের সঙ্গে তুমি মিশো না বাবা!

শম্বুক। আঃ—মানুষকে না বুঝে-সুঝে তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিস কেন মা?

সর্ব্বাণী। মানুষের চরিত্র মুখদর্পণে প্রতিফলিত হয়, একথা কেন ভুলে যাচ্ছ বাবা?

শম্বুক। তা হয়; কিন্তু, সে রকম ক'রে মানুষ চেনবার বয়স তোর হয়নি সর্ব্বাণি! এখন যা তো মা শূদ্ররাণীকে বল্‌গে, ঘরে অতিথি এসেছে, তার সৎকারের আয়োজন করতে।

লবণ। আমি কে, সে পরিচয় না জেনে—

শম্বুক। অতিথি নারায়ণ, এর বেশী পরিচয় জানবার প্রয়োজন নেই। তুই যা মা—[সর্ব্বাণী চলিয়া গেল।] এইবার বল বিদেশি, তোমার পরিচয়?

লবণ। আমি মথুরার অধীশ্বর দানবরাজ লবণ!

শম্বুক। রাজা আজ শূদ্রের ঘরে অতিথি?

লবণ। অতিথিসৎকার কর শূদ্ররাজ! খাদ্য পানীয় দিয়ে নয়—অতিথিসৎকার কর সামান্য একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

শম্বুক। বলুন, কি প্রতিশ্রুতি দিলে রাজ-অতিথিসৎকার সম্পন্ন হবে?

লবণ। বলছি। প্রতিশ্রুতি দেবার পূর্ব্বে তোমার ঐ ইষ্টদেবতার পদস্পর্শে প্রতিজ্ঞা কর—

শম্বুক। প্রতিশ্রুতির কারণ না শুনলে আমি ইষ্টদেবতা স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না দানবরাজ!

লবণ। শোন শূদ্ররাজ! আভিজাত্যপূরিত রাজা শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা আমি আক্রমণ করবো—তুমি তোমার শূদ্রপ্রজাদের নিয়ে আমাকে সাহায্য কর।

শম্বুক। ক্ষমা করবেন দৈত্যরাজ, দেশদ্রোহিতার উপচার দিয়ে আমি অতিথিসৎকার করতে পারবো না।

লবণ। ভেবে দেখ শূদ্র, তোমার জাতিকে কিভাবে ঐ অভিজাত-সম্প্রদায় পায়ের তলায় ফেলে রেখেছে।

শম্বুক। অভিজাতসম্প্রদায় আমাকে ঘৃণা করে—কিন্তু সুজলা সুফলা জন্মভূমি তো আমাকে ঘৃণা করে না।

লবণ। স্বজাতির উন্নতি-সাধনের পথে কণ্টকরোপণ ক'রো না শূদ্ররাজ!

শম্বুক। দেশ-মাতৃকার পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে আমি স্বজাতির উন্নতি চাই না দৈত্যরাজ!

লবণ। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য চিরদিন তোমাদের ক্ষত্রিয়ের পায়ের তলায় প'ড়ে থাকতে হবে।

শম্বুক। জন্ম-জন্ম নরকে প'চে মরতে পারি, তবু বিদেশীর পদ-লেহন করতে পারবো না।

লবণ। স্পর্দ্ধিত শূদ্র! আজ এখনি যদি তোমাকে হত্যা করি, কে রক্ষা করবে?

সর্ব্বাণী আসিল।

সর্ব্বাণী। মাতৃভক্তি!

লবণ। এই যে সেই চতুরা বালিকা! শোন শূদ্র, এখনো বলছি—যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, ভালই; নতুবা তোমাকে হত্যা ক'রে ঐ বালিকাকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে নিয়ে যাবো।

সর্ব্বাণী। আমাকে হরণ করবার মত ক্ষমতা তুমি এখনও অর্জ্জন করতে পারনি পিশাচ!

লবণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—[সর্ব্বাণীকে ধরিতে উদ্যত]

শম্বুক। [বাধা দিয়া] সাবধান দৈত্য! আমাকে বধ না ক'রে মায়ের অঙ্গস্পর্শ করতে পাবে না।

লবণ। তবে এই নে শূদ্র তোর ঈপ্সিত মরণ—

[অস্ত্রাঘাত করিলে পুরুষকার আসিয়া ত্রিশূল দ্বারা প্রতিরোধ করিল। লবণ পুরুষকারের সহিত যুদ্ধে মত্ত হইল, সেই অবকাশে সর্ব্বাণী শম্বুককে লইয়া পলায়ন করিল। লবণ ধীরে ধীরে অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল।]

লবণ। একি! কেন হয় জাঠাস্ত্র নিস্তেজ?
কেবা এই পুরুষ-প্রধান—পরিধানে রক্তবস্ত্র—
ঘুর্ণিত লোচন—দেহের বিমলজ্যোতি ঠিকরে
চৌদিকে। ওঃ—পারি না—পারি না সহিতে,
যেন জ্ব'লে যায় সর্ব্বাঙ্গ আমার—

[অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল, পুরুষকার চলিয়া গেল। দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া লবণ পড়িয়া গেল।]

সর্ব্বাণী আসিল।

সর্ব্বাণী। কেমন দানবরাজ! আমাকে হরণ করবার শক্তি আছে তোমার?

লবণ। এঁ্যা—[উঠিয়া] একি, কোথা গেল সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ?

সর্ব্বাণী। ও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে যুদ্ধে জয় করা যায় না দানবরাজ! ওকে জয় করতে হ'লে ভক্তিবল চাই; তুমি ওকে বাহুবলে পরাজিত করতে গিয়ে নিজেই পরাস্ত হয়েছ। কিন্তু, শূদ্ররাজ শম্বুক অনায়াসে ওকে ভক্তিবলে জয় করেছে।

লবণ। ভক্তিবল—ভক্তিবল! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!
ভেবেছ বালিকা, ভোজবাজি দেখায়ে হেথায়
নিবারিবে গতি লবণের?
মায়াবিনি! টুটাবো মায়ার ঘোর
অস্ত্রের আঘাতে।
অপেক্ষায় রহ আর এক পক্ষকাল—
সসৈন্যে আসিয়া যবে আক্রমণ করিব
এই অযোধ্যানগরী, বুঝিবে সেদিন
লবণের বাহুবল কতই প্রবল।

[প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। মূর্খ দৈত্য মধুর নন্দন!
আক্রমণ করিবে শ্রীরামের পুণ্যরাজ্য
অযোধ্যানগরী? পঙ্গু হ'য়ে সাধ তোর
লঙ্ঘিবারে গিরি? বামন হইয়া সাধ
চন্দ্রমা ধারণে? মাতুল রাবণসম
ভয়ঙ্কর পরিণাম তোর।

মৌতাত ছুটিয়া আসিল।

মৌতাত। শুনছো—শুনছো গো মেয়েটি, ঝাঁ ক'রে গাছ থেকে হুটো ফুল-বেলপাতা পেড়ে দাও দেখি!

সর্ব্বাণী। [বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া] তুমি—

মৌতাত। অমন ক'রে আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছ যে?

সর্ব্বাণী। ও—তুমি? তুমি অযোধ্যানগরে কেন?

মৌতাত। আরে, এ মেয়েটা পাগল নাকি? বল্লুম হুটো ফুল-বেলপাতা পেড়ে দিতে, বলে কিনা তুমি অযোধ্যানগরে কেন?

সর্ব্বাণী। আমাকে লুকোবার চেষ্টা ক'রো না, বল কেন এলে ?

মৌতাত। আমি থাকতুম কোথায় যে আসবো ?

সর্ব্বাণী। আবার ছলনা করছো ? যতই তুমি ছদ্মবেশ ধর না কেন, আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

মৌতাত। তুমিই বা ছদ্মবেশে অযোধ্যায় কেন ?

সর্ব্বাণী। থাকবো না ? রামরাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য ; এ রাজ্যে যে আমারই দাবী বেশী।

মৌতাত। তোমার সঙ্গে তো চিরদিনই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; সেইজন্যেই আমাকেও আসতে হ'লো তোমার লীলাক্ষেত্রে। দেখবো সুন্দরি, এ যুদ্ধে কার জয় হয়।

সর্ব্বাণী। পুণ্যের রামরাজ্যে তোমার প্রাদুর্ভাব বেশীদিন টিকবে না।

মৌতাত। রামরাজ্য তো ছার, তোমার ও রামচন্দ্রকে যদি ভর করতে না পারলুম তো বাহাদুরি কি ?

সর্ব্বাণী। তমোগুণে জন্ম কিনা, তাই স্পর্দ্ধা এত বেড়ে গেছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রয় করবার আশা হৃদয়ে পুষে রাখো ?

মৌতাত। ভুলে যাচ্ছ কেন সুন্দরি, সংসার-মায়ায় তাঁর ভগবানত্ব এখন উবে গেছে, তিনিও সাধারণ মায়াবী মানুষ ; কাজেই তাঁকে আশ্রয় করতে কতক্ষণ ?

সর্ব্বাণী। পার যদি তাঁর উপর তোমার প্রভাব বিস্তার করতে, তাহ'লেই আমি তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবো।

মৌতাত। তবে আর কি সুন্দরি, তোমাকে হারাতে এই ক্ষেত্রেই পরীক্ষা দোব।

সর্ব্বাণী। এ কথার অর্থ ?

মৌতাত। মানে—তোমার এই শূদ্রাশ্রয়েই তার পরীক্ষা হ'য়ে যাবে।

সর্ব্বাণী। শূদ্ররাজকে আশ্রয় করবে?

মৌতাত। না।

সর্ব্বাণী। তার পত্নীকে আশ্রয় করবে?

মৌতাত। না।

সর্ব্বাণী। তার প্রজাগণকে বিদ্রোহী গড়বে?

মৌতাত। না।

সর্ব্বাণী। তবে—তবে কি করবে?

মৌতাত। হা-হা-হা! প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুপ্তকথা বলা মূর্খতা।

[প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। কি করবে—কি করবে—ওই দুরন্ত দুষ্টগ্রহ কি সর্ব্বনাশ করবে এই হতভাগ্যের?

শম্বুক আসিল।

শম্বুক। সর্ব্বাণি! সর্ব্বাণি! গুরুদেব আজই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ-সভায় নিয়ে যেতে চান। একি মা! তুই এরকম আনমনা কেন?

সর্ব্বাণী। না বাবা, কিছু নয়।

শম্বুক। হ্যাঁ, নিশ্চয় একটা কিছু! বল্‌না মা, কেন তুই আনমনা?

সর্ব্বাণী। আচ্ছা বাবা, তুমি কি পরীক্ষা না ক'রে ছাড়বে না?

শম্বুক। না মা, পরীক্ষা না ক'রে আমি রামচন্দ্রকে ভগবান্ বলতে পারবো না।

সর্ব্বাণী। একান্তই যাবে শ্রীরামচন্দ্রের সভায়?

শম্বুক। হ্যাঁ মা! চল, আমার যাত্রার আয়োজন করতে হবে।

সর্ব্বাণী। আজকের দিনটা বাদ দিয়ে যাওনা বাবা ?

শম্বুক। তা কি হয় পাগলি ? গুরুদেব সঙ্গে ক'রে নিয়ে পৌঁছে দেবেন বলেছেন। তিনি প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করছেন।

সর্ব্বাণী। নিতান্তই যদি যেতে হয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

শম্বুক। না মা, তা হয় না।

সর্ব্বাণী। অমত ক'রো না বাবা, আমাকে নিয়ে চল।

শম্বুক। কেন মা, তুই যাবার জন্যে এত অনুরোধ করছিস কেন ?

সর্ব্বাণী। সেকথা শুনতে চেও না বাবা, তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

শম্বুক। না মা, তা হয় না। রাজসভায় তোকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সাজে না! কেন ভয় পাচ্ছিস পাগলি! দেখবি, তোর বাবা কাজ হাঁসিল ক'রে হাসতে হাসতে ঘরে ফিরে আসবে।

[প্রস্থান।

মৌতাত দ্রুত আসিল।

মৌতাত। হা-হা-হা-হা—দেখলে সুন্দরি, কাজের গোড়াপত্তন ? হা-হা-হা !

[দ্রুত প্রস্থান।

সর্ব্বাণী। নিয়তি—নিয়তি, অপ্রতিহত গতি নিয়তির—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজসভা।

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠ আসিল ;
বন্দী গাহিতেছিল।

গীত।

বন্দী।—

জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
সীতাপ্রাণধন নবঘনশ্যাম ॥
জানকীবল্লভ তেরা নাম।
প্রজানুরঞ্জক ওহে গুণধাম ॥

[প্রস্থান।

সকলে। জয় অযোধ্যাধিপতি মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের জয়!

[বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে অভিষেক করিয়া মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন ; ভরত ছত্র ধরিলেন, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।]

শ্রীরাম। গুরুদেব, আশিসে তোমার
পিতৃ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে করিয়া পালন
পুনরায় অযোধ্যায় সিংহাসন করিলাম লাভ।
কিন্তু, মন নহে সুস্থির এখনও।

বশিষ্ঠ ।   কেন রাম ! কোন্ চিন্তায় অস্থির অন্তর ?

শ্রীরাম ।   বনবাসে যাইবার কালে--পিতা মোর
'হারাম—যোরাম' রবে অশ্রুজলে ভাসায়ে মেদিনী—
মুর্চ্ছাগত হয়েছিলেন ধূলিশয্যাপরে ।
শুনেছিনু সেই মুর্চ্ছা ভাঙ্গেনি তাঁহার ।
সেইক্ষণে মৃত্যুর শান্তির ক্রোড়ে
চিরতরে লভিয়া আশ্রয়
সংসারবন্ধনমুক্ত হয়েছেন তিনি ।

বশিষ্ঠ ।   সত্য বৎস, পুত্রশোকে রাজা দশরথ
শান্ত মৃত্যুক্রোড়ে করেছে বিশ্রাম ।

শ্রীরাম ।   তেঁই গুরু, অস্থির অন্তর ;
পিতৃঘাতী পুত্র আমি—আমার কারণে
পিতা মোর ত্যজেছেন প্রাণ ।

বশিষ্ঠ ।   সবই বৎস, দৈবের নির্ব্বন্ধ ;
নিয়তি বসিয়াছিল কৈকেয়ীর কণ্ঠে,
তেঁই তব বনবাসক্লেশ, বৃদ্ধকালে—
রাজা দশরথ পুত্রশোকে হারালো জীবন ।
খেদ তাহে নাহি কর রাম !
সংসারমাঝারে বিধি যাহা করেন রচনা.
সবই বৎস—ধরার কল্যাণে ।

লক্ষ্মণ ।   অতি সত্য বাক্য তব পূজ্যপাদ গুরু !
সাধিতে এই ধরার কল্যাণ, রক্ষরাজ রাবণ-নিয়তি
দ্রষ্টা সরস্বতীরূপে বসি কৈকেয়ী মাতার কণ্ঠে
চতুর্দ্দশবর্ষ তরে শ্রীরামেরে

পাঠাইলা বনে। তেঁই মাতা জানকীহরণ,
তেঁই হ'লো রক্ষবিনাশন, তেঁই হ'লো রাবণ-বিনাশ।

শত্রুঘ্ন। শুধু নহে রাবণ নিয়তি,
অগ্রজের বনবাস সাথে
জড়িত রয়েছে কত অপূর্ব্ব কাহিনী।

ভরত। নিয়তি বা ভাগ্যলিপি আমি নাহি মানি।
আমি জানি—বিমাতার ধর্ম্ম পালি জননী আমার
যে কলঙ্কপশরা তুলে দেছে
ভরতের শিরে, জগতের বক্ষ হ'তে
কোনকালে মুছিবে না তাহা।

শ্রীরাম। ছিঃ ভাই, সবিশেষ তথ্য নাহি জানি—
অকারণ নিন্দা নাহি কর জননীরে।
অযোগ্য শ্রীরামে গড়িতে আদর্শ রাজা
পাঠাইয়াছিলা মাতা বনবাসে মোরে।
ভেবে দেখ স্নেহের ভরত! কেন মোরে
নির্দ্ধারিত চতুর্দ্দশবর্ষ তরে পাঠাইলা বনে?
চিরতরে বনবাসে প্রেরিয়া আমায়—তোমারে
প্রদানি এই রাজ-সিংহাসন
পারিত জননী তব নিষ্কণ্টক হইতে তখন।

বশিষ্ঠ। অতীত এ আলোচনা ত্যজ হে রাঘব!
সুখদুঃখে ভরা বৎস মানব জীবন!
দুঃখের সাগর তুমি উত্তীর্ণ এখন;
বসি এই অযোধ্যার ধর্ম্মের আসনে—
সমদর্শী শাসন পালনে কর বৎস প্রজানুরঞ্জন।

চলিলাম আপন আশ্রমে এবে।
[শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রণাম করিল।]
করি আশীর্ব্বাদ, তোমাদের যশোগাথা
বিশ্বমানবের কণ্ঠে হউক ধ্বনিত।

[প্রস্থান।

শ্রীরাম। ভরত! যাও ভাই, গুপ্তচরে করগে
প্রেরণ প্রতি গৃহস্থের ঘরে,
কোথা আছে অভাব কাহার, করুক সন্ধান।
পীড়িত আতুর জনের শুশ্রূষা কারণ
নিয়োজিত কর ভৃত্যগণে।
যেন ভিক্ষাবৃত্তি কেহ নাহি করে মোর
অযোধ্যার মাঝে।

ভরত। শিরোধার্য্য আদেশ তোমার!
এখনি প্রেরিব আর্য্য গুপ্তচরগণে।

[প্রস্থান।

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ! যাও ভাই, দেখ গিয়া নগর ভিতরে
কোথা কেবা সাধুসজ্জনেরে করিছে পীড়ন।

নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণবেশে মৌতাত আসিল।

মৌতাত। আমি আছি পীড়িত ব্রাহ্মণ।

শ্রীরাম। প্রণাম চরণে ওহে অতিথি ব্রাহ্মণ!
[প্রণাম করিলেন।]
কহ, কোন্ দুরাচার তোমা করিছে পীড়ন?

মৌতাত। শোন তবে অযোধ্যা-ঈশ্বর!

অযোধ্যার দক্ষিণাংশে শূদ্রগণ
ব্রাহ্মণের না করে সম্মান ;
ভিক্ষাবৃত্তি করি আমি উদরান্ন তরে,
শূদ্র অনাচারী সবে ভিক্ষার তণ্ডুল যত ছিনাইয়া লয়,
অনাহারে থাকি আমি অধিকাংশ দিন।

শ্রীরাম। করিনু প্রতিজ্ঞা দেব, অনাচারী শূদ্রগণে
শাসিব নিশ্চয় ! এবে আপত্তি না থাকে যদি—
থাকো প্রভু অযোধ্যার অট্টালিকামাঝে,
সূর্য্যকুলবধূ সবে দাসীসম সেবিবে তোমায়।

মৌতাত। সাধু—সাধু, অতি প্রীত আমি রাম, আচরণে তব !
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি, রাজভোগে কিবা অধিকার ?
নিরাচারে ভিক্ষা-অন্নে যাপিব জীবন।

শ্রীরাম। করেছি মনন দেব,
না রাখিব ভিক্ষুক এই অযোধ্যার মাঝে ;
তেঁই কহি দ্বিজবর ! নির্ব্বিচারে রহ তুমি
অযোধ্যা-প্রাসাদে, সূর্য্যবংশ চিরদিন ভালবাসে
করিবারে ব্রাহ্মণের সেবা।

মৌতাত। ভাল, তাই হবে। কিন্তু, আশ্রয় দানিয়া মোরে
করিবে না বিতাড়ন দুইদিন পরে ?

শ্রীরাম। যাবৎ এ শ্রীরামজীবন,
তাবৎ না করিব প্রভু, তোমা বিতাড়ন।

মৌতাত। ভাল, নিঃসন্দেহে রহিলাম তোমার আশ্রয়ে।

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ ! যাও ভাই, ব্রাহ্মণেরে পাদ্যার্ঘ্য প্রদানি
রেখে এস প্রাসাদ-ভিতরে।

লক্ষ্মণ।   শিরোধার্য্য আদেশ তোমার !
এস হে ব্রাহ্মণ, সৌমিত্রিরে প্রদানিয়া
পাদোদক তব, কর ধন্য জীবন তাহার।

উন্মাদিনী বেশে ভক্তি আসিল।

ভক্তি। দাঁড়াও রামানুজ ! ও ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে স্থান দিও না।

শ্রীরাম। কে—কে তুমি, চক্ষে বিদ্যুৎপ্রভা, বচনে ঝ'রে পড়ছে মাতৃত্বের অমিয়ধারা, চক্ষে লুক্কায়িত সন্তানরক্ষার অদম্য বাসনা। তোমার পরিচয় দাও জননি !

ভক্তি। আমার পরিচয় তো নূতন ক'রে দিতে হবে না মহারাজ ! সকলেই জানে আমি সাধুজনের বক্ষরত্ন !

শত্রুঘ্ন। মনে হয় বালিকা উন্মাদিনী।

মৌতাত। সত্য ছোটরাজা, এ উন্মাদিনী। আমি ওকে জানি ; ও শূদ্রদের আশ্রিতা।

ভক্তি। সত্য মহারাজ, আমি শূদ্রের আশ্রিতা, শুধু শূদ্র কেন, যে আমাকে শ্রদ্ধাভরে আশ্রয় দেয়, আমি তারই আশ্রয়ে যাই।

লক্ষ্মণ। আসুন ব্রাহ্মণ, সময় সংক্ষেপ, রাজপ্রাসাদে চলুন।

ভক্তি। না—না, নিয়ে যেও না সৌমিত্রি ! ও ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেও না।

লক্ষ্মণ। কেন মা, বারবার কেন ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করছো ?

শত্রুঘ্ন। উন্মাদিনী যখন যে ঝোঁক ধরে, সেই কথাই বারবার বলে। যাও দাদা, ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাও।

ভক্তি। না—না, নিয়ে যেও না। আমার কথা ভুল বুঝো না রাম ! আমি উন্মাদিনী নই—আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

শ্রীরাম। তবে তোমার সত্য পরিচয় দাও—কে তুমি? আর এই ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে কেনই বা নিষেধ করছো?

ভক্তি। বলেছি তো মহারাজ, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, আর এই ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে রাজা! ও তোমাদের বংশের রাহু।

মৌতাত। হা-হা-হা-হা! উন্মাদিনী বলে কি? চল ছোটরাজা!

ভক্তি। না—না, যেও না ছোটরাজা! মূর্ত্তিমান গ্রহরাজকে আশ্রয় দিও না রাজপুরে।

শ্রীরাম। যাও মা, সভামধ্যে ব্রাহ্মণের অপমান ক'রো না! লক্ষ্মণ! ব্রাহ্মণকে নিয়ে যাও!

লক্ষ্মণ। আসুন প্রভু!

মৌতাত। হাঁ, চল। হা-হা-হা-হা! উন্মাদিনীর অলীক কল্পনা।

[লক্ষ্মণসহ প্রস্থান।

ভক্তি। শুনলে না—শুনলে না, এরা কেউ বুঝলে না আমার কথা। সবাই ভাবলে উন্মাদিনীর প্রলাপ। কেবল পরাজয়—কেবল হতাশা; যেখানে যাচ্ছি, সেইখানেই নৈরাশ্য। হায়-হায়, এমন সোনার রাজ্য ব্যাধিগ্রস্ত হ'লো?

শ্রীরাম। এস মা—অযোধ্যাবাসিনী তুমি, আমার প্রিয় প্রজা-কন্যা, উন্মাদিনী ব'লে আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবো না—আমার প্রাসাদে বিশ্রাম করবে চল।

ভক্তি। না—না, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে আর আমি প্রবেশ করতে পারি না। মায়াবদ্ধ সকলে—স্বয়ং নারায়ণও মায়াবদ্ধ; ওরে, কেউ বুঝলে না—কেউ চিনলে না—সবাই চলেছে যাদুরের তাড়নায়—

শ্রীরাম। কি বলছো উন্মাদিনি?

গীত।

ভক্তি।—

আমার ভাষার অর্থ বুঝিতে কেহ নাহি সংসারে।
মায়ায় মজিয়া আমাবে ঠেলিয়া গ্রহেরে তুলিল ঘরে ॥
দেশে দেশে দেখি মোবে অবহেলা,
বুঝিল না কেহ অভিজাত-ছল,
দেবতায় ফেলি পথের ধূলায় পুতুলেব পূজা করে ॥
মানুষেরে আমি বড় ভালবাসি,
অবহেলা পেয়ে তবু ফিরে আসি,
তথাপিও হায় চিনিল না কেহ
তাই তো চলেছি দূরে—অতি দূরে—অতি দূরে ॥

[প্রস্থান।

শ্রীরাম। শত্রুঘ্ন! শত্রুঘ্ন! ফেরাও—ফেরাও ভাই, বালিকাকে ফেরাও।

শত্রুঘ্ন। কেন আর্য্য?

শ্রীরাম। ওর ভাষার ইঙ্গিতে যেন অযোধ্যার অমঙ্গলবার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছে। কে ও—কে ও?

শত্রুঘ্ন। উন্মাদিনী, দাদা—উন্মাদিনীর প্রলাপ বচন।

শ্রীরাম। না—না ভাই, প্রলাপ বচন নয়; মনে হ'চ্ছে ও সামান্যা মানবী নয়। ওকে ফেরাও—ওকে ফেরাও।

লক্ষ্মণ আসিল।

লক্ষ্মণ। কাকে—কাকে ফেরাতে হবে দাদা?

শ্রীরাম। [অন্যমনস্কভাবে] ঐ বালিকাকে—ঐ বালিকাকে; ও আমার মনের কোণে সন্দেহের মেঘ ঘনীভূত ক'রে দিয়ে চ'লে গেল!

লক্ষ্মণ। কিসের সন্দেহ দাদা ?

শ্রীরাম। এ্যা—[দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] না—কিছু না।

লক্ষ্মণ। দাদা! মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন হ'তে একজন শিষ্য এসেছেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

শ্রীরাম। মহর্ষি বাল্মীকির প্রেরিত শিষ্য! কি তাঁর প্রয়োজন ?

লক্ষ্মণ। মথুরার অধীশ্বর দানবরাজ লবণের অত্যাচারে তপোবন জর্জ্জরিত, নিত্য নূতন রকমের অত্যাচার ক'রে সে ঋষিকুলের তপ-জপ—ঈশ্বরারাধনায় বিঘ্নোৎপাদন করছে। সূর্য্যবংশ চিরদিন ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক—তাই মহর্ষি দানব-অত্যাচার-নিবারণকল্পে আপনার নিকট এই শিষ্যকে প্রেরণ করেছেন।

শ্রীরাম। তাকে বলগে ভাই, আমি আগামী কল্য প্রভাতে দৈত্য-দমনে সসৈন্যে স্বয়ং গমন করবো।

শত্রুঘ্ন। দাস থাকতে আপনাকে দৈত্যদমনে যেতে হবে কেন আর্য্য! আমাকে অনুমতি দিন, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি একদিনে সেই দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে বিনাশ ক'রে এসে আপনার চরণবন্দনা করবো।

শ্রীরাম। সে দৈত্য সামান্য নয় ভাই! তার পিতা শিব-আরাধনা ক'রে জাঠাবৃক্ষ-নির্ম্মিত এক অস্ত্রলাভ করেছিল, সেই অস্ত্র ত্রিভুবনজয়ী। মৃত্যুকালে মধুদৈত্য পুত্রকে সেই অস্ত্র দান ক'রে যান ; সুতরাং সেই অস্ত্রের বলে সে বলীয়ান্।

শত্রুঘ্ন। দানববিজয়ে যদি প্রয়োজন হয়—অস্ত্রদাতা শিবকে পর্য্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত ক'রে তাঁর দ্বারাই সেই জাঠাস্ত্র হরণ করাবো!

শ্রীরাম। না ভাই, তুমি সেই দুর্দ্দান্ত দানবকে দমন করতে পারবে না।

শত্রুঘ্ন। কেন বাধা দিচ্ছেন দাদা! সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে যদি সামান্য দানবদমন করতে না পারি, তাহ'লে সরযূতে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

লক্ষ্মণ। তাই দিন আর্য্য, শত্রুঘ্নকে দানব-বিজয়ে যাবার অনুমতি দিন।

শ্রীরাম। ওরে লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃশোক যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি তোর শক্তিশেল আঘাতের দিনে।

শত্রুঘ্ন। কিন্তু, দৈত্যবধে যেতে আমাকে অনুমতি না দিলেও আপনাকে ভ্রাতৃশোকানলে দগ্ধ হ'তে হবে রঘুনাথ!

শ্রীরাম। সেকি ভাই?

শত্রুঘ্ন। কাপুরুষতা নিয়ে বেঁচে থাকায় লাভ কি দাদা!

শ্রীরাম। অবুঝ হ'স্‌নে শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন। এতে বোঝবার আর কিছুই নেই দাদা!

শ্রীরাম। ভয়ঙ্কর মায়াবী সেই দৈত্যেশ্বর লবণ; রাবণ হ'তেও ক্রূর।

শত্রুঘ্ন। রাবণারি শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র নাম নিয়ে অগ্রসর হ'লে লবণ তো ছার—আমি ত্রিদিববিজয়েও পশ্চাৎপদ নই।

শ্রীরাম। এতখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যখন তুমি, আর আমি বাধা দেবো না। যাও ভাই ঋষিপুত্রের-সঙ্গে; আশীর্ব্বাদ করি, যেন লবণ-বিজয়ে সক্ষম হও।

শত্রুঘ্ন। আমিও আপনার পদস্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রে গেলাম দাদা, যত মায়াবীই হোক সেই লবণ, তাকে বধ না ক'রে আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করবো না।

শ্রীরাম। এই নাও ভাই নারায়ণী-বাণ, কুম্ভকর্ণ বধে এই বাণ আমি যোজনা করেছিলাম। খুব সাবধানে যুদ্ধ করবে, যদি একান্ত

প্রয়োজন বিবেচনা কর, যদি বোঝ ঐশীশক্তি ভিন্ন লবণকে বধ করতে পারছো না, তখন যোজনা করবে এই বাণ ব্রহ্মের স্মরণ নিয়ে।

শত্রুঘ্ন। [মস্তকে বাণ স্পর্শ করিয়া] জয় সীতারাম! এই নামই হবে আমার ব্রহ্মবাণ। আমার ইষ্ট, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সবই এই নাম। আমি অন্য বাণ চাই না দাদা, চাই শুধু আপনার আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরাম। না ভাই, এই নারায়ণী-বাণ রাখ তোমার তূণে। শিব-দত্ত জাঠা বড় বিষম অস্ত্র—মুহূর্ত্তে ত্রিদিব-বিজয়ে সক্ষম। এই অস্ত্রকে অবহেলা ক'রো না।

শত্রুঘ্ন। তাই হোক রঘুবর! আপনার প্রদত্ত অস্ত্র আমি অবহেলা করবো না। [অস্ত্র গ্রহণ করিয়া] তবে বিদায় দিন দাদা! [প্রণাম]

শ্রীরাম। যাও ভাই, নির্ব্বিঘ্নে দানব-বধ ক'রে ফিরে এস। যাও লক্ষ্মণ, দশজন সেনাপতিকে সসৈন্যে সজ্জিত হ'তে আদেশ জানাও।

শত্রুঘ্ন। তবে আসি দাদা! সম্মুখে ভেসে উঠেছে অনন্ত কর্ত্তব্য —ঐ তার উজ্জল রূপ, ঐ বায়ুভরে ভেসে আসছে আর্ত্তের আহ্বান, না—না, আর বিলম্ব নয়, প্রণাম—প্রণাম হে আর্য্য, পুনরায় নাও অধমের আন্তরিক প্রণাম। জয় রাম—জয় সীতারাম। [প্রস্থানোদ্যত]

শম্বুক আসিল।

শম্বুক। কৈ রাম? কৈ সীতাপতি রাম?

শত্রুঘ্ন। ঐ যে সম্মুখে অধম-তারণ সীতাপতি রাম।

শম্বুক। তুমি রাম? তুমি অধমতারণ পাতকিনাশন রক্ষবিনাশন-কারী রঘুপতি রাম? সুন্দর—অতি সুন্দর! [বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া রহিল।]

শ্রীরাম। কি সুন্দর, আগন্তুক?

শম্বুক। তোমার রূপ! এযে ধ্যানের মূরতি—লক্ষজন্মের সাধনার ধন! কিবা নবঘনশ্যাম—আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন—আজানুলম্বিত বাহু। বল—বল হে দেবতা, জলদের বুক চিরে হয়েছে কি তোমার জনম? কোথা পেলে এই ভুবনভোলান রূপ? তবে কি সত্যই হে ভগবান্, এসেছ তুমি এই নবযুগে? কবে এলে—কবে এলে—

শ্রীরাম। কে তুমি আগন্তুক?—

শম্বুক। এঁ্যা—[যেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল।] ও—হা-হা-হা-হা, আমি? আমার পরিচয় লুকিয়ে আছে প্রভু, আবর্জ্জনাস্তূপে! শুনেছি তুমি নরকের আবর্জ্জনাকে ঘৃণা কর না, তাই এসেছি তোমার সভায়।

শ্রীরাম। কি তোমার পরিচয়—কোথায় নিবাস?

শম্বুক। নিবাস আমার অযোধ্যার দক্ষিণ অংশে, জাতিতে শূদ্র, নাম শম্বুক।

শত্রুঘ্ন। শূদ্র! কি স্পর্দ্ধায় তুমি রাজসভায় প্রবেশ করলে?

শম্বুক। শূদ্র কি এতই অস্পৃশ্য যে, তার স্পর্শে রাজসভা অপবিত্র হ'য়ে যাবে?

শত্রুঘ্ন। পূর্ব্বপুরুষগণ এই নীতির প্রচলন ক'রে গেছেন, সুতরাং—

শম্বুক। চিরদিনই সেই এক নীতি চ'লে আসবে? এর কি ব্যতিক্রম হবে না?

শত্রুঘ্ন। চিরন্তন নীতির ব্যতিক্রম করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

শম্বুক। তা যদি না থাকবে, তাহ'লে—কোন্ নীতিতে শ্রীরামচন্দ্র গুহকচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন? কোন্ নীতিতে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন? কোন্ নব-নীতির দোহায়ে অনার্য্য রাক্ষস বিভীষণকে মিত্র সম্ভাষণ ক'রে বুকে টেনে নিয়েছিলেন?

শ্রীরাম। তুমি কি চাও শূদ্র ?

শম্বুক। দেবে প্রভু ? আমি যা চাই, দিতে পারবে ?

শ্রীরাম। আমার সভায় প্রজা কখনও বিমুখ হবে না।

শম্বুক। না—না, আমার দাবী রাজাপ্রজার সম্বন্ধ নিয়ে নয়; তার বহু উর্দ্ধে।

শ্রীরাম। বল কি চাও ?

শম্বুক। ঐ কৌস্তভরত্নশোভিত বিশাল বক্ষের আলিঙ্গন।

[শ্রীরামচন্দ্র মাথা নত করিলেন।]

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। [চমকিত হইয়া] শূদ্র !

শম্বুক। হা-হা-হা-হা ! আমি জানি রঘুবংশীয়দের কাছে এ আমার স্পর্দ্ধার দাবী।

লক্ষ্মণ। জেনে রেখো শূদ্র, এটা মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভা—উন্মাদাগার নয়।

শম্বুক। আমি জানি ঠাকুর লক্ষ্মণ !

শত্রুঘ্ন। জেনে শুনেও যে তুমি এই স্পর্দ্ধার বাণী উচ্চারণ ক'রে এখনও মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তা এই—

শম্বুক। শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভা ব'লেই সম্ভব হ'লো, অন্য রাজার সভা হ'লে আমার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তো। কিন্তু, প্রাণের ভয় তো আমি করি না ছোটরাজা ! যাক্, তোমাদের সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, আমার দাবী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট। বলুন প্রভু, কেন এখনো নিরুত্তর ?

শত্রুঘ্ন। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র তোমার প্রস্তাবের উত্তর দিতে ঘৃণা-বোধ করেন, তাই অধোবদনে নিরুত্তর রয়েছেন।

শম্বুক। রাজা শ্রীরামচন্দ্র ঘৃণাবোধ করতে পারেন, কিন্তু বনবাসী

শ্রীরামচন্দ্র তা পারেননি। তাইতো আমি প্রজার দাবীতে আসিনি, এসেছি প্রেমময় দেবতার কাছে ভক্তের দাবী নিয়ে।

লক্ষ্মণ। ও ছলনায় ভোলাতে পারবে না শূদ্র! তোমরা বহুদিন হ'তে চেষ্টা করছো ক্ষত্রিয়ের সমমর্য্যাদা নিতে, কিন্তু সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র তোমাদের সে সুযোগ দেবেন না।

শম্বুক। রামানুজ! শক্তিশেল বুকে নিয়ে বুকটাকে পাষাণ ক'রে ফেলেছ? কিন্তু, তোমায় সেই মৃত্যুমুখ হ'তে বাঁচাতে নীচজাতি হনুমান গন্ধমাদন মাথায় ক'রে এনেছিল; এরই মধ্যে সে কথা ভুলে গেলে? কৃতঘ্ন আর কাকে বলে?

লক্ষ্মণ। অস্পৃশ্য শূদ্র—[তরবারি ধরিল।]

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ—[ইঙ্গিতে বাধা দিলেন।]

শম্বুক। চতুর্দ্দশ বৎসর সীতারামের সেবা ক'রেও রিপুজয়ী হ'তে পারলে না লক্ষ্মণ ঠাকুর! সীতারামে তোমার ভক্তি অটল নয়। আমি যদি একবৎসর তোমার মত রামসীতার সেবাধিকার পেতুম, তাহ'লে ষড়রিপুকে পায়ের তলায় পিষে মারতুম!

শত্রুঘ্ন। তোমার এত স্পর্দ্ধা, আদর্শ রামসেবক লক্ষ্মণের চরিত্রে ইঙ্গিত কর?

শম্বুক। ঠাকুর লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে জ্যেষ্ঠরূপেই সেবা ক'রে গেছে—পারের কাণ্ডারী ভেবে তো ওঁর পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে পারেনি, তাই আজও রিপুর দাস হ'য়ে আছে। কিন্তু, মারুতি সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ পারের কাণ্ডারীবোধে প্রভুর সেবা করেছিল, তাই তারা আজও অমর হ'য়ে ঈশ্বর-আরাধনায় রত। যাক, পরের চিন্তায় আমার প্রয়োজন নেই। বলুন প্রভু, আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হবে না?

শ্রীরাম। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] না—

শম্বুক। না! তুমিও আভিজাত্যের ফাঁদে ধরা দিয়েছ?

শ্রীরাম। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় এরূপ অন্যায় দাবী নিয়ে আর কোনদিন এস না শূদ্র!

শম্বুক। না—না, আসবো না পাষাণ! আর কোনদিন আসবো না। [ক্রন্দনবেগ সম্বরণ করিয়া স্বগত] না—না, আমি কার উপর অভিমান করছি! ও তো ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র নয়—রাজা রামচন্দ্র। [প্রকাশ্যে] তবে আমিও উচ্চকণ্ঠে ব'লে যাচ্ছি শ্রীরামচন্দ্র, এই নীচ শূদ্রের জন্য তোমাকে একদিন অশ্রু বিসর্জ্জন করতে হবে, আর ঐ বিশালবক্ষের আলিঙ্গন আমি নেবোই।

শত্রুঘ্ন। কেমন ক'রে নেবে শূদ্র?

শম্বুক। বাহুবলে। আজ থেকে আমি উচ্চবর্ণের চিরশত্রু। আজ যে অপমানের বোঝা ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছি, এর কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে নেবো ঐ রামচন্দ্রের উপর দিয়ে।

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন! বধ কর শূদ্রকে।

শত্রুঘ্ন। [তরবারি তুলিল।]

গীতকণ্ঠে পুরুষকার আসিল।

গীত।

পুরুষকার।—

হানবে কারে ঐ প্রহরণ!
ও যে প্রাণ সঁপেছে রামচরণে জয় করছে করাল শমন॥
পুরুষকার আর ভক্তির জোরে,
কর্ম্ম করে ধরার পরে,
তাই ধরতে আলো অন্ধকারে আসবে ছুটে নারায়ণ॥

শম্বুক। এসেছ—এসেছ গুরু? দেখ প্রভু, দেবতার মন্দির-দ্বার

রুদ্ধ; এখানেও আভিজাত্য-ব্যাধির সংক্রামক লীলা? শূদ্ররা কি তবে পরমব্রহ্মের সৃষ্ট নয়?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পুরুষকার।—

স্বষ্টির নেশায় যবে সে ব্রহ্ম
রচিলা ধরা'য় কীর্ত্তিস্তম্ভ,
প্রভেদ না ছিল সৃজনের কালে, একই স্নেহে হ'লো গঠন ॥

শম্বুক। তবে কেন আমরা প'ড়ে থাকবো ধরার আবর্জ্জনা হ'য়ে? আমি পরিবর্ত্তন করবো গুরু, মানুষের গড়া সমাজনীতির। আমি সাম্যের বিজয়ভেরী বাজিয়ে এগিয়ে যাবো পথহারাদের সঙ্গে নিয়ে, আমি সাধনশক্তি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলবো দেবতার রুদ্ধ মন্দিরদ্বার, ভক্তিযুদ্ধে পরাজিত ক'রে বন্দী ক'রে রেখে দেবো অন্তর-কারাগারে ঐ পাষাণ দেবতাকে।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পুরুষকার।—

যুদ্ধ-বাসনা যদি রে জাগে,
ইন্দ্রিয়পথ রোধ কর আগে,
লীন হ'য়ে যানা ব্রহ্মের পদে তবে তো করিবি রণ ॥

শম্বুক। তাই যাবো গুরু, পঞ্চেন্দ্রিয়-পথ সাধনবলে রোধ ক'রে পরমব্রহ্মের পদে জীবাত্মাকে লীন ক'রে দিয়ে জয় করবো তাঁর সমস্ত শক্তি। এস গুরু, তুমি দেখাও পথ। তুমি জ্বেলে দাও সেই অন্ধকার পথে জ্ঞানের আলোক। তুমি হও উত্তাল তরঙ্গময় জলধিবক্ষে ভাসমান তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী, আমাকে ওপারে নিয়ে চল প্রভু! সংসার-সমুদ্রে আমি কূলহারা।

পূর্ব্ব গীতাংশ ;

পুরুষকার ।—

পারের কাণ্ডারী তিনি যে রে তোর,
করিবেন তিনি দুঃখনিশা ভোর,
প্রেমের যুদ্ধে প্রেমময়ে জিনি করনা তারে আপন ॥

[প্রস্থান ।

শম্বুক । তবে চল্লুম পাষাণ, ঘোষণা ক'রে গেলুম তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধের । পঞ্চেন্দ্রিয়-পথ রোধ ক'রে আমি করবো তোমার সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম । রাজা রামের অভিজাতপূর্ণ সিংহাসন হ'তে তোমাকে নামিয়ে এনে প্রেমময় ভিখারী শ্রীরামচন্দ্র-পদে বসিয়ে দেবো । তোমার ঐ কমলনয়নে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দেবো, শোকসাগরে নিমজ্জিত ক'রে তোমাকে খাঁটি সোনা গ'ড়ে নিয়ে তখন বসাবো হৃদিপদ্মাসনে । বিদায় হে গৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বি, দেখা হবে রণক্ষেত্রে ভক্তি-প্রহরণ হাতে ।

[প্রস্থান ।

শ্রীরাম । [যেন স্বপ্নাবিষ্ট ছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন ।] ফিরে আয়—ফিয়ে আয়, ওরে ভক্তবীর, ফিরে আয় । তোর জন্য শ্রীরামের অন্তর-দ্বার উন্মুক্ত, ফিরে আয়—ফিরে আয়—

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান ।

লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন । দাদা—দাদা—

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সর্ব্বেশ্বরের গৃহ।

মিনতি ঝাঁট দিতেছিল।

মিনতি। খ্যাংরা মারি—খ্যাংরা মারি পোড়া দেবতার মাথায়; বাসীপাট সারতে না সারতেই একেবারে চড়চড়িয়ে মাঝ আকাশে উঠে পড়লো। ওমা, একি একচোখো দেবতা গো! বলি, গেরস্তকে ছড়া-ঝাঁট দিতে দে। মুখে আগুন তোর সূয্যিদেবতার। [পুনরায় ঝাঁট দিল।] হ্যাঁ, লক্ষ্মী দেবতা বলি চন্দরকে; সাঁঝের পিত্তিম দিয়ে কাজকর্ম্ম সারা হ'লে তবে ঝিলমিলিয়ে আকাশে উঠে হাসবে। [পুনরায় ঝাঁট দিতে লাগিল।] আমার চাঁদের হাসি, সূয্যির ঝিকৃমিকি—ও দুই সমান। [পুনরায় ঝাঁট দিয়া শেষ করিল।] মিনসে যে মৌতাত ছোঁড়াটাকে নিয়ে রাজবাড়ীতে নেমন্তন্ন গেল, তা ঘাটের মড়া কি মরণ খাওয়া খাচ্ছে? আজ পর্য্যন্ত ফেরবার নাম নেই। আসুক আগে বাড়ী ফিরে, তারপর মিনি বামনীর ঝাঁটার বহরটা একবার বোঝাবো।

সর্ব্বেশ্বর। [নেপথ্যে] বোঝাবো—মাগীকে আজ বুঝিয়ে ছাড়বো।

মিনতি। ঐ যে মিনসের গলা। দেখেছ, ঘরে পা দিতে না দিতেই ঝগড়ার সুর ধরেছে।

জিনিষপত্রমস্তকে টলিতে টলিতে সর্ব্বেশ্বর আসিল।

সর্ব্বেশ্বর। ধর—ধর, গিন্নি, শীগ্‌গির ধ'রে নাও, গেল—গেল—সব প'ড়ে গেল।

মিনতি। মর্ মুখপোড়া, আমি পারবো কেন অত ভারী ধরতে ?

সর্ব্বেশ্বর। না—তা পারবে কেন ? পার কেবল সোহাগের বোন-পো পুষতে।

মিনতি। কি ব'ল্লি মিনসে ?

সর্ব্বেশ্বর। আরে মাগি, ঝগড়া না ক'রে ধর্‌না শীগ্‌গির।

মিনতি। আমি কি ছোটজাতের মেয়ে নাকি যে তোর মোট ধরবো ?

সর্ব্বেশ্বর। ওরে বাবারে, ঘাড় ভেঙ্গে গেল ; ধর—ধর—গেল যে প'ড়ে।

মৌতাত ছুটিয়া আসিল।

মৌতাত। ভয় নেই—ভয় নেই মেসো, আমি ধরছি। [মৌতাত মোট ধরিয়া নামাইয়া দিল।]

সর্ব্বেশ্বর। এ্যাঁ—গুয়োটা আবার এসেছিস ?

মৌতাত। শোন—শোন মাসি—

মিনতি। কি—বাছা আমার পর্ব্বতের মত মোট মাথা থেকে নামিয়ে দিলে, উল্টে ওকে গালাগালি ? বটে রে মিনসে, মরণ-বাড় বেড়েছিস বুঝি ? দেখেছিস ঝাঁটা ?

সর্ব্বেশ্বর। তা আমাকে না মারলে সোহাগের বোন-পোকে নিয়ে ঘর ঘরকন্না করতে পাবে কেন ?

মিনতি। মৌতাত ! ধর তো মুখপোড়াকে—আজ ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো।

মৌতাত। না—না, থাক মাসি, বুড়োমানুষ এত কষ্ট ক'রে অতদূর থেকে জিনিষপত্র ব'য়ে এনেছে, ওর পিঠে আর তোমার শতমুখীর সদ্ব্যবহার না ক'রে যেমন মাটিতে করছো, সেইরকম মাটিতেই সদ্ব্যবহার কর।

মিনতি। মৌতাতের জন্যে আজ খুব বেঁচে গেলি মিনসে!

সর্ব্বেশ্বর। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন তোমার ঐ মৌতাতকে আমার বাড়ী থেকে তাড়াতে হবে।

মৌতাত। খুব লোক তো তুমি মেসো! আমি কোথা মাসীর ঝাঁটা থেকে তোমাকে বাঁচালুম, আর তুমি আমাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছো বাবা?

সর্ব্বেশ্বর। এখন তো বাবা-বাছা ক'রে মাসীর কাছে খুব ভালমানুষী দেখাচ্ছিস, রাস্তার মাঝে আমাকে যে বিপদে ফেলেছিলি—

মৌতাত। যেতে দাও না বাবা, ওরকম দোষ ক্রটী ধরলে কি ঘর করা যায়? এই যে তুমি চাঁড়ালের এঁটো খেলে, কৈ, আমি কি কারো কাছে বলেছি?

মিনতি। কি করেছিস মিনসে?

মৌতাত। না—না মাসি, ও কিছু নয়।

মিনতি। না—না মৌতাত, লুকোসনি। বল্, পেটুক মিনসে কার এঁটো খেয়েছে?

সর্ব্বেশ্বর। চুপ ক'রে কেন বাপধন? আধ বলা যখন করেছ, তখন সবটা ব'লেই ফেল; ঝাঁটা লাঠি যা হবার হ'য়েই যাক।

মৌতাত। তাতে তুমি আর এমন কি দোষ করেছ মেসো? যাও—যাও মাসি, ওসব পুরুষমানুষের কথা ছেড়ে দাও। যাও দেখি বাপু, খাবার-দাবারগুলো গুছিয়ে তুলে রাখ গিয়ে।

মিনতি। রেখে দে তোর সোহাগ। মুখপোড়া মিনসে রাজ্যের অনাছিষ্টি কাণ্ড ক'রে আসবে, আর আমি ওঁকে পূজো করবো ?

সর্ব্বেশ্বর। রাম কহো! স্বামী-পূজো ক'রো না নতুন গিন্নি, মহাপাপ হবে। তার চেয়ে তোমার ঐ শতমুখী দু' ঘা পিঠে আমার বসিয়ে দাও—অক্ষয় স্বর্গে বাস করবে।

মিনতি। কি—আমাকে ঠাট্টা? বল্ মিনসে, তুই কার এঁটো খেয়েছিস ?

মৌতাত। আহা, মেসোকে ওসব জিজ্ঞেস করছো কেন? আমিই বলছি।

সর্ব্বেশ্বর। বল বাবাজি, যা বলবার তুমিই গুছিয়ে বল।

মৌতাত। জান মাসি! মেসো আর আমি দুজনে মাথায় ক'রে খাবার-দাবার জিনিষপত্তর আনছিলুম, রাস্তার মাঝে এক বেটি চাঁড়ালের মেয়ে এসে বলে আমাকে খাবার দাও। মিথ্যেকথা বলবো না—মেসোর বাবু দয়ার শরীর—দিচ্ছিল মেয়েটাকে দুটো খাবার, আমি বরঞ্চ বাধা দিলুম—কি বল মেসো ?

সর্ব্বেশ্বর। সত্যিই তো বাবাজি, তুমি বাধা দিলে ব'লে—

মৌতাত। তুমি দিলে না। আমি বল্লুম—কি, আমার মাসীর জন্যে ছাঁদা নিয়ে যাচ্ছি—এ খাবার তোকে দোবো ?

মিনতি। মিনসের ঐ ধারা। ভিখিরী-নাগিরী এলে একেবারে দশ হাতে বিলুবে।

মৌতাত। বিলুক মাসি, বিলুক। বুড়ো হয়েছে, পরকালের কাজ করবে না? তারপর জান, যেই আমরা এগিয়েছি, অমনি মেয়েটা ব'লে উঠলো আমার খাবারে আশা হয়েছিল, নজর লেগে গেল। শাস্ত্রে আছে দৃষ্টি-ভক্ষণ হ'লে উচ্ছিষ্ট হয়, কাজেই—মেসো খাবারগুলো

ফেলে দিতে যাচ্ছিল, আমি বল্লুম ফেলো না মেসো, ওর থেকে একটু খেয়েনি এস, তা হ'লেই নজর কেটে যাবে।

মিনতি। তারপর কি হ'লো বাবা?

মৌতাত। তারপর আর কি, খেয়ে নিলুম কিছু খাবার। সেই থেকে মেসো বলছে চাঁড়ালটার দৃষ্টিতে উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়েছি। শাস্ত্রমতে আমাদের জাতিপাত হয়েছে।

মিনতি। থ্যাংরা মারি অমন শাস্তরের মাথায়।

মৌতাত। যা বলেছ মাসি! মানুষ চোখ দিয়ে দেখলেই যদি এঁটো হ'য়ে যায়, তাহ'লে জগতটাই এঁটো।

মিনতি। এক চোখোমি—এক চোখোমি! শাস্তর-টাস্তর সব এক চোখো; যারা গড়েছে এসব, পেতুম তাদের একবার সামনে, বুঝিয়ে দিতুম মিনি বামনীর ঝাঁটার বহরটা।

মৌতাত। তা সে আশা তো মিটবে না মাসি! তাদের মধ্যে কেউ স্বর্গে গেছে, কেউ বা নরকে গেছে। তাদের ঝাঁটা মারার আশা ছেড়ে দিয়ে রান্নার যোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

মিনতি। এই যে যাচ্ছি বাবা! যা, তোরা স্নান ক'রে আয়—আমি রান্নার যোগাড় করিগে।   [প্রস্থান।

মৌতাত। দেখেছ মেসো, আমি তরী ডোবাতেও পারি, ভাসাতেও পারি।

সর্ব্বেশ্বর। সাবাস বাবাজি! তোমার বাহাদুরি আছে। জ্যান্ত দেহে পোকা পড়াতে তোমার জোড়া নেই।

মৌতাত। আরো দেখাবো মেসো, আরো বাহাদুরি দেখাবো। এখন যা-যা বলি, সেই মত যদি চল বাবা, তাহ'লে তোমার বরাত ছ' মাসে ফিরিয়ে দেবো।

সর্ব্বেশ্বর। নিশ্চয় চলবো বাবাজি, তোমার মত রত্নর কথামত চলবো না? এখন চল—স্নানাহ্নিক সেরে এসে ভোজনের ব্যবস্থা করা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

মিনতি পুনরায় আসিল।

মিনতি। মৌতাত! ও মৌতাত! চ'লে গেলি বাবা? ঐ যা—জল আনতে ভুলে গেছি, রান্না হবে কি দিয়ে? পোড়া মনে আগুন লেগে গেছে, সব কথা মনেও থাকে না ছাই! [নেপথ্যে ভক্তি গাহিল—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—] কেরে? কে অমন ক'রে গান গাইছে?

ভিখারিণীবেশে ভক্তি আসিল।

গীত।

ভক্তি।—

ওগো ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিখারিণী আজি দ্বারে।
মাতাপিতাহারা আমি অভাগিনী অবনত ব্যথাভারে॥
চাহি সবাকার স্নেহ ভালবাসা,
দ্বারে দ্বারে আজি তাই মোর আসা;
দাও ওগো মোরে এতটুকু আশা—নেবো ভালবেসে যারে॥

মিনতি। কে তুমি বাছা—এই সোমত্ত বয়েসে ভিক্ষেয় বেরিয়েছ?

ভক্তি। আমি বামুনের মেয়ে। ওগো আমার দুখ কেউ বোঝে না।

মিনতি। মাথায় দেখছি সিঁন্দুরের টানা। ভাতার ছোঁড়া বুঝি বয়াটে, তাই এমন সোমত্ত মাগ নিয়ে ঘর করে না! ঝাঁটা মারি অমন ভাতারের মাথায়।

ভক্তি। না—না, তিনি দয়ার সাগর; তাঁকে ওকথা ব'লো না মা, তাহ'লে আমার অপরাধ হবে।

মিনতি। উ—ভাতারের নিন্দে শুনে একেবারে গ'লে যাচ্ছেন। বলি সোয়ামী যদি তোমার এতই ভাল, তাহ'লে ভিক্ষেয় বেরিয়েছ কেন বাছা ?

ভক্তি। ওগো, তাঁর অনেক কাজ। পরের কাজ করতে করতে আর নিজের স্ত্রীর খোঁজ-খবর নেবার সময় পান না।

মিনতি। তাহ'লে পষ্ট কথা বলতে হ'লো বাপু! পরোপকার করতেই যদি তার সময় চ'লে যায় তো বে করা কেন ?

ভক্তি। আমিও তাই ভাবি মা! পরের সংসার দেখতেই যদি তাঁর সময় কেটে যায়, তাহ'লে আমাকে এ জ্বালা দেওয়া কেন ?

মিনতি। পুরুষগুলো সব ঐ একধাতে গড়া, বুঝেছ বাছা ? কেবল নিজেদের গণ্ডা বুঝে নিতে জানে, অপরের কথা ভেবে দেখবার সময় পায় না।

ভক্তি। তুমিও কি মা আমার মত জ্বলছো ?

মিনতি। উ—মিনি বামনীর কাছে তা হবার জো নেই, তাহ'লে মিনসেকে খেংরে বিষ ঝেড়ে দোবো না।

সর্ব্বেশ্বর আসিল, তাহার হস্তে কমণ্ডলু, মস্তকে গামছা।

সর্ব্বেশ্বর। আবার কার বিষ ঝাড়ছো নতুন গিন্নি ? [ভক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া] এই সেরেছে—[পলায়নের চেষ্টা]

মৌতাত আসিল।

মৌতাত। কি হয়েছে মেসো ?

সর্ব্বেশ্বর। [মৌতাতকে ইঙ্গিতে দেখাইল।]

মিনতি। কি গো, অমন চোরের মত হ'য়ে গেলে কেন ?

মৌতাত। হবে না? সকালবেলায় ব্রাহ্মণের ছেলে স্নান ক'রে এসেই চাঁড়ালনী দর্শন করলে?

মিনতি। চাঁড়ালনী! তবে যে ব'ল্লে ব্রাহ্মণের মেয়ে?

মৌতাত। মিথ্যেকথা মাসি, ও ঠকাতে এসেছে তোমাকে, ও আস্ত চাঁড়ালের মেয়ে।

ভক্তি। চাঁড়ালের মেয়ের যে এঁটো খেয়ে এলে বামুনঠাকুররা?

মৌতাত। জানে—জানে, মাসী সব জানে।

মিনতি। তবেরে ছুঁড়ি, মিনি বামনীর ঝাঁটা বুঝি দেখিসনি, তাই আমার কাছে ঠকাতে এসেছিস?

মৌতাত। দেখেনি—দেখেনি মাসি, তোমার ঝাঁটার বহর দেখেনি। দেখলে আসতে সাহস পেতো না।

মিনতি। বেরো—বেরো নষ্টা ছুঁড়ি বাড়ী থেকে, এইজন্যে ভাতার ছোঁড়া মুখে লাথি মেরেছে।

মৌতাত। যা বলেছ মাসি! এইজন্যেই। সে ছোঁড়াটাকে আমি চিনি, ঐ ছুঁড়ির ঠেলায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ভক্তি। তাহ'লে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মা?

মৌতাত। দেবে না? তুমি কি যে সে মেয়ে?

মিনতি। এখনো দাঁড়িয়ে রইলি কেন লো?

ভক্তি। না—এই চ'লে যাচ্ছি।

মৌতাত। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বাঁধতে এসেছিস? কেমন জব্দ?

ভক্তি। দিন কখনও সমান যায় না।

[প্রস্থান।

মৌতাত। ওঃ—কি নচ্ছার ছুঁড়ী, জান মাসি—

মিনতি। আমি সব বুঝেছি বাছা, কিচ্ছু বলতে হবে না।

মৌতাত। চল মাসি, খেতে দেবে চল!

মিনতি। আয় বাছা! ওগো, তুমিও এস।

[প্রস্থান।

সর্ব্বেশ্বর। বলিহারী বাবাজি, তোমার জয়জয়কার হোক।

মৌতাত। পায়ের ধূলো দাও মেসো, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই হাতযশটা অযোধ্যার রাজাকে দেখাতে পারি।

সর্ব্বেশ্বর। পারবে বাবাজি—পারবে; যেরকম মাথা তোমার সাফ, তাতে জোড়া বছরের ভেতরই তুমি শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রিগিরিটা পাকাপাকি-ভাবে পাবে।

মৌতাত। তা যদি পাই মেসো, তোমার ঘর-দোর সব সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো।

সর্ব্বেশ্বর। হা-হা-হা-হা! বেঁচে থাক বাপধন—বেঁচে থাক, অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে অযোধ্যা আলো ক'রে থাক। হা-হা-হা-হা—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শূদ্রপল্লীর পথ।

শূদ্ররমণীগণ নৃত্যছন্দে গাহিতে গাহিতে হাটে যাইতেছিল, কাহারও মাথায় পুঁটলী, কাহারও মাথায় ঝুড়ি, কাহারও মাথায় বাজরা ছিল।

গীত।

রমণীগণ।—

ওলো, হাটের বেলা ব'য়ে গেল জোর পায়েতে চল্।
মিনসেরা সব ঘরকে এলে খাটবে না আর কোন ছল॥
ফড়েরা সব অধীর মনে
চেয়ে আছে পথের পানে,
গেলে মোরা হাটের পানে ছুটবে দলে দল॥

[প্রস্থান।

শম্বুক আসিল।

শম্বুক। নিষ্কাম সাধনা—নিষ্কাম সাধনা, সবাই বলে নিষ্কাম সাধনায় মোক্ষলাভ হয়। আরে নিষ্কাম সাধনাটা করে কে? আমি যেমন জাতির ওঠবার পথ তৈরী করতে সকাম সাধনা করতে যাচ্ছি, সাধকরাও তো নিজেদের মোক্ষলাভের জন্য সকাম সাধনাই করে। কামনা সকলের মধ্যেই আছে। না, কোন চিন্তা করবো না, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর বৃথা সময় নষ্ট করবো না।

সর্ব্বাণী আসিল।

সর্ব্বাণী। বাবা!

শম্বুক। আয় মা সর্ব্বাণি! আমি হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছি মা! শ্রীরামচন্দ্র আভিজাত্যের গর্ব্বে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সর্ব্বাণী। প্রত্যাখ্যান যে করবে, সে কথা আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল বাবা!

শম্বুক। জানা ছিল! তবে কেন আমাকে সেখানে যেতে দিলি মা?

সর্ব্বাণী। তুমি যে পরীক্ষা করতে গেলে বাবা!

শম্বুক। যাবো না? তুই দেবাদিদেবের আসনে তাকে বসাতে গেলি, আমি পরীক্ষা না ক'রেই তাতে মত দিতে পারি?

সর্ব্বাণী। পরীক্ষা ক'রে কি বুঝলে বাবা?

শম্বুক। বুঝলুম সে বড় নিষ্ঠুর দেবতা মা, তাকে পাওয়া বড় কঠিন।

সর্ব্বাণী। কঠিন কিছুই নয় বাবা! তাকে পেতে হ'লে—শুধু সাধন ভজন করলেই চলবে না। রীতিমত কর্ম্ম করা চাই।

শম্বুক। বল মা, কি কর্ম্ম করতে হবে? কি কর্ম্মে সেই পাষাণ-দেবতা সন্তুষ্ট হবে?

সর্ব্বাণী। জনসেবা দিয়ে ঐ পাষাণ-দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

শম্বুক। জনসেবা?

সর্ব্বাণী। হাঁ বাবা! জীবমাত্রেই ভগবানের সৃষ্টি—তাঁর সেই সৃষ্ট জীবের সেবা করলেই তাঁর সেবা করা হবে।

শম্বুক। তবে মহাপুরুষরা গভীর অরণ্যে কঠোর ব্রত নিয়ে একমনে ঈশ্বর-আরাধনা করেন কেন?

সর্ব্বাণী। তাঁরা চান আত্মার নির্ব্বাণ। তুমি তো তা চাও না বাবা!

শম্বুক। না মা, আমি আত্মার নির্ব্বাণ চাই না—আমি যুগ যুগ আসতে চাই আমার এই সোনার জন্মভূমির বুকে—এই দেশমায়ের সেবায় জন্ম জন্ম জীবন উৎসর্গ করতে চাই।

সর্ব্বাণী। তা যদি চাও বাবা, তার সুবর্ণ-সুযোগ এসেছে তোমার সম্মুখে। মথুরার রাজা লবণ দৈত্য তোমার জন্মভূমিকে নিপীড়িত করতে বদ্ধপরিকর, তাকে বাধা দিতে রাজভ্রাতা শত্রুঘ্ন সসৈন্যে ছুটে গেছে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে। তুমিও তোমার প্রজা-সৈন্যদের নিয়ে যাও বাবা শত্রুঘ্নকে সাহায্য করতে।

শম্বুক। কিন্তু, রাজা তো আমার সাহায্য চায়নি মা!

সর্ব্বাণী। নাই বা চাইলেন। তুমি অযাচিতভাবে তাঁকে সাহায্য কর।

শম্বুক। তা হয় না সর্ব্বাণি! যেচে সাহায্য করতে যাওয়া বীরের অপমান।

সর্ব্বাণী। মান-অপমানের বোঝা অন্তরে পুষে রেখে তুমি ভগবানের করুণা লাভ করবে বাবা?

শম্বুক। বীরত্বাভিমান ব'লেও তো একটা জিনিষ আছে মা!

সর্ব্বাণী। অভিমানশূন্য না হ'লে তো ঈশ্বরের করুণা লাভ হয় না বাবা!

শম্বুক। তা ব'লে এ ক্ষেত্রে—

সর্ব্বাণী। দেশের সেবায় ক্ষেত্রাক্ষেত্র নেই বাবা! তোমার জন্মভূমি আজ বিপন্ন, তার রক্ষায় জীবনপণ ক'রে যুদ্ধ ক'রে বিপন্মুক্ত ক'রে তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ কর। ভেবে দেখ বাবা! আজ যদি লবণ দানব অযোধ্যা জয় করে, তোমাদের পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ করে, তাহ'লে কোথায় থাকবে তোমার বীরত্বাভিমান?

শম্বুক। কি, জয় ক'রে নেবে আমার জন্মভূমি অযোধ্যা? না —না, তা হ'তে দেবো না। আমি এখনি সসৈন্যে যাবো মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে। আয় তো—আয় তো সর্ব্বাণি, তুই নিজের হাতে আমাকে রণসাজে সাজিয়ে দিবি আয় তো মা! তোর দেওয়া রণসাজে সজ্জিত হ'য়ে আমি উল্কার গতিতে ছুটে গিয়ে সেই মায়াবী দানবটাকে প্রবল ঝটিকার মত আক্রমণ করবো—ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবো তার বিশাল বাহিনী—ক্ষুধিত সিংহের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার বক্ষে আমূল বসিয়ে দেবো শাণিত তরবারি, শত্রুনিপাত ক'রে জন্মভূমি মা'কে আমার আবার চিরহাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সাজিয়ে দেবো।

[সর্ব্বাণীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

অপরদিক দিয়া ছদ্মবেশী লবণকে লইয়া
মৌতাত আসিল।

মৌতাত। দেখলেন তো মশায়, ব্যাটা যুদ্ধ করতে ক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

লবণ। তা দেখলুম। ওর বীরত্বকে আমি গ্রাহ্য করি না; তবে ঐ যে মেয়েটি রয়েছে—ও একটা মায়াবিনী!

মৌতাত। মায়াবিনী ব'লে মায়াবিনী, দিনকে রাত—রাতকে দিন ক'রে দিতে পারে।

লবণ। তুমি যদি কোন কৌশলে ওকে ধ'রে নিয়ে আমার মথুরার রাজধানীতে নিয়ে যেতে পার, তাহ'লে আমি তোমাকে পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবো।

মৌতাত। বড় শক্ত কাজ মশায়! শূদ্র ব্যাটারা সাঙ্ঘাতিক জোয়ান, ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সহজ নয়।

লবণ। যদি একটা কাজ করতে পার, সহজেই কৃতকার্য্য হ'তে পারবে।

মৌতাত। বলুন দেখি!

লবণ। সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, একটু পরে অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে তুমি যদি এই শূদ্রপল্লীতে আগুন দিতে পার, তাহ'লে ওরা প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করবে; সেই সুযোগে তুমি ঐ মেয়েটাকে হরণ ক'রে সোজা মথুরার পথে রওনা দেবে। আমি গুপ্তভাবে অদূরে রথারোহণে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

মৌতাত। কেন বলুন তো? ঐটুকু মেয়ের উপর আপনার এত আক্রোশ কেন?

লবণ। ওরই জন্যই অযোধ্যা আক্রমণ করতে আমি ইতস্ততঃ করছি, নইলে রাম-লক্ষ্মণ বা ভরত-শত্রুঘ্নকে আমি ভয় করি না।

মৌতাত। দেখুন, আপনি যা বলছেন, তা আমার চেয়ে আমার মসোমশাই ভাল পারবে।

লবণ। কৈ তিনি?

মৌতাত। আমি আসতে ব'লে দিয়েছি; অপেক্ষা করুন না—এলো ব'লে।

সর্ব্বেশ্বর আসিল।

সর্ব্বেশ্বর। কে এলো রে বাবা মৌতাত?

মৌতাত। অনেকদিন বাঁচবে মেসো! এই তোমার নামই করছিলুম।

সর্ব্বেশ্বর। ইনি?

মৌতাত। পরিচয় পরে পাবে। এখন ইনি কি বলছেন শোন।

সর্ব্বেশ্বর। বলুন মশায়!

লবণ। আপনি যদি কোন কৌশলে এই শূদ্রপল্লীতে আগুন দিয়ে ওদের ঐ পালিত মেয়েটাকে ধ'রে নিয়ে আমার রথে তুলে দিতে পারেন, তাহ'লে আমি আপনাকে পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবো।

সর্ব্বেশ্বর। পাঁচ—সহস্র! ওরে বাবা, অনেক মুদ্রা হবে যে! কি বলিস্ মৌতাত?

মৌতাত। তা তো হবেই মেসো! তবে আর কি, লেগে পড় দুর্গা ব'লে।

সর্ব্বেশ্বর। তুই থাকবি তো বাবা?

মৌতাত। নিশ্চয়—নিশ্চয়! আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো।

সর্ব্বেশ্বর। তাহ'লে দিন মশায় অগ্রিম কিছু।

লবণ। এই নিন আমার মুক্তাহার, কার্য্যশেষে পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবো।

সর্ব্বেশ্বর। তাহ'লে এটা ফাউ? জয় মা কালী! চল্ মৌতাত, ব্যাটা ছোটলোকদের বেগুনপোড়া ক'রে মারতে হবে।

মৌতাত। চল মেসো! যান মশায়, রথ নিয়ে প্রস্তুত থাকুন গিয়ে—আমরা কাজ হাঁসিল ক'রে যাচ্ছি। [সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

লবণ। এইবার বুঝিব শ্রীরাম,
কেমনেতে রক্ষা কর অযোধ্যানগরী।
পেয়েছি বিদ্রোহী যবে, আর নাহি ডরি;
বহাইব রক্তনদী তোমার সাম্রাজ্যে,
পুড়াইব প্রচণ্ড পাবকে তব সাধের নগরী;
পশুসম বধিয়া তোমায়
রামনাম মুছে দেবো ধরাবক্ষ হ'তে!

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে শ্রুত হইল আগুন—আগুন]

শম্বুক ছুটিয়া আসিল।

শম্বুক। একি হ'লো—আমার সাধের শূদ্রপল্লীতে আগুন দিলে কে? কি করবো? কেমন ক'রে এই আগুনের কবল থেকে শূদ্র ভাইদের যথাসর্ব্বস্ব রক্ষা করি? সর্ব্বাণি কোথা গেল? সর্ব্বাণি—সর্ব্বাণি!

[দ্রুত প্রস্থান।

সর্ব্বাণীকে টানিয়া লইয়া সর্ব্বেশ্বর আসিল।

সর্ব্বেশ্বর। আয় বেটি, শীগ্‌গির চ'লে আয়—

সর্ব্বাণী। ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও—

সর্ব্বেশ্বর। ছেড়ে দেবো? ছোটলোক বেটি, সেদিন এঁটো খাইয়ে আমার জাতমেরে আবার নতুন বোয়ের কাছে বলতে গিয়েছিলি—তোকে ছেড়ে দেবো? আয় বেটি, চলে আয়।

সর্ব্বাণী। না—না, আমি যাবো না। তুমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে এই পাপ করলে ঠাকুর? হাজার হাজার শূদ্রকে সর্ব্বহারা করলে?

সর্ব্বেশ্বর। আরে রেখে দে তোর তত্ত্বকথা। ভালয় ভালয় আসবি তো আয়, নইলে ভাল হবে না।

সর্ব্বাণী। মন্দ করবার আর কি বাকি রেখেছ ঠাকুর? আমি যাবো না—দেখি, কেমন ক'রে নিয়ে যাও।

সর্ব্বেশ্বর। কি, যাবিনি। তবে চুলের মুঠি ধ'রে মারতে মারতে নিয়ে যাবো,—দেখি কে এসে তোকে রক্ষা করে। [প্রস্থানোদ্যত]

ভল্লহস্তে শম্বুক আসিল।

শম্বুক। ভগবান্! [সর্ব্বেশ্বরের হাত ধরিল।]

সর্ব্বেশ্বর। এঁ্যা—

শম্বুক। বটেরে ভণ্ড বামুন! আমাদের ছুঁলে তোমাদের জাত যায়, আর আমাদের মেয়ে চুরি ক'রে নিয়ে গেলে বুঝি খুব পুণ্যি হয়?

সর্ব্বেশ্বর। দোহাই বাবা, আমি ইচ্ছে ক'রে নিয়ে যাইনি—

শম্বুক। না—তুমি নিয়ে যাওনি, নিয়ে যাচ্ছে তোমার শয়তান। তাহ'লে ঠাকুর, তুমিই আমার শূদ্রপল্লী পুড়িয়ে দিয়েছ। তুমিই হাজার হাজার শূদ্র ভাইকে সর্ব্বহারা করেছ—তুমিই আমাকে উদ্যমহারা ক'রে লক্ষ্যপথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করতে আমার মাকে চুরি করতে এসেছ। না—না, ব্রাহ্মণ ব'লে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। ধর্ পাপি, এর পুরস্কার। [সর্ব্বেশ্বরের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ভল্ল তুলিল।]

সর্ব্বেশ্বর। দোহাই—দোহাই শূদ্ররাজ! আমি ইচ্ছে ক'রে এ কাজ করিনি, একজন অর্থের লোভ দেখিয়ে—

শম্বুক। ও—তাহ'লে তো তুমি মহাপাপী। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে তোমার মত পাপীকে বাচিয়ে রাখলে অযোধ্যা বিষিয়ে উঠবে—রামরাজ্য কলঙ্কিত হবে। না—না, তোমার বাচা হবে না। [ভল্ল তুলিল।]

মৌতাত আসিয়া ধরিল।

মৌতাত। করছো কি—করছো কি শূদ্ররাজ, ব্রহ্মহত্যা ক'রে রামরাজ্য কলঙ্কিত করবে?

সর্ব্বাণী। ও—তুমি? বাবা, ছেড়ে দাও একে।

শম্বুক। ছেড়ে দেবো!

সর্ব্বাণী। হাঁ বাবা! ব্রাহ্মণ লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে মহাপাপ করেছে, তার শাস্তি ও একদিনই পাবেই! কিন্তু, তুমি কেন ব্রহ্মহত্যার পাতকী হবে বাবা?

শম্বুক। কিন্তু মা, আমার হাজার হাজার শূদ্র ভাইরা যে আজ সর্ব্বহারা হ'লো—

সর্ব্বাণী। ব্রহ্মহত্যা করলেও তো তুমি তাদের সর্ব্বস্ব ফিরিয়ে দিতে পারবে না; তবে কেন অনর্থক মহাপাপ করবে?

শম্বুক। যাও ঠাকুর! মায়ের অনুরোধে তোমাকে মুক্তি দিলুম। যাও—আর এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়িও না। তোমার পাপ-নিঃশ্বাসে আমার পল্লীটা পর্য্যন্ত অপবিত্র হ'য়ে গেছে। চল মা—

সর্ব্বাণী। চল বাবা! [জনান্তিকে মৌতাতের প্রতি] ঘরে আগুন দিলে মন পোড়ানো যায় না—উদ্যমহারা করতে পারবে না।

[শম্বুকসহ প্রস্থান।

মৌতাত। আচ্ছা, এইবার কঠোর পরীক্ষা। দেখবো, কেমন ক'রে জয় কর। চল মেসো! দেখলে তো কি রকম বাঁচালুম তোমাকে?

সর্ব্বেশ্বর। বলিহারী যাই বাবা মৌতাত! বেঁচে থাক্ মাসীর কোল-জোড়া হ'য়ে। কিন্তু বাবা, অতগুলো স্বর্ণমুদ্রা হাতছাড়া হ'য়ে গেল।

মৌতাত। উদ্যমহারা হ'য়ো না মেসো—উদ্যমহারা হ'য়ো না। দেখ না—আবার অন্য তাল লাগাবো।

সর্ব্বেশ্বর। তাই লাগাও বাবা! তুমি আমার সোনারচাঁদ! চল বাবা, বাড়ি যাই।

মৌতাত। তুমি যাও মেসো! আমি লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

সর্ব্বেশ্বর। বেশী দেরী ক'রো না বাবা! তোমার মাসী আবার ভাববে।

[প্রস্থান।

মৌতাত! উদ্যম—উদ্যম, আমি ভেঙ্গে দেবো—তোমার গড়া

সকল উদ্যম। কোথা হে দুর্ভিক্ষদেব, তমোময় মহাকালের কার্য্যের সহায় হ'তে শীঘ্র আবির্ভূত হও রামরাজ্যে। [সহসা ঘোর নিনাদে দুর্ভিক্ষ আবির্ভূত হইল।] হে দুর্ভিক্ষদেব! মহাকালের কার্য্য সম্পন্ন করতে তোমার সঙ্গিনীগণসহ তাণ্ডব-নর্ত্তনে শ্রীরামের অযোধ্যায় মড়ক সৃষ্টি কর।

[প্রস্থান।

দুর্ভিক্ষ শিঙ্গা বাজাইয়া তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল ;
সেই নর্ত্তনের তালে তালে মহামারীরূপিণী
নারীরা নৃত্যগীতসহ আসিল।

গীত ।

সকলে।—

ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—ধ্বংস কর।
রেজেছে আজ কালের ভেরী, নরমুণ্ডের মালা পর ॥
পুকুর ডোবা নে না শুষে,
বরুণকে মার দে না ক'সে ;
শস্যগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মহামারী জড়িয়ে ধর ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ।

সীতা পুষ্পবেদীকায় আনমনা হইয়া বসিয়াছিল, সঙ্গিনীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

গীত।

সঙ্গিনীগণ।—

কেন সখি আনমনা?
এই মেঘলা দিনের বাদলা হাওয়ায় কেন সখি আনমনা॥
নয়নে তোমার মিলন-কাজল,
প্রকৃতি সোহাগে মাখিছে বাদল,
বনে বনে বুলি মধুপের দল চুমিছে হাসনাহেনা॥
প্রিয় পরশন নিতে,
চাহে সখী চারিভিতে,
তাই অন্তর-দ্বার খুলিয়া গোপনে ডাকিছে আপনজনা॥

সীতা। নৃত্যগীতে মন নাহি হয় স্থির।
গতনিশা দেখেছি স্বপন—
যেন নির্ব্বাসিতা আমি বনমাঝে
পতির বিধানে।
তদবধি নাহি শান্তি অন্তরে আমার।
কে বলিবে? কাহারে শুধাবো
স্বপন-কারণ কিবা?

হে আদিদেব পুরুষপ্রধান,
ব'লে দাও আরাধ্যদেবতা,
সত্য কিগো বিরহ সহিতে সৃষ্টি
অভাগী সীতার ?

ছদ্মবেশে ভক্তি আসিল ।

ভক্তি সত্য মাতা, বিরহ-সুরেতে গড়া
সীতা নাম তোর ।

সীতা । কে তুমি—কে তুমি গো সুবর্ণ-প্রতিমা ?
সীতার ভবিষ্য কথা কেমনে জানিলে ?

ভক্তি । জেনেছি মা কবির লেখনীমুখে ।
যুগব্যাপী সাধনায় রত সেই বাল্মীকি সুজন—
রচনা করেছে পূর্ব্বে পরিণাম তব ।

সীতা । না—না, মিথ্যা—মিথ্যা ও রচনা ।
আর্য্যপুত্র বলেছেন দুঃখনিশা হ'লো অবসান,
আর না বাজিবে বিচ্ছেদের বাঁশী—
মিলন-সুরেতে ভ'রে রবে অযোধ্যাপ্রাসাদ ।
মিথ্যা নহে বচন তাঁহার ।
কে তুমি গো কঠোরভাষিণি,
সীতায় কাঁদাতে এলে অযোধ্যাপ্রাসাদে ?

ভক্তি । পরিচয় মোর ঢাকা আছে অন্তরে সবার ।
কিন্তু, যেই চোখে চিনিবে আমায়,
সেই চক্ষু অন্ধ হ'য়ে গেছে মাতা
সংসার-মায়ায় । শুধু নহে মোরে—

আপনে আপনি তুমি নাহি চেন
ধরার মায়ায়। যদি জানিতে জননি,
কেবা সীতা—কেবা রাম—কে সে ভরত
আর লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন, তাহ'লে গো জনকনন্দিনি,
অমঙ্গল নাহি ভাবি স্বপনে তোমার—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ সম—
সাদরে বরিয়া নিতে বিরহ-সঙ্গীত।

সীতা। না—না, নাহি চাই জানিতে সে গোপন বারতা।
চাহি আমি যুগ যুগ স্বামিপদ সেবি
থাকিতে এই অযোধ্যার পুণভূমি মাঝে।
কে তুমি গো গাহিতে বিরহগাথা
জানকীজীবনের, এসেছ এ পুরীর ভিতরে ?
যাও—যাও, নাহি চাই শুনিতে ও অমঙ্গল সুর।

ভক্তি। যবে নাহি চাও শুনিবারে ভবিষ্যকাহিনী—
আর নাহি রবো হেথা অযাচিতভাবে।
তবে প্রমাণিতে কবির কল্পনা—
কহি কিছু গূঢ়তত্ত্ব শুন রামজায়া।

সীতা। বলেছি তো বহুপূর্ব্বে না শুনিব গুপ্তবার্ত্তা
বাল্মীকি-রচিত।

ভক্তি। বলিবার ছিল না বাসনা ;
তবে আজিকার বার্ত্তাসাথে
মিলাইয়া দিব বলি
অযাচিতে বলিব তোমায়।
শোন সীতা, আজিকার স্বপ্ন তব

মিথ্যা কভু নহে! ত্যজিবেন রঘুমণি তোমা।
আর—যে কবিরে অশ্রদ্ধায় ফেলিতেছ দূরে,
তাহারি আশ্রয়ে তুমি বহুদিন রহি
সুখে দুঃখে কাটাবে জীবন; তারপর
আসিবে কোমল অঙ্কে দুই দেবশিশু,
তাহাদের পরাক্রমে—না—না আর না বলিব।

[প্রস্থানোদ্যত]

সীতা। না—না, ব'লে যাও—ব'লে যাও ভবিষ্যকাহিনী,
তাহাদের মধুর কাহিনী শুনি
শান্ত করি অশান্ত অন্তর মম।

ভক্তি। হা-হা-হা-হা! মিথ্যাকথা কবির কল্পনা
এইমাত্র কয়েছিলে তুমি,
পুনঃ কেন চাহ সীতা শুনিতে কাহিনী?

সীতা। অপরাধ করেছি তখন।
বল—বল ওগো অমিয়-ভাষিণি,
কতদিনে আসিবে সেই দেবের কুমার,
কতদিনে পাবো স্পর্শ পবিত্র দেহের,
কতদিনে চুমু দিয়ে বদনে তাদের—
সীতার নারীত্ব হবে পরিপূর্ণ দেবি?

ভক্তি। সে দিনের নাহিক বিলম্ব।
যাও মাতা শুদ্ধচিত্তে সে দিনের রহ প্রতীক্ষায়।
একমনে অনাগত দেবতার করহ সাধনা—
তোমার জীবনপথে ফুটিবে বিমল ছবি
সুষমাজড়িত। [প্রস্থানোদ্যত]

সীতা। না—না, যেও না গো দেবি!
বলে যাও আর কিছু ভবিষ্যকাহিনী।

ভক্তি। বলিব সেদিন সীতা—
যেইদিন সফল করিতে কবির কল্পনা
পূত তপোবনে তার
মানসতনয়া বনদেবীরূপে
আসি দিবে দরশন।

[প্রস্থান।

সীতা। মা! মা! চ'লে গেল—চ'লে গেল বিদ্যুৎবরণী।
ইঙ্গিতে কহিয়া গেল সীতার কাহিনী।
সত্যই কি রঘুমণি ত্যজিবেন মোরে?
সত্যই কি তপোবনে লভিব আশ্রয়?
সত্যই কি দেবশিশু আসিবে সেথায়?
না—না, মিথ্যাকথা—সুনিশ্চয় কবির কল্পনা।
অগ্নিসাক্ষ্যে রঘুমণি করেছে গ্রহণ—
জীবনে না ত্যজিবে আমারে।

শ্রীরামচন্দ্র আসিলেন।

শ্রীরাম। সত্য কথা সুবদনি, অগ্নিসাক্ষ্যে গ্রহণ
করেছি তোমা। ত্যজিব তোমারে,
এ যে কল্পনা-অতীত।

সীতা। দূরে গেল দুশ্চিন্তা আমার।
সারাদিন কাটায়েছি অস্থির অন্তরে।

শ্রীরাম। কেন প্রিয়ে—কেন তব চিন্তিত অন্তর?

চতুর্দ্দশবর্ষ ধরি সহিলে বিরহ,
সহিলে আমার লাগি অশেষ লাঞ্ছনা,
দুঃখের সাগর মথি—তুলিয়াছি শান্তির অমৃত !
নাহি এবে কোন ক্লেশ, কোনই অশান্তি ;
তবে কেন চিন্তা অকারণ ?

সীতা । নিশাযোগে দেখেছি স্বপন—
বিতাড়িত যেন আমি অযোধ্যা হইতে—
তাই সারাদিন চিন্তিত অন্তরে
ব'সে আছি তোমার আশায় ।
ক্ষণপূর্ব্বে ভিখারিণী এক ব'লে গেল
ভবিষ্যৎ-বার্ত্তা—ত্যজিবেন রঘুমণি তোমা ;
তাই প্রিয়, অস্থির অন্তর ।

শ্রীরাম । স্বপন-বারতা কভু সত্য নাহি হয় ।
আর ভবিষ্যদ্বাণী ভিখারিণী
কেমনে জানিল ?

সীতা । ক'য়ে গেল বাল্মীকি রচেছে তব
ভবিষ্যৎ-গাথা—

শ্রীরাম । [চমকিত হইয়া] বাল্মীকি-রচনা—বাল্মীকি-রচনা—
[স্বগত] শুনিয়াছি মহর্ষি বসেছে নাকি
কাব্য-সাধনায় ।
তবে কি—তবে কি—

সীতা । কি হইল প্রভু ?

শ্রীরাম । না—না, কিছু নয় ; কবির কল্পনা কভু
সত্য নয় । হয়তো বা কবির লেখনীমুখে

কুটিয়াছে কল্পনার রাম ও সীতার
করুণ চরিত্র ; হয়তো বা বিরহ সঙ্গীত বাজে
কবির অন্তরে ; তাই তাঁর কল্পনার রাম
ত্যজেন সীতায় নিষ্ঠুর হইয়া।
ইথে কেন চিত্ত সুবর্দন !
সূর্য্যবংশ অবতংস রাম—
নহেতো গো নিষ্ঠুর এমন !
কবির কল্পিত রাম—কল্পনায় সীতারে ত্যজিল ;
ইথে সত্য কোথা দেবি ?
যে রমণী দানিয়াছে কবির বারতা—
সুনিশ্চয় মায়াবিনী, অথবা সে উন্মাদিনী।
সীতারে ত্যজিবে রাম !
প্রাণ ত্যজি বাচিবে রাঘব ?
কল্পনায় নাহি আসে এ হেন সঙ্কল্প।

সীতা। সারাদিন না দেখি তোমায়, বিচঞ্চল হয়েছিল
সন্দিগ্ধ অন্তর। এবে আশ্বাস বচন শুনি
তোমার শ্রীমুখে, শান্ত হ'লো অধীর পরাণ।
ধর প্রভু, প্রীতি দিয়ে গাঁথা মোর কুসুমের হার।

[রামচন্দ্রের গলায় কুসুমের মালা পরাইতে গেলে সীতার কঙ্কণ লাগিয়া ছিন্ন হইল।]

সীতা। একি ! ছিন্ন হ'লো কেন মালা কঙ্কণ লাগিয়া ?
দুর্লক্ষণ চিহ্ন কেন হেরি চারিভিতে !
[দূরে পেচক ডাকিল]
কেন শুনি পেচকের বীভৎস চীৎকার ?

দ্রুত লক্ষ্মণ আসিল।

লক্ষ্মণ। দাদা! অযোধ্যার প্রাসাদ-শিখরে
উড়ে যত শকুনির দল—

সীতা। সুনিশ্চয় ভাঙ্গিয়াছে অদৃষ্ট সীতার!
কি হবে গো দেবর লক্ষ্মণ,
কেন আজি হেন দুর্লক্ষণ?

লক্ষ্মণ। খেদ নাহি কর মাতা ইথে।
মনে হয় অযোধ্যা-সাম্রাজ্যমাঝে প্রবেশিয়া পাপ
করে লীলা ইচ্ছামত সবার অজ্ঞাতে।

শ্রীরাম। যাও ভাই গুরুদেব-পাশে, দানহ সংবাদ—
অযোধ্যা-প্রাসাদমধ্যে ঘটে অমঙ্গল,
শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন করি নানা উপচারে—
গ্রহদেবে কর শান্ত তুষিয়া ব্রাহ্মণে।

লক্ষ্মণ। আমি কহি শুন আর্য্য! প্রের ত্বরা গুপ্তচরে
নগর ভিতরে, কোথা কেবা করে অনাচার—
সবিশেষ তথ্য সন্ধানিয়া দানিলে বারতা,
তারপর গ্রহশান্তি করিব পশ্চাতে।

শ্রীরাম। ভুল এ সিদ্ধান্ত, অনুজ লক্ষ্মণ!
পুত্র যদি করে পাপ সংসারমাঝারে,
পিতা তার সংশোধন তরে করে যাগযজ্ঞ
পূজা নানা উপচারে। সেই মত রে সৌমিত্রি!
প্রজার সাধিত পাপ সংশোধন তরে—
করিতে হইবে মোরে গ্রহদেবে পূজা।

যাও ভাই, আবাহন করি ত্বরা গুরু বশিষ্ঠেরে
কর যুক্তি গ্রহশান্তি তরে ।
যাও সীতা মাতৃগণ-পাশে, সাথে ল'য়ে পুরনারী
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান কর আয়োজন ।

সীতা । এখনি সাধিব প্রভু মাঙ্গলিক ক্রিয়া ।

[প্রস্থান ।

শ্রীরাম । রে লক্ষ্মণ !
অযোধ্যার হেন দুর্লক্ষণ হেরি মনে হয়—
সীতা বুঝি রহিবে না অযোধ্যা-প্রাসাদে ।

লক্ষ্মণ । কেন দাদা, কোথা যাবে জননী জানকী ?

শ্রীরাম । শ্রীরামের বক্ষ হ'তে ছিন্ন করি নিয়ে যাবে
নিষ্ঠুর পাষাণ ।

লক্ষ্মণ । কেবা সে দুর্ম্মদ, জননীরে করিবে হরণ ?

শ্রীরাম । না—না, হরিবে না কেহ ;
নিয়ে যাবে নিষ্ঠুরা নিয়তি ।

লক্ষ্মণ । কোথা নিয়ে রাখিবে মায়েরে সেই
নিয়তি রাক্ষসী ? স্বর্গে যদি লভে গো আশ্রয়,
আক্রমিয়া স্বর্গপুরী—পরাজিত করি সেই
দেবের সমাজে, উদ্ধারিয়া আনিব মায়েরে ;
পাতালেতে লভিলে আশ্রয়—
বাণে বাণে বিদ্ধ করি পাতাল-সাম্রাজ্য
বাসুকিরে শাস্তি দানি এনে দিব
চিন্ময়ী মায়েরে । যম যদি দানে গো আশ্রয়—
যমলোক তোলপাড় করি, মরণদেবেরে মৃত্যু দিয়ে,

কেশে ধরি নিয়তিরে আনি শাস্তিয়া ভীষণ—
মায়েরে আনিব আর্য্য, অযোধ্যা-মন্দিরে ।

শ্রীরাম । জানি—জানি রে লক্ষ্মণ, বীরত্ব-গরিমা তোর
খ্যাত চরাচরে । কিন্তু ভাই, ভক্তপাশে
টিকিবে না বীরত্ব তোমার ।

লক্ষ্মণ । সে কি দাদা ?

শ্রীরাম । সত্য ভাই, নিশাযোগে স্বপ্নমাঝে
দেখেছে জানকী, নির্ব্বাসিতা যেন সীতা
আমার বিধানে ।

লক্ষ্মণ । দাদা— [চমকিত হইল ।]

শ্রীরাম । আমিও নিতুই শুনি ঐ এক বাণী—
যেন কাহার করুণ স্বর কহিছে আমারে,
আর কেন শ্রীরাম সুধীর,
সফল করিতে কবির লেখনী—
ত্যজ সীতা নিষ্ঠুর অন্তরে ।

লক্ষ্মণ । হে আর্য্য, বহুবর্ষ কেঁদেছে জননী,
এখনো কি সে কাঁদার হয় নাই শেষ ?

শ্রীরাম । নহে প্রিয়, আমার বিধান ।
নিয়তি অলক্ষ্যে বসি—
গাঁথিছে অশ্রুর মালা জানকীর লাগি ।

লক্ষ্মণ । নিয়তি—নিয়তি !
জানি না সে শরীরী কি—অশরীরী !
পাই যদি সম্মুখে তাহারে,
কেশে ধরি আনি অযোধ্যায়,

সূর্পনখাসম নাসাকর্ণ ছেদি
বুঝাইব নিপীড়িত জনে—
বীর কভু নাহি মানে নিয়তি-বিধান।

শ্রীরাম। রে অবোধ, শাস্তি দিবি কারে?
বুঝি কবির লেখনী-মুখে ফুটিয়াছে
সীতা-নির্ব্বাসন! খণ্ডন না হবে কভু
ভাবুক বিধান। জান না কি অনুজ লক্ষ্মণ,
কবি রচে ভাবের আবেগে—
পরে কার্য্যকরী হয় রচনা তাহার?
সংসারের আসা যাওয়া সব কিছু
জেনো ভাই কবির রচনা,
সে রচনা ব্যর্থ নাহি হয়,
সবার উপরে জেনো ভাই কবির আসন।

লক্ষ্মণ। কেবা সে ভাবুক কবি—
রচয়িতা সীতা-ভবিষ্যৎ?

শ্রীরাম। মহামুনি বাল্মীকি সুজন,
যাহার আশ্রম হ'তে নিবারিতে দৈত্য-অত্যাচার,
পাঠায়েছি অনুজ শত্রুঘ্নে।

লক্ষ্মণ। গ্রহশান্তি পূজাশেষে নির্ম্মাল্য লইয়া
যাবো আমি বাল্মীকি-আশ্রমে।

শ্রীরাম। কেন ভাই?

লক্ষ্মণ। দানব-যুদ্ধের পূর্ব্বে শত্রুঘ্নে নির্ম্মাল্য দানিব,
আর নেহারিব আপন নয়নে
বাল্মীকির অপূর্ব্ব রচনা।

শ্রীরাম। কিন্তু, দেখো ভাই, যেন অপমান
ক'রো না কবির।

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর আর্য্য, এইখানে আমি
অবাধ্য তোমার। যদি হেরি আপন নয়নে
মা জানকীর নির্ব্বাসন তোমার বিধানে—
এই তার ভাবের রচনা, তাহ'লে গো পূজ্যপাদ
অগ্রজ আমার, লক্ষ্মণ বৈরতা সাধি
বলে তারে লিখাইবে—রামসনে জানকীর
চিরতরে মিলনের গাথা।

[প্রস্থান।

শ্রীরাম। ওরে অবোধ, কবির ভাবের স্রোতে
না টিকিবে বিধির বিধান।
হে কবি, একান্ত আবেগে তুমি যাহা করেছ
রচনা, সার্থক করিতে পুণ্য লেখনী তোমার,
নিজহস্তে হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ি—অঞ্জলি দানিব
তব ভক্তিপদতলে।
সবে কহে আমি ভগবান্।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তেঁই আখ্যা মোর;
কিন্তু হে ভাবুক কবি,
নারায়ণে কাঁদাইতে এত ভালবাস?
তোমার অন্তরমাঝে শুধুই কি
বিচ্ছেদের বীণা বাজে সপ্তসুরে মাতি?
মিলনের বাশী বুঝি হয়েছে নীরব?
তবে তাই হোক প্রিয়বর, তোমার

লেখনী মুখে ফুটুক অশ্রুর উৎস
বন্যার আকারে, সেই স্রোতে ভেসে যাবে
সীতারাম দোঁহে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

তপোবন।

বাল্মীকি ও শত্রুঘ্ন আসিল।

বাল্মীকি। রঘুমণি আবেদন শুনিয়া আমার
দানব-নিধন হেতু
পাঠায়েছে তোমারে শত্রুঘ্ন ?

শত্রুঘ্ন। সত্য মুনি, দানব-নিধন তরে
সৈন্যসহ পাঠালেন মোরে রাম রঘুমণি।

বাল্মীকি। এস রাজভ্রাতা, পথশ্রান্ত তুমি ;
ফল-জল করিয়া গ্রহণ—আশ্রম ভিতরে
লভিয়া বিশ্রাম, পরে শুনো দানব-কাহিনী।

শত্রুঘ্ন। বিশ্রামের নাহি প্রয়োজন।
সময় সংক্ষেপ ; কহ মুনি,
কোথা পাবো লবণের দেখা ?

বাল্মীকি। সমাচার দানিব সকলি।

পথশ্রান্ত তুমি অতি ক্ষুধায় কাতর ;
আজি নিশা আতিথ্য আমার করিয়া গ্রহণ
পাল বৎস আশ্রমের রীতি।

শত্রুঘ্ন। সৈন্যগণ রহিয়াছে অধীর আগ্রহে,
আর আমি হেথা বিশ্রামের সুখস্বপ্নে
রহিয়া বিভোর, অযথা করিব
প্রভু সময় ক্ষেপণ ?

বাল্মীকি। আজি রাত্রে সৈন্যগণ সাথে ওহে রামানুজ,
আশ্রমের প্রথা অনুসারে অতিথি আমার সবে ;
তাই বৎস, শিষ্যগণে পাঠায়েছি সৈন্যগণপাশে—
করিবারে যথাযোগ্য আয়োজন অতিথি-চর্চ্চার।
তাই কহি সুমিত্রা-নন্দন, নিশ্চিন্তে করহ তুমি
নিভৃতে বিশ্রাম।

শত্রুঘ্ন। চমৎকার রীতি আশ্রমের।
না বুঝিয়া করেছি উপেক্ষা তব আতিথ্যধর্ম্মের,
ক্ষম মুনি, অধমের হেন অপরাধ।

বাল্মীকি। রাজপুত্র—বিলাসের ক্রোড়েতে পালিত,
হয়তো বা যথাযোগ্য আহার্য্য পানীয়ের
ঘটিবে অভাব ; তেঁই বৎস সঙ্কুচিত হতেছে অন্তর।

শত্রুঘ্ন। রাজপুত্র চতুর্দ্দশ বর্ষ
বনবাসী ছিল নাকি মুনি ?
পবিত্র আশ্রমবাসে কাটায়ে জীবন
পালে নাই তপস্বীর রীতি ?
তৃণশয্যায় কাটে নাই রজনী তাদের ?

বাল্মীকি। অতি সত্য বাণী তব হে বীর শত্রুঘ্ন!
সুপবিত্র সূর্য্যকুলে লভিয়া জনম
রচিলা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মধ্যম ভরত সহ রহিয়া প্রাসাদে
তুমিও পালিলে বৎস, তপস্বীর রীতি।
ধন্য রাজা দশরথ, শত জন্ম তপস্যায়
নাহি পায় কোনজন হেন পুত্রধন।
এস বৎস আশ্রম ভিতরে, যথাযোগ্য
ফল-জল করিয়া গ্রহণ শ্রান্তিদূর কর হে ধীমান্!

শত্রুঘ্ন। ভাগ্যবান আজি আমি মহামুনি বাল্মীকির
আতিথ্য গ্রহণে। চল প্রভু আশ্রম-কুটীরে—

[বাল্মীকিসহ প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে গায়ত্রী আসিল।

গীত।

গায়ত্রী।—

আজি শঙ্খ বাজাতে এসেছি হে মুনি, তোমার কুটীর-দ্বারে।
ঐ যে আসিছে প্রেমময় হরি ভাসিতে অশ্রুধারে॥
সাজায়ে রাখ গো হৃদয়-আসন,
মৌন-সাধনে কর গো বরণ,
করুণার খনি ভকত-তারণে সাজাও কুসুমভারে॥
এস এস মুনি, ব'সো গো আসনে,
এ শুভলগনে কেন আনমনে,
অচিরায় আসি শ্যামলবরণ দাঁড়াবেন ব্যথাভারে॥

[প্রস্থান।

বাল্মীকি রামায়ণ গ্রন্থ ধারণ করিয়া
পুনরায় আসিল ।

বাল্মীকি । কে--কে ডাকিল মোরে—
আয়—আয় ওরে তৃষিত চাতক
তোর দ্বারে আসিছেন করুণার বারিদানে
আপনি শ্রীহরি ? কে ডাকিল—কে গাহিল
অমিয়-মধুর সুরে পুণ্য আবাহনী ?
মনে হয়, অতি কাছে সে মধুর সুর—
মনে হয় এইখানে উঠেছিল আবাহনী গীত,
কিন্তু, কোথা গেল—কোথায় মিশাল
সুর তড়িৎগতিতে ? সত্যই কি আসিবেন
করুণার খনি ? সত্যই কি পুণ্য পদার্পণে তাঁর
ধন্য হবে আশ্রম আমার ?
সত্যই কি বাল্মীকির দ্বারে আসি দাঁড়াবেন
প্রেমের ঠাকুর ? না—না, প্রয়োজন কিবা মোর
দর্শনে তাঁহার ? দিবারাত্র হেরি
তাঁরে গ্রন্থ রচনায় ।
সেই রূপ আঁকা আছে অন্তর মাঝারে,
প্রকৃতির বুকে রূপ ভাসিছে সতত ।
সাকার দর্শনে মোর কিবা প্রয়োজন ?
রে তৃষিত চাতক, কায়মন সঁপিয়া
এই রচনার মাঝে—আকণ্ঠ কররে পান
প্রেমামৃত বারি । [রচনায় উপবেশন ।]

লক্ষ্মণ আসিলেন।

লক্ষ্মণ। বন্ধ কর মহামুনি রচনা তোমার!

বাল্মীকি। [ভাবের আবেশে লক্ষ্মণকে না দেখিয়াই বলিলেন।]
কে তুমি নিষ্ঠুর, ভেঙ্গে দিলে সাধনা আমার?

লক্ষ্মণ। স্বার্থপর মহাকবি! ভেঙ্গে দিতে সাধনা তোমার—
আসিয়াছি উল্কাবেগে তোমার আশ্রমে।

বাল্মীকি। [ফিরিয়া স্বগত] একি, যেন মনে হয় একদিন ফুটেছিল
এই রূপ আমার তুলিতে! যেন মনে হয়—
এই রূপধারী যুবা এনে দেবে তপোবনে
মানস-তনয়া মোর জানকী দেবীরে।
যেন মনে হয়—এই বীর সহায় হইবে
মোর সাধনার পথে। [প্রকাশ্যে] কহ বীর,
তুমি কিহে শ্রীরামের স্নেহের অনুজ
সৌমিত্রি লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। অনুমান অভ্রান্ত তোমার।

বাল্মীকি। কহ হে সৌমিত্রি, কি কারণে
আগমন তব? অনুমানি—লবণ-বধের তরে
পাঠায় শত্রুঘ্নে, নিশ্চিন্ত নহেক রাম।
তাই প্রেরিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণে একসাথে
যুঝিবারে দৈত্যরাজ সাথে?

লক্ষ্মণ। জান না কি মহামুনি, সূর্য্যবংশ-বীরত্বের খ্যাতি?
সামান্য লবণ-দৈত্যের সংহারে
প্রয়োজন হবে না আমার।

একাই শত্রুঘ্ন বীর নাশিয়া দানবে—
নিরাপদ ক'রে যাবে মুনির আশ্রম ।

বাল্মীকি । তবে কেন পাঠালেন শ্রীরাম তোমারে ?

লক্ষ্মণ । আসি নাই শ্রীরাম-আদেশে ।
আসিয়াছি হে মুনি, প্রাণের আবেগে
নেহারিতে রচনা তোমার ।

বাল্মীকি । বৃথা আসা সৌমিত্রি তোমার ।
বাল্মীকির পবিত্র রচনা নিজে নাহি করিব প্রচার ।

লক্ষ্মণ । রাখ অনুরোধ কবি, তোমার রচনা আমি
করিব না প্রচার কখনো,
মাত্র দেখে লবো মা জানকীর ভবিষ্যৎ লেখা ।

বাল্মীকি । বলেছি তো রামানুজ, কবির ভাবের
লেখা উপভোগ করে সে আপনি—
রচনার গল্প যবে অভিনীত হয়
ধরাবক্ষে । তখন ভাবের গৃহ ত্যজিয়া রচনা,
মানব-সমাজে হয় হে প্রচার ।

লক্ষ্মণ । ইষ্টদেব শ্রীরামের নামে আমি করি
হে প্রতিজ্ঞা, আনজনে জানাবো না
রচনা তোমার ; শুধু এইবার বল কবি,
শ্রীরাম কি ত্যজিবেন জানকী দেবীরে ?

বাল্মীকি । ভবিতব্য খণ্ডন না হয় ।
বাল্মীকি সত্যই যদি লিখে থাকে সীতার
অদৃষ্টে, শ্রীরাম ত্যজিবে তারে নিষ্ঠুর অন্তরে,
তুমি তারে খণ্ডিবে কেমনে ?

লক্ষ্মণ। শাস্তির পেষণে। বাহুবলে পরাজিয়া
নিয়তিরে—শাস্তির পেষণে ফেলি
বাধ্য করিব তারে ত্যজিবারে জানকীর ছায়া।
তার পূর্ব্বে তোমার রচনা আমি দেখিব হে কবি!

বাল্মীকি। বাহুবলে হয়তো বা শাসিবারে পার
নিয়তিরে, কিন্তু হে সৌমিত্রি, পারিবে না
কবিরে টলাতে তার সঙ্কল্প হইতে।

লক্ষ্মণ। বুঝিয়াছি স্বার্থপর কবি, নিয়তি বা
ভবিতব্য, সমস্তই ভানমাত্র তব,
মা জানকীর বনবাস তোমার রচনা,
তুমি চাহ হেরিবারে মায়ের চরণ
অহরহ নয়নসম্মুখে—
তাই তুমি বসিয়াছ কঠোর সাধনে।

বাল্মীকি। মাতৃস্নেহ উপভোগে সাধ নাহি কার?
কহ দেখি বৎস! তুমি কেন চাহ
রোধিবারে সীতা-বনবাস?
অহরহ দেখিতেছ তুমি
শ্রীরাম-সীতার যুগল চরণ,
সেবিতেছ মনের আনন্দে, পূজিতেছ
প্রাণের আবেগে; স্বার্থপর কেবা
কহ দেখি বিচারিয়া আপন অন্তরে?
একা তুমি নেহারিবে পূর্ণব্রহ্ম সেই
যুগলের রূপ, আর ধরার মানব সবে
তৃষিত চাতক প্রায় চেয়ে রবে

আকাশের পানে? পাইবে না মাতৃস্নেহ
অমিয় মধুর? সেবিবে না একদিনও
যুগল চরণ? পূজিবে না একদিনও মনের আবেগে?
আমি নহি স্বার্থপর জেন' হে সৌমিত্রি,
পরিপূর্ণ স্বার্থান্বেষী মহাপাপী তুমি।

লক্ষ্মণ। [নতমস্তকে ছিলেন, ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন]

অতি সত্য বাণী তব হে ভাবুক কবি!
মাতৃস্নেহ চাহি আমি একাকী ভুঞ্জিতে।
ক্ষমা কর অপরাধ মোর। কটুভাষে
ভৎর্সিয়া, প্রাণে ব্যথা দিয়াছি তোমার।
থাকুক রচনা তব রহস্যে আবৃত,
আমি যাবো কর্ম্মস্রোতে ভেসে।
তোমার বিধানে যদি বনবাস থাকে গো
সীতার, সুনিশ্চয় সাধিবারে ধরার মঙ্গল
বধাতা উদ্ভব হ'য়ে তোমার লেখনী-মুখে
আপনি লিখিল হেন শোকের কাহিনী।
চলিলাম ফিরি অযোধ্যায়।
অপেক্ষায় রব কবি, কবে তব অমিয় রচনা
ধরাবক্ষে হইবে প্রচার! কবে শুনিব
শ্রবণে তোমার ও রামায়ণ গান। কতদিনে
ব'য়ে যাবে ধরাবক্ষে প্রেমের নির্ঝর।

[প্রস্থান।

বাল্মীকি। হে সৌমিত্রি, সীতা-বনবাস সাথে

কত যে কাহিনী জড়িত রয়েছে,
তা যদি জানিতে, তাহ'লে গো শ্রীরাম-সেবক,
নাহি হ'তে বিচঞ্চল মা জানকীর ভবিষ্যৎ ভাবি।

একখানি শ্যামল বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া
শ্রীরাম আসিলেন।

শ্রীরাম। কবি—

বাল্মীকি। এঁ্যা—মেঘ হ'তে নামিল কি মেঘের বরণ?
ত্যজিয়া গোলোকধাম—আসিলে কি নারায়ণ
বাল্মীকিরে করিবারে ছলা?
ঐ রূপ—ঐ আঁখি—ঐ বাহু—ঐ যে বিশাল বক্ষ—
ক্ষীণ কটিদেশ, সবই আঁকা অন্তরে আমার।
কহ—কহ হে প্রেমের ঠাকুর, বাল্মীকির রচনার ছবি,
তুমি কি নায়ক এই মধুর গ্রন্থের?

শ্রীরাম। ভাবুকপ্রবর মহাকবি বাল্মীকির
অনুমান মিথ্যা কি গো হয়?

বাল্মীকি। ওরে, কে আছিস কোথায় পান্থ—তৃষিত—ব্যথিত,
দেখে যা রে বাল্মীকির দ্বারে আজি বিশ্বের নায়ক।

শ্রীরাম। কর কি—কর কি কবি? বিশ্ব-মানবের
দৃষ্টির আড়ালে আসি দাঁড়ায়েছি দুয়ারে তোমার—

বাল্মীকি। কেন প্রভু, বাল্মীকির দ্বারে
কেন আজি ধ্যানের মূরতি?

শ্রীরাম। তোমার প্রেমের দ্বারে ভিখারী রাঘব।

বাল্মীকি। ছলনা করিছ ওগো প্রেমের ঠাকুর?

শ্রীরাম। সত্য কবি! তোমার কুটির-দ্বারে
ভিক্ষা-আশে এসেছে রাঘব!

বাল্মীকি। এস—এস ওগো পারের কাণ্ডারি,
বসো প্রভু বাল্মীকির হৃদিপদ্মাসনে;
চরণ ধোয়ায়ে মোর প্রেমাশ্রুবারিতে
ভক্তিপুষ্পে পূজিয়া চরণ
অন্তরের কামনা যত কিছু করি নিবেদন,
তারপর দেবো ভিক্ষা চতুর ভিক্ষুকে।

শ্রীরাম। ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—হে প্রেমিক কবি,
ভিক্ষা দিয়ে রক্ষা কর শ্রীরাম-জীবন।

বাল্মীকি। পুনরায় ছলনা শ্রীহরি?
যাহার চরণ-তরি লভিবার আশে
বিশ্বের মানব-কুল দিবানিশি
ভিক্ষা করে মোক্ষের দুয়ারে।
সেই সে বিশ্বের প্রভু—আর্ত্তত্রাণকারী
ভিক্ষা করে অতি তুচ্ছ বাল্মীকির কাছে?

শ্রীরাম। তুচ্ছ নহ তুমি ওগো কবি!
তোমার ভাবের লেখা বিধির বিধান সম
হবে সম্পাদন, তাই কবি আসিয়াছি
ভিক্ষা-আশে তোমার দুয়ারে।

বাল্মীকি। ভাল, এত যদি শক্তিমান কবি তোমার বিধানে,
কহ ওগো ভিক্ষুক-প্রবর, কিবা চাহ কবির নিকট?

শ্রীরাম। ভিক্ষা দাও—ওগো কবি, আমার সীতারে।

বাল্মীকি। হা-হা-হা! হাসালে এবার ওহে প্রেমিক ভিক্ষুক,

সীতাপতি ভিক্ষা চাহে সীতারে তাহার
তুচ্ছ এক সেবকের পাশে।

শ্রীরাম। ছলনা ক'রো না কবি মিনতি তোমায়।
তোমার রচনা সীতা-নির্ব্বাসন
অভিনীত হবে এইবার। তাই কবি,
আসিয়াছি ভিক্ষা নিতে চরণে তোমার।
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও গো প্রেমিক কবি,
ভিক্ষা দাও জানকীরে মোর।

বাল্মীকি। কেমনে দানিব ভিক্ষা কহ হে নায়ক?
নহে তো গো লেখনী এ আমার অধীন,
অন্তরের ভাব মোর মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
আঁকিয়াছে সীতা-নির্ব্বাসন ছবি অশ্রুজলে তিতি;
সীতারে দানিতে তোমা
কিবা আছে অধিকার ঋষি বাল্মীকির?

শ্রীরাম। আমি তো আসিনি প্রভু ঋষির দুয়ারে,
আসিয়াছি কবির ভাবের দ্বারে
ভিক্ষা নিতে জানকীরে মোর।

বাল্মীকি। মায়াময়! মায়ার ছলনে পড়ি ভুলেছ সকলি?
কবির অন্তরে জাগি ভাবধারা সকরুণ সুরে
লিখেছিল সীতা-নির্ব্বাসন,
এবে সেই লেখা করিতে খণ্ডন,
আসিয়াছ লেখকের দ্বারে?
কিন্তু কহ দেখি—প্রেমিকপ্রবর,
চৌর্য্যবৃত্তি রহে কিগো ভাবের ঘরেতে?

শ্রীরাম । সত্য কিগো জানকীরে আনিবে আশ্রমে ?

বাল্মীকি । না আসিলে বাল্মীকি-আশ্রমে
প্রচার না হবে প্রভু, গ্রন্থের রচনা ।
ভাবের স্রোতেতে ভাসি লিখিয়াছ যাহা—
ব্যর্থ তাহা কেমনে করিব ?

শ্রীরাম । তবে তাই হোক ভাবুক-প্রবর !
সার্থক হউক তব রচনা সুন্দর ।
ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে
ভেসে যাবো স্রোতের তরঙ্গে,
শ্রীরামের অশ্রু যদি কামনা তোমার,
কাঁদিব গো যুগ যুগ তোমার লাগিয়া ।

[প্রস্থানোদ্যত]

বাল্মীকি । এই এসে চ'লে যাবে নিষ্ঠুর হইয়া ?
ওগো বাল্মীকির ইষ্ট ভগবান্, লাহি লয়ে
সেবকের পূজা, কেন যাবে ত্যজি তপোবন ?

শ্রীরাম । নাহি গেলে অযোধ্যায় ফিরে—
শ্রীরামের দুর্ব্বলতা জানিবে সকলে ।

বাল্মীকি । দাঁড়াও দাঁড়াও ওহে পারের কাণ্ডারি,
প্রাণ কাঁদে দানিতে বিদায় । .
প্রাণভ'রে দেখিবারে দাও মোরে পূর্ণব্রহ্মরূপ ।

শম্বুক আসিল ।

শম্বুক । ছেড়ে দিও না—ছেড়ে দিও না ঋষি, পেয়েছ যখন পূর্ণব্রহ্মকে তোমার আশ্রম-গণ্ডীর মাঝে, ছেড়ে দিও না তাকে ।

বাল্মীকি। কে তুমি? এই গভীর নিশায় বাল্মীকি-আশ্রমে কি উদ্দেশ্যে?

শম্বুক। ঐ রূপজ্যোতি দেখবার উদ্দেশ্যে। মহামুনি, আমি কি নিজে এসেছি? ঐ চতুর ভগবান্ আমাকে আকর্ষণ ক'রে টেনে এনেছে তোমার আশ্রমে। যেতে দিও না ঐ পাষাণ-দেবতাকে, ধ'রে রাখ মহামুনি—ধ'রে রাখ ওকে যুগ-যুগান্তকাল।

শ্রীরাম। আমাকে ধ'রে রাখলে তোমার কি স্বার্থসিদ্ধি হবে শূদ্ররাজ?

শম্বুক। তাহ'লে আমিও সংসার-মায়া পরিত্যাগ ক'রে যুগ যুগ এই আশ্রমে প'ড়ে থাকবো—যুগ যুগ তোমার সেবা করবো।

বাল্মীকি। তুমি শূদ্র?

শম্বুক। হাঁ প্রভু, সংসার আমাকে তাই ঘৃণা করে। কিন্তু বল দেখি মহামুনি, আমার জন্মের জন্যই কি আমি দায়ী? নীচ গৃহে জন্মেছি ব'লে ভগবানের চরণ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হবো?

বাল্মীকি। বিশ্বপিতার কাছে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই।

শম্বুক। তা যদি নেই, তবে পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীরামের মনে এ বৈষম্য কেন? আমরা তৃষিত চাতকের মত তাঁর করুণার দ্বারে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকবো, আর তিনি আমাদের মর্ম্ম ভেঙ্গে দিয়ে মুখে ঘৃণার থুৎকার দেবেন।

শ্রীরাম। ভুল বুঝেছ শম্বুক, শ্রীরাম তোমাদের ঘৃণা করে না।

শম্বুক। ঘৃণা যদি না কর, তবে সেদিন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে কেন?

শ্রীরাম। সেদিন তো তুমি ভিখারী রামচন্দ্রের কাছে আলিঙ্গন প্রার্থনা করনি, গিয়েছিলে অভিজাত-পূরিত সিংহাসনারূঢ় রাজা রামচন্দ্রের

কাছে প্রার্থী হ'য়ে, তাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলে। আজ বৈষম্যের সংসার হ'তে দূরে কবি বাল্মীকির দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে ভিখারী রাম; এস হে তৃষিত, এস হে ভাবুক ভক্ত, এস আমার বক্ষে।

শম্বুক। না—না, আজ তো আমি তোমার কাছে আলিঙ্গন-প্রার্থী হ'য়ে আসিনি শ্রীরাম, এসেছি যোদ্ধৃবেশে আমার জন্মভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে। আজ তুমি চাইলেও আমি চাই না তোমার ঐ বিশাল বক্ষের আলিঙ্গন।

বাল্মীকি। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আলিঙ্গন চাও না শূদ্র?

শম্বুক। না—না, কেন চাইবো? আজ এ হাত দুটো এসেছে জন্মভূমির সেবায় উৎসর্গীত হ'তে—মনটা এসেছে মায়ের পায়ে সমর্পিত হ'তে, এখন কি আর ঐ যুগ-দেবতার আলিঙ্গন নিতে পারি? তাহ'লে যে ওঁকে ফাঁকি দেওয়া হবে। আলিঙ্গন নেবো আমি সেইদিন ঋষি, যেদিন মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে ওঁর পূজা করতে পারবো, এই হাত দুটো ওঁর সেবায় বিলিয়ে দিতে পারবো।

বাল্মীকি! তবে কেন আমাকে বলছো বন্দী ক'রে রাখতে?

শম্বুক। ছেড়ে দিলে তো সহজে ও চতুরকে ধরা যায় না—তাই তোমাকে বন্দী ক'রে রাখতে বলছি। আমিও পারি ওঁকে বন্দী করতে, কিন্তু উৎসর্গ করা হাতে ওঁকে স্পর্শ করবো কি ক'রে?

শ্রীরাম। বন্দী ক'রে রাখতে হবে না বৎস! যেদিন তুমি আমাকে ডাকবে, সেদিনই আমি সাড়া দেবো তোমার ডাকে।

শম্বুক। সাড়া দেবে প্রভু? এই নীচ শূদ্রের ডাকে তুমি সাড়া দেবে? দয়াময়! তোমার করুণা অসীম। আসি তবে প্রভু, উৎসর্গীত মন নিয়ে তো প্রণাম করতে পারবো না, অপরাধ নিও না। জন্মভূমির পূজাশেষে ফিরে এসে আমি সমর্পণ করবো এই নশ্বর

দেহ তোমারই পায়ে; সেদিন যেন পাই প্রভু তোমার করুণার কোমল স্পর্শ।

[প্রস্থান।

শ্রীরাম। চ'লে গেল—চ'লে গেল ভাবুক ভক্ত! সেদিন একান্ত আবেগে আলিঙ্গন-প্রার্থী হ'য়ে গিয়েছিল রাজসভায়; প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফিরে এসে জন-সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছে, কিন্তু জানে না অজ্ঞান, ঐ জনসেবার মধ্য দিয়েই লাভ হয় ভগবানের করুণা।

বাল্মীকি। করুণাময়! তোমার সেবা যে জনসেবার মধ্য দিয়েই হয়, এ বার্ত্তা তো আত্মগর্ব্বী জনগণ জানে না। তাই তারা আত্মকলহে মগ্ন হ'য়ে নরকের পথ প্রশস্ত ক'রে নেয়।

শ্রীরাম। আসি তবে কবি! তোমার অমিয়-মধুর গ্রন্থের মাঝে জনগণকে জনসেবার উপদেশ দিও, এই আমার অনুরোধ। আর আমার সীতার স্মৃতি দিয়ে যেন প্রচারিত হয় তোমার মহাগ্রন্থ রামায়ণ।

বাল্মীকি। তাই হবে প্রভু! সীতার স্মৃতিগাথাই প্রচার করবে এই রামায়ণ গ্রন্থ, আর এই গ্রন্থের প্রথম শ্রোতা হবে তুমি।

শ্রীরাম। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো কবি সেই শুভ-দিনের। আসি মহর্ষি! প্রণাম।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বাল্মীকি। নারায়ণ! নারায়ণ! অপরাধ নিও না দয়াময়! যাও প্রভু—তোমারই অন্তর নিহিত ভাবধারা তোমাকে শোনাবে কবির কল্পনা-প্রসূত এই রামায়ণ মহাকাব্য।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে গায়ত্রী আসিল।

গীত।

গায়ত্রী।—

সফল তোমার রচনা হে কবি, সার্থক পূজা-আয়োজন।
দেবের শুদ্ধ আঁখিলোরে তিতি ধন্য আজিকে তপোবন॥
ও মহাকাব্য করিতে প্রচার
আসিবে যুগ্ম তনয় সীতার,
গাহিবে যুগলে রামায়ণ গান শুনিবে সে নর-নারায়ণ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তপোবন-পার্শ্বস্থ প্রান্তর।

রণসাজে সজ্জিত লবণ আসিল।

[রণদামামা বাজিতেছিল, দূরে যুদ্ধ চলিতেছিল। নেপথ্যে বহুকণ্ঠে শ্রুত হইল—"জয় সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের জয়।"]

লবণ। যুঝিতেছে দৈত্যসনে মানবীয় চমূ।
ক্ষুধিত শার্দ্দূল সম দৈত্যসৈন্য সবে
রণক্ষেত্রে পড়েছে ঝাঁপায়ে।
নররক্ত আকণ্ঠ করিয়া পান—
মিটাইবে শোণিত-পিপাসা।
ঐ যে—ঐ যে যুঝিছে মোর প্রধান সেনানী।
ভয় নাই—ভয় নাই বীর!

সোৎসাহে চালাও সমর—
জয়লক্ষ্মী দিবে মাল্য দানবের গলে।
[নেপথ্যে—জয় সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের জয়।]
একি! সমরের গতি কেন ফেরে অন্যদিকে?
ছত্রভঙ্গ দৈত্য-সৈন্যগণ; না—না, কোথা যাবে
ত্যজি রণভূমি! ভয় নাই—ভয় নাই সৈন্যগণ!
ফের সবে করিতে সংগ্রাম,
আপনি সম্রাট্ নেবে চালনার ভার।

[প্রস্থান।

শম্বুক আসিল।

শম্বুক। দৈত্যসৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছিল, কোথা থেকে যেন তারা নূতন শক্তি সংগ্রহ ক'রে আবার রণক্ষেত্রে ফিরে এলো। না—না, এভাবে যুদ্ধ করলে অযোধ্যার পরাজয় সুনিশ্চিত, সমস্ত সৈন্যকে একজনের নেতৃত্বে চালনা করতে হবে। কিন্তু রাজভ্রাতা শত্রুঘ্নই বা কোথা? যেমন ক'রে হোক তার সঙ্গে দেখা ক'রে একমতে যুদ্ধ করতে হবে। ওকি! আমার শূদ্র-সৈন্যেরা পশ্চাৎপদ হ'চ্ছে। ভয় নেই—ভয় নেই শূদ্র-সৈন্যগণ, জয়রাম রবে আকাশ কাঁপিয়ে দিয়ে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ কর দানবীয় চমূ। বল সবে জয় রাম—জয় রাম—

[দ্রুত প্রস্থান।

পুনরায় লবণ আসিল।

লবণ। কূলে এসে ডুবিল তরণী। লবণ-বিক্রমে
রণে ভঙ্গ দিয়ে যত মানব-সেনানী

ছত্রভঙ্গ হতেছিল সবে।
হেনকালে কোথা হ'তে আসি শূদ্র এক—
মুখে তার রামনাম—অমিতবিক্রমী—
ফিরাইয়া সৈন্যগণে পুনরায় রণোন্মত্ত হ'লো।
দ্বারে এসে জয়লক্ষ্মী ফিরে চ'লে গেল।
না—না, বিলম্ব করিলে পরাজয় সুনিশ্চয় মোর।
হানিব জাঠাস্ত্র মোর বিপুল বিক্রমে,
একসাথে বিনাশিয়া সবে—সমরের অবসান
ঘটাবো এখনি। [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা শত্রুঘ্ন আসিল।

শত্রুঘ্ন। কোথা যাবে দৈত্যের দুলাল ?
চোরসম তপোবনে নিরীহ ঋষির দলে
দেখায়ে বিক্রম, ভাবিয়াছ তব সম শক্তিধর
নাহি ধরামাঝে ?

লবণ। কেবা তুমি অসমসাহসী
লবণ-বিক্রমে কর উপহাস ?

শত্রুঘ্ন। শত্রুঘ্ন আমার নাম শ্রীরাম অনুজ।
আসিয়াছি নিবারিতে দৈত্য-অত্যাচার।

লবণ। এতদিনে মন-আশা মিটিল আমার।
কিন্তু, কোথা তোর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণারি রাম ?
তা'রে আমি চাহি শাস্তি দিতে ; মাতুলে বধিয়া
মূর্খ ভাবিয়াছে মনে, তার সম বীর নাহি
ত্রিভুবনমাঝে ; তাই তোরে পাঠায়েছে

মহাবীর মধুর তনয় সাথে করিতে সমর!
কিন্তু, তোর অঙ্গে অস্ত্র হানি—
কলঙ্কিত করিব না হস্তদ্বয় মোর।
যারে ফিরিয়া মূর্খ অযোধ্যানগরে,
পাঠাইয়া দেরে তোর অগ্রজ শ্রীরামে।

শত্রুঘ্ন। বাখানি বীরত্ব তোর মধুর তনয়!
আপনারে ভাবি বীর তুলনাবিহীন
করিতেছ আস্ফালন মূর্খের সমান।
আগে সহ্য করবে পামর
অনুজের অস্ত্রের প্রহার,
তারপর অগ্রজের করিস সন্ধান।

লবণ। লজ্জা পাই তোর সাথে করিতে সংগ্রাম
শিরীষ কুসুম সম কোমল অঙ্গেতে
কেমনে সহিবি মূর্খ দানব-প্রহার?
ফিরে যারে অবোধ শত্রুঘ্ন,
হেরি তোরে স্নেহ জাগে অন্তরে আমার।

শত্রুঘ্ন। লুপ্ত করি স্নেহ-পারাবার, ধর্ অস্ত্র
মধুর তনয়! নতুবা রে মায়াবী দানব,
পদাঘাতে ভেঙ্গে দেবো বীরত্ব গরিমা।

লবণ। বুঝিলাম যম তোরে করেছে স্মরণ।
তবে আত্মরক্ষা কর্ ওরে ক্ষুদ্রমতি নর!

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ, শত্রুঘ্ন পশ্চাদপদ হইল, লবণ তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া গেল।]

শম্বুক আসিল।

শম্বুক। ওকি! রাজভ্রাতা শত্রুঘ্ন লবণের কাছে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করছে! কোথা যাও রাজভ্রাতা? ফের—ফের, প্রাণপণে যুদ্ধ কর। প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে সূর্য্যবংশ কলঙ্কিত ক'রো না। ওকি! তবুও ফিরলো না। না—না, আর নয়; এই অবসরে লবণকে আক্রমণ ক'রে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখতে হবে। যদি কোন সুযোগে জাঠাস্ত্র আনতে পারে, তাহ'লে আরো শক্তিমান হ'য়ে উঠবে। কোথা যাস—কোথায় পালাস মূর্খ দৈত্য, পশ্চাতে তোর মূর্ত্তিমান কাল।

লবণ আসিল।

লবণ। কাল না জঞ্জাল? হতভাগ্য শূদ্র! এসেছিস রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়াচারী হ'য়ে তোর জাতিকে ক্ষত্রিয়ের সম-মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে? যা—যা মূর্খ, তোর মত নীচবৃত্তিভোগীর সঙ্গে দৈত্যরাজ লবণ যুদ্ধ করে না।

শম্বুক। পিতা যার দৈত্য, মাতা যার রাক্ষসী, তার মুখে আভিজাত্য-গরিমা সাজে না রে অবোধ! তোর জন্মই তো রহস্যাবৃত। যা—যা, রাক্ষসীর গর্ভজাত সন্তান—তোর পিতা মধুর পুণ্যফলেই মানব-অরির সঙ্গে যুদ্ধ করবার সৌভাগ্য হয়েছে।

লবণ। মানব-অরির শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় ক্ষণপূর্ব্বেই তো হ'য়ে গেছে; তোদের ভগবান্ রামচন্দ্রের ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখ্। দৈত্যের একটা ক্ষীণ আঘাতও সহ্য করতে পারলে না, শৃগালের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে।

শম্বুক। রাজপ্রাসাদে বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত তরুণ—

দৈত্যের মায়া-যুদ্ধের কৌশল জানে না, তাই পরাজিত হ'য়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। কিন্তু, শূদ্ররাজ শম্বুক সে উপাদানে গড়া নয়। তোর সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন ক'রে ঐ উদ্ধত মস্তক ধূলায় লুটিয়ে দেবো। অস্ত্র ধর্ কাপুরুষ লবণ! সেদিন যাদুকরীর মায়ায় জীবন রক্ষা হয়েছিল, তাই তোর এত আস্ফালন। অস্ত্র ধর্ মরণাভিলাষী পতঙ্গ, আজ তোর সকল দম্ভের শেষ ক'রে দেবো।

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ— লবণের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল।]

শম্বুক। জয় রাম—জয় রাম! [লবণের শিরশ্ছেদে উদ্যত] না—না, নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করা বীরধর্ম্ম নয়। অস্ত্র ধর মূর্খ দৈত্য, সম্মুখ যুদ্ধে আমি তোকে বধ করবো।

লবণ। পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে আমি সজ্জিত নই, তাই আজ লবণের এই শোচনীয় পরাজয়। মুহূর্ত্ত অবসর দে রে শূদ্র! মাত্র আমার জাঠাস্ত্র আনবার অবসর দে, তারপর তোরা সকলে একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করিস!

শম্বুক। হা-হা-হা! কাপুরুষ! পলায়নের পথ অন্বেষণ করছিস? জাঠাস্ত্র আনবার ছলে পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করবি মায়াবী দৈত্য? আজ তোর সকল মায়ার অবসান ক'রে দেবো। অস্ত্র ধর্ মহাপাপি, আজ তোকে বধ ক'রে আমার জন্মভূমিকে নিরাপদ করবো।

লবণ। দেবাদিদেব শঙ্করের নামে আমি শপথ করছি শূদ্র, আমি পলায়ন করবো না, মাত্র এক মুহূর্ত্ত অবসর চাই; বিনিময়ে তোকে একটা রাজ্য জয় ক'রে দেবো।

শম্বুক। হা-হা-হা-হা। রাজ্যের লোভ শম্বুককে দেখাচ্ছিস নীচ দানব? শম্বুক আজ যে সম্পদের অধিকারী, তার তুলনায় একটা রাজ্য কেন—সহস্র সহস্র রাজ্যও তুচ্ছ। অস্ত্র ধর্ দৈত্য, যুদ্ধ কর্। হয় মৃত্যু দে, নয় মৃত্যু নিয়ে বীরধর্ম্ম প্রতিপালন কর্!

লবণ। তাই করবো শূদ্র, আমি সম্মুখ যুদ্ধই করবো; শুধু আমাকে জাঠাস্ত্র আনবার অবকাশ দে।

শম্বুক। বুঝেছি। তবে নিরস্ত্র অবস্থাতেই বধ করবো তোকে; অস্ত্রাঘাতে নয়—এই পদাঘাতে।

[লবণের মস্তকে পদাঘাত করিল, লবণ গর্জ্জিয়া উঠিল।]

লবণ। ওঃ—শঙ্কর! শঙ্কর! ক্ষমা ক'রো প্রভু—[অস্ত্র লইয়া] ধর্‌রে হীন শূদ্র, পদাঘাতের পুরস্কার— [উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ।]

এমন সময় পশ্চাত হইতে শত্রুঘ্ন আসিয়া
ধনুতে নারায়ণাস্ত্র জুড়িল।

শম্বুক। মেরো না—মেরো না ছোটরাজা, শত্রুকে গুপ্তহত্যা ক'রো না।

[শত্রুঘ্ন বাণ ছাড়িয়া দিলেন; বাণবিদ্ধ হইয়া লবণ
আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।]

শম্বুক। কি করলে ছোটরাজা? আজ আবার বালীবধের পুনরাভিনয় করলে তুমি এখানে?

শত্রুঘ্ন। নতুবা যে জাঠাস্ত্রের সম্মুখে সমস্ত সৈন্য ভস্ম হ'য়ে যায়।

শম্বুক। জাঠাস্ত্র ধরবার অবকাশ কি দিয়েছি আমি ওকে?

লবণ। ওঃ—ওরা শুধু কৌশলেই শত্রু বধ করতে জানে। আমি তো বহুদিন পূর্ব্বে বলেছি শূদ্র, [ধীরে ধীরে উঠিয়া] ঐ অভিজাত-সম্প্রদায় স্বার্থপর, ওরা জানে অপরের অর্জ্জিত জয়মাল্য কৌশলে নিজের গলায় পরতে। ওঃ, শঙ্কর—শঙ্কর, চরণে স্থান দাও—

[তরবারিতে ভর দিয়া প্রস্থান।

শম্বুক। সত্য বলেছ দানব, এই অভিজাত-সম্প্রদায় শুধু জানে

অপরের অর্জ্জিত গৌরব হরণ ক'রে নিজেরা গৌরবান্বিত হ'তে, অপরের বাহুবলে অর্জ্জিত জয়মাল্যে নিজেরা ভূষিত হ'তে।

শত্রুঘ্ন। বৃথা আক্ষেপ করছো শূদ্ররাজ? ওই দুরন্ত দানবকে বধ করা তোমার সাধ্য নয়—হয়তো তোমাকেই জীবন হারাতে হ'তো ওর অস্ত্রমুখে; তাই আমি নারায়ণাস্ত্রে ওকে বধ করলাম।

শম্বুক। ভয় নেই—ভয় নেই ছোটরাজা, লবণ-বধের গৌরব তোমারই। তোমারই জয়গান গাইতে গাইতে আমরা অযোধ্যায় ফিরবো। তোমার এই কাপুরুষোচিত লবণ-বধের কাহিনী আমি জনসমাজে প্রচার করবো না। বালীবধের পাপ শ্রীরামচন্দ্র সইতে পারেননি—পারবেনও না; আর তুমি এই গুপ্তহত্যার মহাপাপ সইবে কি ক'রে ছোটরাজা?

শত্রুঘ্ন। শত্রুকে কৌশলে বধ করা বীরধর্ম্ম, আমি নারায়ণাস্ত্রে লবণকে পশ্চাত হ'তে বধ করেছি কৌশলে—সে দুর্জ্জয় শত্রু ব'লে। এতে আমার কোন পাপ হয়নি।

শম্বুক। অন্তরাত্মাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা ক'রো না ছোটরাজা! কৌশলে যুদ্ধ জয় করা রাজনীতি বা যুদ্ধনীতি সম্মত, কিন্তু গুপ্তহত্যা কোন নীতিতে নেই। যাক্, আমার কি! আমি তো গৌরব-অর্জ্জন করতে আসিনি, এসেছিলুম জন্মভূমির শত্রু বিনাশ করতে; কাজ তো শেষ হ'য়ে গেছে। বধ যেই করুক, লবণ-দৈত্যের তো বিনাশ হয়েছে! চল ছোটরাজা, তোমার জয়গান করতে করতে অযোধ্যায় ফিরে যাই।

শত্রুঘ্ন। চল শূদ্ররাজ, মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে দৈত্যবধের সুসংবাদ জ্ঞাপন ক'রে আজ রাত্রেই অগ্রসর হবো অযোধ্যার পথে।

[প্রস্থান।

শম্বুক। তুমি তপোবনে যাও ছোটরাজা, আমি এখনি রওনা

হবো অযোধ্যার পথে। জন্মভূমির জন্য মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। জানি না সর্ব্বাণী মা আমার কত চিন্তা করছে; আমাকে যেতে হবে —আমাকে যেতে হবে। ঐ বুঝি মা আমাকে ডাকছে—অসীম কার্য্য আমার সম্মুখে—এখন আর অসার গৌরব-গাথা সংগ্রহ করবার অবসর নেই। তুচ্ছ লবণ-বধের জয়মাল্য নিয়ে কি হবে? আমি অর্জ্জন করবো ষড়রিপু-বধের জয়মাল্য—সেই মহারিপুকে বধ ক'রে আমি সংগ্রাম ঘোষণা করবো পরমাত্মার বিরুদ্ধে; পঞ্চবায়ুর নিষ্ক্রামণ-পথ রোধ ক'রে চালাবো ঘোরতর সংগ্রাম—সেই সংগ্রামের জয়মাল্য প'রে জগতের শ্রেষ্ঠতম গৌরব অর্জ্জন করবো।

গীতকণ্ঠে পুরুষকার আসিল।

গীত।

পুরুষকার।—

লভিবে যদি সে গৌরব-গাথা,
এস হে সাধক বীর।
ভকতি-বর্ম্মে আবরি ও কায়া
অস্ত্র লহ হে অশ্রুনীর ॥
জিনিবে যদি সে ষড়রিপুগণে,
পরমেশ-পদে বিলাও আপনে,
পঞ্চবায়ুরে রোধিয়া গোপনে
কর অভিযান ধীর ॥
পরাজিয়া সেই রিপু-দানবেরে,
স্মরণ করনা মহামানবেরে,
যুগের দেবতা আসিয়া এপারে
গ'ড়ে দেবে পথ মুক্তির ॥

[শম্বুকের হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যার প্রাসাদ-তোরণ।

উৎসবে মত্ত সীতা-সঙ্গিনীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

গীত।

সঙ্গিনীগণ।—

আজি রূপের আলোর ঢেউ খেলে যায় আয় না নাচি পথে।
সুরের মায়া ছড়িয়ে দিয়ে আয় নাচি একসাথে ॥
মনের রঙের আলপনাতে,
রাঙিয়ে দেনা এই প্রভাতে,
হাসির কুসুম ছড়িয়ে পথে আয় নাচি একসাথে ॥
আজি গাঁথলো সখি জয়ের মালা,
আসছে যে সেই আপনভোলা,
বিজয়ী-বীর বাড়িয়ে গলা পরবে মোদের হাতে ॥

শ্রীরামচন্দ্র আসিলেন।

শ্রীরাম। বন্ধ কর উৎসব-সঙ্গীত।

[সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

কে আছ কোথায় উৎসব-আনন্দে
রত পুরবাসিগণ, নির্ব্বাপিত কর দীপমালা।
মরে অযোধ্যার প্রজাকুল দুর্ভিক্ষ-পীড়নে—
আর পুরবাসী মত্ত সবে বিজয়-উৎসবে!

লক্ষ্মণ আসিল ।

লক্ষ্মণ । উৎসব-আনন্দ বন্ধ করিবারে
কেন দাদা দানিলে আদেশ ?

শ্রীরাম । রে লক্ষ্মণ, দেখ্ চেয়ে অযোধ্যার দশা ।
দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবনর্ত্তনে ধ্বংসপ্রায় সোনার নগরী,
বিন্দুবারি নাহি বর্ষে—দগ্ধ হ'লো খাদ্যশস্য
রবিখরতাপে, অকালে মরিছে শিশু,
যুবাবৃন্দ শক্তিহারা খাদ্যের অভাবে—
অযোধ্যার নরনারী আর্ত্তকণ্ঠে করিছে ক্রন্দন ।
বুঝি আমারই পাপে হয় হেন অঘটন,
সমস্ত জীবনব্যাপী যেই পাপ করেছি সঞ্চয়—
আজি একসাথে সুরু হ'লো প্রায়শ্চিত্ত তার ।

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণ আসিল ।

প্রজাগণ । খাদ্য দাও—খাদ্য দাও মহারাজ—

শ্রীরাম । দেখ্ রে লক্ষ্মণ, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার—

প্রজাগণ । খাদ্য দাও—খাদ্য দাও মহারাজ !
খাদ্য বিনা প্রজাকুল আকুল অন্তরে
আসিয়াছে তব ঠাঁই প্রতিকার আশে ।

শ্রীরাম । রে লক্ষ্মণ, হেরিতে পারি না এই দুর্দ্দশা বিষম—
ত্বরা কর প্রতিকার স্নেহের অনুজ !

লক্ষ্মণ । কি করিব প্রতিকার, কহ হে অগ্রজ ?
সঞ্চিত যা খাদ্যশস্য আছে গো ভাণ্ডারে—

বিতরিলে প্রজাবৃন্দে
পুরবাসী খাদ্যাভাবে হারাবে জীবন।

শ্রীরাম। পুরবাসী মরুক সকলে—নাহি খেদ,
নাহি দুঃখ তাহে, বিতরণ কর ভাই
প্রজাকুলমাঝে খাদ্যশস্য যা আছে সঞ্চিত।

লক্ষ্মণ। বিতরিলে খাদ্যশস্য প্রজাবৃন্দমাঝে
মাত্র একদিন কোনক্রমে মিটিবে অভাব।

সকলে। আমরা একদিনই খেতে চাই।

শ্রীরাম। রে সৌমিত্রি, বিলম্বের নাহি প্রয়োজন ?
দাও খাদ্যশস্য সঞ্চিত যা আছে।

লক্ষ্মণ। এস সবে ভাণ্ডার-সম্মুখে—
বিতরিব জনে জনে যা আছে সঞ্চিত।

প্রজাগণ। জয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের জয়।

[লক্ষ্মণসহ প্রজাগণের প্রস্থান।

শ্রীরাম। জয় ! মহাপাপী শ্রীরামের জয়গান
এখনো সাম্রাজ্যে ?

ছদ্মবেশী দুর্ভিক্ষ আসিল।

দুর্ভিক্ষ। খাদ্য দাও মহারাজ, খাদ্য ও পানীয় অভাবে
কণ্ঠাগত প্রাণ।

শ্রীরাম। [স্বগত] ওঃ—কি বীভৎস মূরতি ?
অস্থিচর্ম্মসার, বৃদ্ধ, লোল দেহ, চক্ষু যেন
প্রবিষ্ট গহ্বরে—ক্ষুধায় কাতর।
মনে হয়, গ্রাসিবে আমার অযোধ্যানগরী !

দুর্ভিক্ষ। নীরব কি হেতু রাজা ?
খাদ্য দাও মুমূর্ষু ব্রাহ্মণে।

শ্রীরাম। হে ব্রাহ্মণ ! বিতরিছে খাদ্যশস্য
অনুজ লক্ষ্মণ, যাও প্রভু ভাণ্ডার-সম্মুখে।

লক্ষ্মণ আসিল।

লক্ষ্মণ। খাদ্যশস্য হয়েছে নিঃশেষ দাদা !
বিতরণ করিয়াছি প্রজাবৃন্দমাঝে।

দুর্ভিক্ষ। উপায় কর হে মহারাজ !

শ্রীরাম। কি উপায় করিব ব্রাহ্মণ ?
নিঃশেষিত খাদ্যশস্য রাজভাণ্ডার হ'তে।

দুর্ভিক্ষ। তোমার সম্মুখে আজি খাদ্যাভাবে মরিবে ব্রাহ্মণ !

শ্রীরাম। তার পূর্ব্বে তেয়াগিব আপন জীবন।
ধর প্রভু, শ্রীরামের বক্ষরক্তে মিটাও পিপাসা,
হৃদপিণ্ড ল'য়ে তার করহ ভক্ষণ।

[লক্ষ্মণের কোষ হইতে তরবারি লইয়া আপন বক্ষে
বিদ্ধ করিতে গেলেন, লক্ষ্মণ ধরিলেন।]

লক্ষ্মণ। কর কি—কর কি দাদা—
হেরিয়া বীভৎস দৃশ্য দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের,
ঘটেছে কি মস্তিষ্কবিকার ?

শ্রীরাম। ছেড়ে দে রে স্নেহের অনুজ !
ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণের তৃপ্তির কারণ
যদি রাম ত্যজেরে জীবন,
অযোধ্যার ক্ষতি নাহি হবে।

দুর্ভিক্ষ। নাহি চাই তোমার জীবন,
খাদ্য দাও -খাদ্য দাও রাজা !

শ্রীরাম। রে লক্ষ্মণ, অযোধ্যার সভামাঝে মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ
আজি যদি খাদ্যাভাবে হারায় জীবন,
প্রজাবৃন্দ আত্মপরিজন সাথে মোর
ধ্বংস হ'য়ে যাবে অযোধ্যানগরী।

মৃতপুত্রক্রোড়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিলেন।

ব্রাহ্মণ। অকালে মরিল রাজা পুত্রধন মোর।
অনাহারে মৃতপ্রায় পুত্রের জননী—
শোকাতুরা ক্ষুধাতুরা ধূলায় লুটায়।
কহ রাজা, কোন্ পাপে মরে বিপ্রের কুমার ?

শ্রীরাম। কারও পাপ নহে হে ব্রাহ্মণ,
শ্রীরামের পাপে আজি হেন অঘটন।

লক্ষ্মণ। কোন পাপে নহ তুমি পাপী হে অগ্রজ !
মহাপাপী লক্ষ্মণ কারণ প্রভু, এ হেন ঘটন।
ত্যজ দাদা অনুজে তোমার,
সরযূসলিলে আমি তেয়াগিব প্রাণ,
শান্ত হবে দুর্ভিক্ষের বীভৎস তাণ্ডব।

শ্রীরাম। রে লক্ষ্মণ, একান্ত নির্ভরশীল শ্রীরাম-সেবক,
তোরই পুণ্যে আজও রাম ভ্রমে ধরামাঝে ;
তোরই পুণ্যে আজও জীয়ে পুরবাসী সবে,
তোরই পুণ্যে সীতা মোর অগ্নিশুদ্ধা হ'য়ে
আজও শোভে অযোধ্যার রাজপুরীমাঝে।

পুণ্যের আকর ভাই—শ্রীরামের অন্তরের নিধি,
পাপ স্পর্শ করেনি তোমায় !
সর্ব্বপাপে পাপী আমি—অনন্ত নারকী,
মোর ধ্বংসে শান্ত হবে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব-নর্ত্তন ।

মৌতাত আসিল ।

মৌতাত । অলীক কল্পনা তব শুন মহারাজ !
কোন পাপে তুমি নহ পাপী ।

শ্রীরাম । আমি যদি নহি পাপী মহান্ ব্রাহ্মণ,
কেন তবে অযোধ্যার প্রজাগণ সহিতেছে
দুর্ভিক্ষ-পীড়ন—অকালে বিপ্রের কুমার
হারায় জীবন ?

মৌতাত । তোমার রাজ্যের মাঝে ফিরে পাপ
অজ্ঞাতে তোমার, তাই হেন দুর্ভিক্ষ-পীড়ন ।

লক্ষ্মণ । কেবা সেই মহাপাপী—কহ হে ব্রাহ্মণ ?

মৌতাত । হেরিয়াছি নিজচক্ষে অযোধ্যার দক্ষিণাংশে
মহাপাপী শূদ্র বেদপাঠে বিপ্রের আচার সাধি
করে যজ্ঞ নানা উপচারে ।

লক্ষ্মণ । এই দণ্ডে দানহ আদেশ দাদা !
বিপ্রসহ যাই আমি শূদ্রে শাসিবারে ।

শ্রীরাম । শান্ত হও অনুজ লক্ষ্মণ ! কহ হে ব্রাহ্মণ,
কোথা ধাম, কিবা নাম তার ?

মৌতাত । বলেছি তো, অযোধ্যার দক্ষিণাংশে
বসতি তাহার, শুনিয়াছি নাম নাকি শম্বুক রাজন্ !

শ্রীরাম। [চমকিত হইয়া স্বগত] শম্বুক—শম্বুক !
তাই বুঝি নিশাযোগে শুনিয়াছি—
অতি ক্ষীণ স্বরে কে যেন ডাকিছে মোরে
কোথা প্রভু—কোথা হে শ্রীরাম,
দয়া কর—দয়া কর নীচ শম্বুকেরে—

মৌতাত। নীরব কি হেতু মহারাজ ?
শাস্তি নাহি দেবে সেই অনাচারী শূদ্রে ?

শ্রীরাম। হে ব্রাহ্মণ, নীচ চণ্ডাল অধম
ব্রাহ্মণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করি
যবে সাধিয়াছে ঘোর অনাচার,
শাস্তিয়া তাহারে নিবারিব দুর্ভিক্ষের
ঘোর অত্যাচার।
যাওরে লক্ষ্মণ, পুরীমাঝে রাখ
মৃত বিপ্রের কুমারে নারায়ণ-তৈলে সিক্ত করি,
বধিয়া সে ব্রহ্মচারী শূদ্রে
জীয়াইব বিপ্রের কুমারে। [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা শত্রুঘ্ন আসিল।

শত্রুঘ্ন। দাদা—[প্রণাম করিয়া] আশিসে তোমার
নারায়ণ-বাণে বধি দানব লবণে
আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।

শ্রীরাম। আনন্দ সংবাদ ভাই পাইয়াছি
গুপ্তচর মুখে, কিন্তু অযোধ্যা পতিত আজ
দুর্ভিক্ষ-পীড়নে, বন্ধ তাই উৎসব-আনন্দ,
খেদ তাহে নাহি কর স্নেহের অনুজ !

শত্রুঘ্ন । পালিয়াছি আদেশ তোমার,
ইথে মোর অপার আনন্দ ;
উৎসবের কিবা প্রয়োজন ?

শ্রীরাম । যাও ভাই পুরীমাঝে জননীর
বন্দিতে চরণ । যাবো আমি
অযোধ্যার দক্ষিণ নগরে ।

শত্রুঘ্ন । দাস হেথা রহিবে দাঁড়ায়ে,
আর তুমি যাবে দক্ষিণ নগরে ?

শ্রীরাম । তুমি ভাই পারিবে না
সে কার্য্য সাধিতে ।

শত্রুঘ্ন । কিবা হেন কার্য্য সুকঠিন—
যার তরে যাইবে শ্রীরাম নিজে ?

শ্রীরাম । মহাপাপী বিপ্রাচারী শূদ্র
করে যজ্ঞ বেদ উচ্চারণে, তাই আজি
অযোধ্যায় দুর্ভিক্ষ-পীড়ন । হের ভাই,
বিপ্রশিশু অকালেতে হারায় জীবন ।
তাই রে শত্রুঘ্ন, চলিয়াছি নিজে আমি—
শাস্তিতে শূদ্রেরে । চল হে ব্রাহ্মণ,
দেখাইয়া দেবে মোরে শম্বুক-ভবন ।

[প্রস্থনোদ্যত]

শত্রুঘ্ন । শম্বুক তাহার নাম দক্ষিণাংশে বাস ?
দাদা, শাস্তি দিবে কারে ?
দেশভক্ত আদর্শ সে বীর শূদ্ররাজ !
প্রাণপণে যুঝেছিল লবণের সাথে,

তাহারই কারণ জয়মাল্য পরিয়াছি
লবণেরে বধি ।

শ্রীরাম । তথাপি তাহারে রাম শাস্তিবে ভীষণ ।
ওরে প্রিয় শ্রীরাম-অনুজ, জান না কি—
সমাজের কঠিন শাসনে—
কতশত অনাঘ্রাত পবিত্র কুসুম
অকালে ঝরিয়া গেছে ধরণী হইতে !
অভিজাতপূর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত
অগ্নিকুণ্ডমাঝে, বসিয়াছি দগ্ধ হ'তে
সেই দাবানলে ।
ওরে, মানবের কোমল অন্তরে
কত যে ভকতি অর্ঘ রয়েছে সঞ্চিত,
কোনকালে দেখে না সমাজ ।
তার সে কঠিন শাস্তি অবিচারে মেনে
নিতে হবে যত নিরীহ মানবে ।
তাই আজি শাস্তি দানি ভক্তবীরে
নিষ্ঠুর আচারে—
সমাজের সাধিয়া কল্যাণ
হাসিমুখে মেখে নেবো অগ্নিসম দীর্ঘশ্বাস তার ।
যারে লক্ষ্মণ, নিয়ে যা ভাই বিপ্রের কুমারে—

[বিপ্রকুমারকে লইয়া লক্ষ্মণ চলিয়া গেল ।

যাও রে শত্রুঘ্ন বীর, বিপ্রদ্বয়ে ল'য়ে যাও
প্রাসাদ ভিতরে ।

[শত্রুঘ্ন দুর্ভিক্ষ ও মৃতকুমারের পিতাকে লইয়া প্রস্থান ।

এস হে সন্ধানী বিপ্র!
দেখাইয়া দাও মোরে সমাজ-অরিরে,
বধি তারে নিষ্ঠুর অন্তরে—
মর্য্যাদা বাড়াবো আমি সমাজশাসক
দুর্ব্বল এ ব্রাহ্মণ জাতির।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শম্বুকের গৃহ।

তুঙ্গভদ্রা পূজোপকরণ সজ্জিত করিতেছিল, গীতকণ্ঠে পুরুষকার শম্বুককে লইয়া আসিল, শম্বুক গৈরিকবাসে সজ্জিত হইয়াছিল।

গীত।

পুরুষকার।—

মুক্তির ডাক এসেছে তোমার, কর ত্বরা পূজা আয়োজন।
বাজাও শঙ্খ গভীর নিনাদে আসিছেন ভব নারায়ণ॥
সেজেছ যদি গো ত্যাগের সজ্জায়,
কিবা প্রয়োজন অসার মায়ায়;
মায়াতীত সেই নর-দেবতায়—কর না আত্মা নিবেদন॥

[প্রস্থান

শম্বুক। আমার মুক্তির ডাক এসেছে—আমার মুক্তির ডাক এসেছে। তুঙ্গভদ্রা! আনন্দ কর—আনন্দ কর। মা বলেছে আমার মুক্তির ডাক এসেছে, মুক্তিনাথ আমার দুয়ারে আসবেন আমাকে মুক্তি দিতে।

তুঙ্গভদ্রা। প্রভু!

শম্বুক। না—না, ভয় কি তুঙ্গভদ্রা? আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

তুঙ্গভদ্রা। তবে ওকথা বলছো কেন প্রভু?

শম্বুক। ও সর্ব্বাণী মায়ের কথা—আমার কথা তো নয়। আমি তো মুক্তির জন্য যজ্ঞক্রিয়া করছি না।

তুঙ্গভদ্রা। প্রতিক্ষণে আমার মনে হ'চ্ছে প্রভু, এ যজ্ঞক্রিয়ায় তোমার মঙ্গল হবে না; কাজ নেই প্রভু, শাস্ত্রের বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে এ যজ্ঞক্রিয়া সাধনে।

শম্বুক। তুমি কি উন্মাদ হয়েছ তুঙ্গভদ্রা! যজ্ঞের আয়োজন সুসম্পন্ন ক'রে আজ কয়দিন একান্ত মনে যজ্ঞ কর্‌ছি, ব্রতপূর্ণ হ'তে মাত্র আর একদিন অবশিষ্ট; আজ ব্রত ভঙ্গ ক'রে যজ্ঞ বন্ধ কর্‌বো?

তুঙ্গভদ্রা। যজ্ঞের প্রারম্ভেই যে অমঙ্গল-চিহ্ন পরিলক্ষিত হ'চ্ছে প্রভু! আজ কয়দিন থেকে আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হ'চ্ছে। তাই—

শম্বুক। তাই তুমি আমাকে যজ্ঞ বন্ধ করতে অনুরোধ করছো? কিন্তু, বল দেখি তুঙ্গভদ্রা, সত্যই যদি কোন অমঙ্গল সঙ্ঘটিত হয়, তা কি যজ্ঞ বন্ধ কর্‌লেই খণ্ডন কর্‌তে পারবো?

তুঙ্গভদ্রা। প্রভু—

শম্বুক। যাও তুঙ্গভদ্রা, একান্তে সেই মঙ্গলময় ভগবানের চরণে প্রাণের ব্যথা নিবেদন করগে; তিনিই সমস্ত অমঙ্গল দূর ক'রে দেবেন।

তুঙ্গভদ্রা। ওগো দেবাদিদেব করুণাময় ভগবান্, তুমি আমার সংসারের মঙ্গল কর প্রভু !

[প্রস্থান।

শম্বুক। হায় নারি, এখনো পার্থিব মায়ায় জড়ীভূত হ'য়ে সংসারের মঙ্গলকামনা করছো ? বুঝতে পারছো না—অচিরেই পারের কাণ্ডারী তোমার দুয়ারে এসে ডাক দেবেন ! [যজ্ঞবেদীর সম্মুখে বসিয়া] এস—এস ব্যথাহারী দীনের বন্ধু, যুগের অবতার, শম্বুকের ডাকে সাড়া দাও দয়াময় !

শ্রীরাম আসিল, কটিদেশে তার তরবারি।

শ্রীরাম। শম্বুক—

শম্বুক। এ্যা, করুণার প্রস্রবণ তুমি—ডাকিলে কি সত্য
প্রভু দীনের দুয়ারে আসি অকৃতি সন্তানে ?

শ্রীরাম। সত্যরে শম্বুক, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিনু—
শুদ্ধ তপোবনে একান্ত আবেগে তুমি
যেইক্ষণে ডাকিবে আমায়, সেইক্ষণে দিব দেখা
তোমার দুয়ারে আমি।

শম্বুক। এত দয়া—এতই করুণা এই পতিত সন্তানে ?

শ্রীরাম। পতিত নহরে তুমি ভকতপ্রধান,
উচ্চনীচ নাহি কিছু আমার সকাশে !
আমি চাই অন্তর সবার।
একান্ত আবেগে বৎস সমর্পণ ক'রেছ
অন্তর আমারে ; তাইতো ছুটিয়া এনু
দুয়ারে তোমার।

শম্বুক। ওগো যুগের দেবতা প্রভু ভগবান্,
এসেছ যদি গো এই দীনের দুয়ারে,
রাখ প্রভু পদদ্বয় হৃদিপদ্মে মোর,
শক্তিহীন জড়সম প'ড়ে আছি সংসার-কারায়—
ও চরণ পরশে পাবো শক্তি
তেয়াগিতে পার্থিব সম্পদ্।

শ্রীরাম। পার্থিব সম্পদে তুমি বহুকাল
ফেলেছ পশ্চাতে,
আত্মা তব পরিশুদ্ধ এবে।
বল রে শম্বুক, কিবা চাহ আমার সকাশে?

শম্বুক। চাহিবার কিবা আছে ওহে ভগবান্?
আকাঙ্ক্ষা তো রাখনি আমার;
সন্তানে করুণা তব অসীম অপার।

শ্রীরাম। চাহ না কি মোক্ষ তুমি আমার সকাশে?

শম্বুক। মোক্ষে হেরি নয়নসম্মুখে,
আর কিবা চাহিব শ্রীহরি?

শ্রীরাম। চাহ না কি বৈকুণ্ঠ-আবাস?

শম্বুক! বৈকুণ্ঠের নারায়ণে দেখেছি যখন,
বৈকুণ্ঠ-আবাসে মোর কিবা প্রয়োজন?

শ্রীরাম। চাহ না কি স্থূলদেহ ত্যজি
সূক্ষ্মদেহে পরপারে যেতে?

শম্বুক। দেহ আর নহে তো আমার!
আত্মা যবে সঁপেছি চরণে,
দেহ তরে কেন চিন্তা আর?

শ্রীরাম। কামনা নাহিক কিছু ব্রহ্মের সকাশে ?

শম্বুক। কামনারে দিয়েছি সমাধি। কামনা রহিত
আমি নিঃস্ব ধরামাঝে, মাত্র হেরি ওই
ভুবনমোহন রূপ নয়ন-ইন্দ্রিয় দিয়ে।

শ্রীরাম। ধন্য রে ভাবুক ভক্ত সাধকপ্রধান !
প্রকৃত নিষ্কাম সাধক তুই ধরামাঝে।

শম্বুক। দাঁড়াও—দাঁড়াও নয়নসম্মুখে মোর,
ক্ষুধাতুর পঞ্চেন্দ্রিয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্ত করি
দানিয়া সমাধি, তারপর লীন হ'য়ে যাবো
ওই চরণ-সরোজে।

শ্রীরাম। তবে আয়—আয় ওরে ভকত-প্রধান,
বক্ষস্পর্শে মিটাইয়া নেরে তোর
ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা— [শম্বুককে বক্ষে নিলেন।]

শম্বুক। [সানন্দে] আঃ—মিটে গেল ক্ষুধা মোর
মোক্ষের পরশে।

মৌতাত আসিল।

মৌতাত। এ কি বিসদৃশ আচরণ তব মহারাজ ?

শ্রীরাম। এঁ্যা—[যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি শম্বুককে বক্ষমুক্ত করিতে গেলেন ; শম্বুক কিন্তু ভাবাবেশে বক্ষে পড়িয়া রহিল।]

মৌতাত। শাস্তি দিতে অনাচারী শূদ্রে এসেছিল হেথা,
কিন্তু, একি তব আচরণ ক্ষত্রিয়-প্রধান !
আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে শূদ্রের সহিত
কেন সাধ সমাজের ঘোর অকল্যাণ ?

শ্রীরাম। সত্যকথা কহিয়াছ দ্বিজ, এসেছিনু
শাস্তিতে শূদ্রেরে। [জোর করিয়া শম্বুককে ছাড়াইয়া]
রে শম্বুক, কহ, কেন তুমি
কর যজ্ঞ বিপ্রের আচারে ?

শম্বুক। যজ্ঞেশ্বরে আনিবার তরে।

মৌতাত। শুনেছ তো মহারাজ! নীচের উত্তর ?

শ্রীরাম। শূদ্র হ'য়ে বিপ্রাচারে বেদপাঠে
যজ্ঞক্রিয়া সাধি—ঘটায়েছ ঘোর অকল্যাণ,
তাই আজি অকালে মরিছে শিশু,
অযোধ্যা-সাম্রাজ্য মাঝে তাণ্ডব নর্ত্তনে
ঘোরে তুর্ভিক্ষ-রাক্ষস।

শম্বুক। যাহা কিছু সাধিয়াছি তোমার ইচ্ছায়।
অযোধ্যার কল্যাণ বা অকল্যাণ,
সব কিছু ইচ্ছাময়, তোমারই রচনা।

মৌতাত। শোন রাজা স্পর্দ্ধার বচন।

শ্রীরাম। নাহি চিন্তা, শোন হে ব্রাহ্মণ!
এর তরে শাস্তিব ভীষণ।
শোনরে শম্বুক, রাজা আমি
তুষ্টের নাশক পুনঃ শিষ্টের পালক।
শূদ্র হ'য়ে করেছিস যজ্ঞ বিপ্রাচারে,
সেই হেতু শাস্তি দিব তোরে।

শম্বুক। শাস্তি কিম্বা শান্তি দেবে শাস্তির ছলায়
সব জান তুমি ওহে যজ্ঞেশ্বর হরি!

মৌতাত। শিরশ্ছেদ কর রাজা, ভণ্ড শূদ্র তপস্বীর।

শ্রীরাম । শিরোধার্য্য বচন তোমার ।
যাও হে ব্রাহ্মণ, প্রস্তুত রাখগে মোর
সারথিরে, শিরশ্ছেদ করিয়া শূদ্রের—
মুহূর্ত্তে চলিব মোরা অযোধ্যার পথে ।

মৌতাত । দেখো মহারাজ, যেন ভুলিও না শূদ্রের ছলায় ।

[প্রস্থান ।

শ্রীরাম । রে বিপ্রাচারী সমাজের বিপ্লবী শম্বুক !
মরণ নিকট তব—হও হে প্রস্তুত ।

শম্বুক । শম্বুকের কোথা সত্ত্বা হইতে প্রস্তুত ?
আমার যা কিছু 'ছল,
সকলি তো সমর্পণ করেছি ও পদে—
ভবক্ষুধা মিটিয়াছে বক্ষের পরশে,
দলিয়াছি রিপুদলে তোমার আশিসে,
আমিত্ব মিশায়ে দিছি পঞ্চবায়ু সাথে ;
তোমারই গঠিত দেহ দিয়েছি তোমায়—
মার কাট আপনারে, আমার কি ক্ষতি ?

শ্রীরাম । ওরে আত্মভোলা—ভকত-প্রধান,
জানি আমি নাশিলে তোমারে
কত ব্যথা বাজিবে আমায় ।
কিন্তু, কি করিব ! সমাজের কঠিন শাসনে
বাধ্য আমি বক্ষ পেতে নিতে এ আঘাত ।

শম্বুক । আগে যদি জানিত শম্বুক আত্মঘাতী হইবে শ্রীহরি
পরিহরি সর্ব্বমায়া সঁপিত না আত্মপ্রাণ
চরণে তোমার ; আপনার কর্ম্মফলে শাস্তি নিয়ে

সমাজের কাছে যুগ যুগ রহিত রৌরবে।
কিন্তু, কি করিব দয়াময়,
আমিত্ব তো নাহি পাবো ফিরে।

শ্রীরাম। ধরামাঝে এত ব্যথী নাহিক রামের কেহ।
ওরে শ্রীরাম-প্রেমিক, কেন তুই
পার্থিব সংসারে থাকি, সমাজনিয়ম লঙ্ঘি
যজ্ঞক্রিয়া সাধিলি অবোধ?

শম্বুক। মায়াময়, সকলি তো তোমার সাধনা!
বেদপাঠ যজ্ঞক্রিয়া সাধিয়াছ তুমি,
উপলক্ষ অকৃতি শম্বুক।
নহে, কি এমন পুণ্য করে নীচ শূদ্ররাজ—
যজ্ঞক্রিয়া সম্পূরণে আনি যজ্ঞেশ্বরে
পূর্ণাহুতি দিতে আপনারে?

শ্রীরাম। পরিপূর্ণ মীমাংসা এবার।
কেন আর বৃথা কালক্ষয়?
ভক্তরক্তে সিক্ত করি পুণ্য ধরাভূমি
ফিরে যাবো অভিজাত-পূরিত প্রাসাদে।
কোথা আছ মহাকাল ধ্বংসের দেবতা,
ধর প্রভু শ্রীরামের রক্তাঞ্জলি অঞ্জলি পূরিয়া।

[শম্বুক নতজানু হইয়া রামচন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিল, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিতে গেল; নেপথ্যে সর্ব্বাণী বলিল—"ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন মহারাজ!" শ্রীরামচন্দ্র তরবারি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।]

শম্বুক । জয় রাম ! ওঃ— [ঢলিয়া পড়িল]

সর্ব্বাণী দ্রুত আসিল ।

সর্ব্বাণী । কি করিলে মহারাজ ?

শ্রীরাম । ওঃ, এত তপ্ত এত গাঢ় ভক্তের শোণিত !
ঐ বুঝি রক্ত হ'তে বাহিরিয়া অভিশাপ
গ্রাসিতে আসিছে মোরে করাল ব্যাদানে।
চারিদিকে—চারিদিকে রক্তস্রোত বহে
অবিরাম, আকাশের কোল হ'তে রক্ত-বারি
বুঝি সিক্ত করে শ্রীরামের দেহ।
ওহো, সহিতে পারি না আর শোণিতের ধারা।
[প্রস্থানোদ্যত]

তুঙ্গভদ্রা আসিল ।

তুঙ্গভদ্রা । কোথা যাও স্বামিহন্তা ?
নিষ্ঠুর অন্তরে নাশি পতিরে আমার—
চ'লে যাবে নিরাপদে অযোধ্যা-প্রাসাদে ?

শম্বুক । [জড়িত কণ্ঠে] তুঙ্গ-ভ-দ্রা—তুঙ্গ-ভ-দ্রা—

তুঙ্গভদ্রা । বাধা তুমি দিও না গো দেবতা আমার !
জীবনে আজিকে প্রথম অবাধ্য তোমার !
শোন হে নিষ্ঠুর রাম অযোধ্যা-ঈশ্বর !
বিনা দোষে আজি তুমি নাশিয়াছ পতিরে আমার !
শোকাশ্রু বহায়ে দিয়ে সতীর নয়নে
কেড়ে নিলে জীবনের দেবতারে তার।
সবলে আঘাত দিয়ে মর্ম্মের দুয়ারে

ভেঙ্গে দিলে সাধনা তাহার,
প্রতিফলে ধর রাম শির পেতে
পতিহারা বিধবার মর্ম্মছেঁড়া তীব্র অভিশাপ।

শম্বুক। তুঙ্গ-ভদ্রা—তুঙ্গ-ভদ্রা—

[উঠিতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বাণী ধরিয়া বসাইল।]

তুঙ্গভদ্রা। আজি তুমি যেইমত পতিশোকে
কাঁদালে আমায়, সেইমত তোমারও
অশ্রুজলে তিতিবে মেদিনী,
পত্নীতরে হাহাকারে ভরাবে মেদিনী।

শম্বুক। ভগ-বান্! তুঙ্গ-ভ-দ্রা—ভ-গ-বা-ন্—

তুঙ্গভদ্রা। সেই হেতু ভগবানে দিনু অভিশাপ।
শোকের সাগরে ডুবি বুঝিবে হে ভগবান্
প্রিয়হীন মর্ম্মজ্বালা কতই ভীষণ।

শ্রীরাম। অভিশাপ নহে মাতা, আশীর্ব্বাদ তব।
তোমারই শ্রীমুখ-নিসৃতবাণী সার্থক করিবে
সেথা—মহাকবি বাল্মীকির অমিয় লেখনী।
[নতজানু হইয়া তুঙ্গভদ্রার সম্মুখে বসিয়া]
আশীর্ব্বাদ কর মাগো, যেন দৃঢ়চিত্তে
সফল করিতে পারি অভিশাপ তব।
" [উঠিয়া] ধন্য হে ভাবুক কবি কল্পনা তোমার,
ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সীতানির্ব্বাসন পর্ব্ব
ধীরে ধীরে হয় অগ্রসর। [প্রস্থান।

শম্বুক। কি ক-রি-লে তু-ঙ্গ-ভ-দ্রা—না-রা-য়-ণে-
অ-ভি-শা-প দা-নি ন-র-কে মজি-লে?

সর্ব্বাণী । মায়ের কি অপরাধ পিতা ?
নিয়তি আপনি বসি জননীর কণ্ঠে
উচ্চারিলা অভিশাপ-বাণী ।

শম্বুক । চল-মা স-র্ব্বা-ণী, নি য়ে চল-সর-যূর তী-রে
অ-র্দ্ধ দে-হ ডুবা-ই-য়া স-র-যূ—
স লি-লে ক-র্ণে দি-বি শ্রী-হরি-র না ম ।

তুঙ্গভদ্রা । স্বামি ! [বক্ষে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল ।]

শম্বুক । মায়া-ত্যা-গী হ-ও তুঙ্গ-ভ-দ্রা,
পতি-রে তো-মা-র ডুবা-য়ো না অ-ন স্থ-রো-র-বে ।

তুঙ্গভদ্রা । না—না প্রভু, আর আমি কাঁদিব না
তব মহাপ্রস্থানের ক্ষণে !

শম্বুক । চ-ল স-হ-ধ-র্ম্মিণী আ-মা-র,
ধ-র্ম্ম কার্য্যে হও গো স-হা-য়—

[সর্ব্বাণী ও তুঙ্গভদ্রা শম্বুককে তুলিয়া লইয়া যাইতেছিল ।]

সর্ব্বাণী । তবে যাও গো ভাবুক ভক্ত শ্রীরাম-প্রেমিক !
তব এই মহাপ্রস্থানের গাথা—
শোকচিহ্ন এঁকে দিলে যুগের বক্ষেতে ।
যাও বীর, স্বরগের দেবতা সকল
অপেক্ষিছে জয়মাল্যকরে ।
এ যুগের মহারণে জয়ী হ'য়ে চ'লে যাও
অমরার পুরে ; তোমার এ কীর্ত্তিগাথা
অক্ষয় অমর হ'য়ে রহিল ধরায় ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার অন্তঃপুরস্থ শ্রীরামের শয়ন-কক্ষ।

চিন্তামগ্না সীতা আসিল।

সীতা। শুনিলাম শূদ্রে শাসি রঘুমণি
ফিরেছেন পুরে। কিন্তু, কেন নাহি আসে
অন্তঃপুরে! নাহি জানি কোন্ পাপে ধ্বংস হ'লো
অযোধ্যানগরী দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব-নর্ত্তনে।
সেই হেতু পতি মোর ভ্রাতাগণসহ
দিবারাতি ঘোরে পথে পথে—
নিবারিতে দুর্ভিক্ষের ক্লেশ।

শ্রীরাম আসিলেন।

শ্রীরাম। সীতা—

সীতা! এস প্রভু! শুনিলাম—প্রভাতে এসেছ
তুমি শূদ্রেরে শাসিয়া—
সারাদিন কেন নাহি হেরিনু চরণ?

শ্রীরাম। শ্রীরামের অবসর কোথা প্রিয়ে লভিতে বিশ্রাম?
রাজকার্য্যে কেটে যায় সমস্ত দিবস।
সীতা, বনবাসে ছিনু সুখে মোরা—
ছিল নাকো কোন চিন্তা কোনই অভাব।
আদর্শ সেবক ভাই লক্ষ্মণ সুধীর
যোগাইত বনফল ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে,

অঞ্জলি পূরিয়া পান করি ঝরণার সুস্বাদু পানীয়
তৃণশয্যাপরে কাটিত রজনী।
মনে হয়, স্বর্গসুখে যাপিতাম কাল।
আজ প্রিয়ে, বসিয়া কণ্টকভরা রাজসিংহাসনে
চ'লে গেছে জীবনের সুখশান্তি মোর।

সীতা। শুধু জীবনের শান্তি তরে নহে প্রভু
মানব-জীবন। রাজা তুমি, ইক্ষ্বাকুকুলের
গৌরবের নিধি, সমব্যথী হ'য়ে প্রজানুরঞ্জন,
শাসন, পালন প্রভু, কর্ত্তব্য তোমার।

শ্রীরাম। জানি প্রিয়ে, প্রজানুরঞ্জন তরে অকাতরে
দানিতে হইতে মোরে বক্ষের শোণিত।
জান না গো জনক-দুহিতা, প্রজার মঙ্গল তরে
শির পাতি এনেছি কি তীব্র অভিশাপ!

সীতা। [চমকিয়া উঠিল] কার অভিশাপ প্রিয়, এনেছ বহিয়া?

শ্রীরাম। শূদ্রাণী সে তুঙ্গভদ্রা অভিশাপ দিয়েছে আমায়—
পত্নী তরে হাহাকারে ভরাবো মেদিনী।

সীতা। নীচ শূদ্রপত্নী অবিচারে অভিশাপ
দিয়েছে তোমায়, তার তরে কেন চিন্তা প্রভু!

শ্রীরাম। সামান্যা নহেক সেই শূদ্রাণী কামিনী!
পতি তার শ্রীরাম-প্রেমিক আদর্শ সাধক
করেছিল মহাযজ্ঞ আমারে লভিতে,
সেই হেতু সমাজের কঠিন নিয়মে
শিরশ্ছেদ করিনু শূদ্রের। ওঃ—এখনো
শিহরে কায় সে দৃশ্য স্মরণে।

সীতা । তারপর কিবা হ'লো শূদ্রেরে বিনাশি ?

শ্রীরাম । জয় রাম উচ্চারিয়া মহাভক্ত শূদ্ররাজ
ধরাবক্ষে লুটিয়া পড়িল ; সেইক্ষণে মনে হ'লো
সীতা, যেন শূদ্ররক্ত হ'তে সমুত্থিত হ'য়ে
এক তীব্র অভিশাপ এলো ধেয়ে গ্রাসিতে আমায় ।
চক্ষু মুদি যেই আমি পলায়নে হবো অগ্রসর,
পথরোধ করিল শূদ্রাণী—
হেরিয়া পতির দশা দিল অভিশাপ—
[বলিতে পারিলেন না, বক্ষদেশ চাপিয়া ধরিলেন]

সীতা । বল প্রভু, কিবা দিল অভিশাপ শূদ্রের ঘরণী ?

শ্রীরাম । দিলা অভিশাপ সেই পতিহারা সতী তুঙ্গভদ্রা,
অচিরে হারায়ে তুমি আপন পত্নীরে
মোর সম হাহাকারে ভরাবে মেদিনী ।

সীতা । রঘুনাথ—

[নেপথ্যে কে যেন গাহিল ।]

গীত ।

সীতারে হারাবে শোন ওগো রঘুমণি—

শ্রীরাম । কে গাহিল ভবিষ্যৎ-বাণী—

সীতা । নাথ—

[নেপথ্যে পুনরায় গাহিল ।]

গীত ।

সীতারে হারাবে শোন ওগো রঘুমণি—

শ্রীরাম । পুনঃ সেই অকল্যাণ-সুর—

সীতা। প্রভু!

[নেপথ্যে পুনরায় পূর্ব্বগীত শোনা গেল।]

শ্রীরাম। কোথা হ'তে আসে সুর প্রাসাদ ভিতরে?

[উন্মত্তবৎ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।]

লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! কোথারে লক্ষ্মণ—
অন্বেষণ কর ত্বরা কোথা হ'তে ভেসে আসে সুর—

সীতা। কোথায় দেবর? বুঝি নিদ্রামগ্ন আপন
প্রকোষ্ঠে। অপেক্ষায় রহ প্রভু,
আমি দেখি অন্বেষিয়া—কেবা ও গায়িকা।

[প্রস্থান।

[শ্রীরাম অধীরভাবে পদচারণা করিতে লাগিল।]

শ্রীরাম। কে গাহিল ভবিষ্যৎ-বাণী?
কে তুলিল সুরের ঝঙ্কার
সহস্র প্রহরীঘেরা রাজ-অন্তঃপুরে?
কেবা এলো অজ্ঞাতে সবার! সত্যই কি
হারাইতে হবে মোর চিন্ময়ী সীতারে?

গীতকণ্ঠে ভক্তি আসিল।

গীত।

ভক্তি।—

সীতারে হারাবে, শোন ওগো রঘুমণি।
সতীকুল অভিশাপে মজিলে আপনি॥
ধরণীর ব্যথারাশি
দু'হাতে কুড়ালে আসি,
নয়নের জলে তব তিতিবে মেদিনী॥

শ্রীরাম । কে তুমি গো বিদ্যুৎবরণি,
সবার অজ্ঞাতে আসি শ্রীরামভবনে
গাহিতেছ শ্রীরামের ভবিষ্যৎ-গাথা ?

ভক্তি । আমি মহাকবির অন্তরের লীলাময়ী ভাব ।

শ্রীরাম । মিথ্যাকথা, শূদ্ররাজ গৃহে তুমি পালিতা সুন্দরী ;
আসিয়াছ প্রতিশোধ আশে এই শ্রীরামভবনে ;

ভক্তি । ধরার মায়ার ঘোরে আচ্ছন্ন শ্রীরাম,
নাহি চেন কেবা আমি তোমার সম্মুখে ?

শ্রীরাম । কে তুমি গো লীলাময়ি,
অমিয় মধুর ভাষে সম্বোধিলে মোরে ?

ভক্তি । আমি থাকি সবার অন্তরে !
শম্বুকের অন্তরেতে ছিনু আমি,
তাই সুপ্ত বিবেক তাহার চিনেছিল
ব্রহ্ম ভগবানে ; কবির অন্তরে আমি
করি বিচরণ, তাই সে ভাবুক কবি
লিখিয়াছে মহাকাব্য মধু রামায়ণ ।
আসিয়াছি তব পুরে লইতে সীতায়—

শ্রীরাম । নিয়ে যাবে সীতারে আমার !

ভক্তি । সীতা আর নহেতো তোমার,
কবির মানসকন্যা ; চলিবে অরণ্যে—
বনদেবীরূপে সেথা করিতে বিহার ।

শ্রীরাম । শ্রীরামে কাঁদাতে এলে কে তুমি
পাষাণি ? স্পষ্টভাষে দেহ পরিচয় ।

ভক্তি । ভুলিয়াছ যবে তুমি আপন মায়ায়

কিবা দিব পরিচয় ?
সংসার সুপথে যায় আমারই চালনে ;
এই মোর সত্য পরিচয়।

শ্রীরাম। তবে তুমি—তুমি—

ভক্তি। আমি ভক্তি, শুন হে শ্রীরাম !

[দ্রুত প্রস্থান।

শ্রীরাম। ভক্তি—ভক্তি, শ্রীরামের চিরারাধ্যা দেবী ?
মা ! মা ! কোথায় লুকালে ?
দেখা দিয়ে ব'লে যাও, কতদিন
এইভাবে কাঁদিবে শ্রীরাম ?

সীতা আসিল।

সীতা। কাহারে না হেরি প্রভু অন্তঃপুরমাঝে !
এ কি হ'লো ! শুনিলাম স্পষ্ট সুর ধ্বনিত
প্রাসাদে, কিন্তু অন্বেষণে না মিলিল
সন্ধান তাহার।

শ্রীরাম। সন্ধানের নাহি প্রয়োজন।
দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল অন্তর দোঁহ র,
হয়তো বা সেই হেতু
প্রাসাদের প্রতিধ্বনি শুনি
ভেবেছিনু অঙ্গল-সুর।

সীতা। মঙ্গলময়ীর পদে প্রার্থনা আমার—
সত্য হোক্ অনুমান তব।
কিন্তু প্রভু, আতঙ্কে কাঁপিছে সদা

অন্তর আমার। প্রতিক্ষণে মনে হয়—
বুঝি এত সুখ সহিবে না সীতার অদৃষ্টে।

শ্রীরাম। চিন্তা কিবা সুবদনি, যবে আছি
আমি পার্শ্বেতে তোমার।
যাও প্রিয়ে আপনার কক্ষে,
নির্জ্জনে ক্ষণেক আমি লভিব বিশ্রাম।

সীতা। রাজ্যের মঙ্গল তরে করেছি মানস—
যাবো আমি তপোবনে জগতের হিতকামী
ঋষিদের নিতে আশীর্ব্বাদ।
অনুমতি দাও প্রিয়তম!

শ্রীরাম। প্রভাতে লক্ষ্মণ সাথে যেও রাণি,
আশীর্ব্বাদ নিতে। যাও এবে—
বিশ্রামের দেহ অবসর।

সীতা। নিদ্রা যাও সীতার আরাধ্য দেব,
প্রণমিব প্রভাতে আসিয়া।

শ্রীরাম। নিদ্রা—শ্রীরামেরে ত্যজিয়াছে নিদ্রাদেবী,
চিরজাগরণ-ব্রত সম্বল তাহার।

[শয়ন করিলেন, একটা সুর ভাসিয়া আসিল ;
শ্রীরাম ঘুমাইয়া পড়িলেন।]

স্বপ্নের আবির্ভাব।

গীত।

স্বপ্ন।—

ঘুমাও শ্রীরাম সুপ্ত রজনী লুপ্ত করিয়া চেতনা!
ক্ষণিক তোমারে দিব অবসর ভুলিতে অসার ভাবনা॥

কাঁদাইতে তোমা জাগাবো এখনি,
সুখে না কাটিবে এ মধু রজনী ;
দুখের সাগরে ডুবি গুণমণি চিনিবে আপনে আপনা ॥
ত্যজ গো অসার ভাবনা—
ত্যজ গো অসার ভাবনা—
ত্যজ গো অসার ভাবনা ॥

[দূত প্রস্থান।

[স্বপ্নোত্থিত শ্রীরাম সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল।]

শ্রীরাম। রক্ত—রক্ত—রক্তস্রোতে প্লাবিত
করিল মোরে। ঐ বুঝি শম্বুকের
উষ্ণরক্ত শ্রাবণের ধারা সম বরষে চৌদিকে,
উষ্ণরক্তে পুড়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ আমার।

[পলায়নোদ্যত হইলে যেন বাধা প্রাপ্ত হইলেন।]

ঐ—ঐ শূদ্রাণীর তীব্র অভিশাপ
বিকট আকারে করাল ব্যাদান মেলি
আসিতেছে গ্রাসিতে আমারে।
ঐ যে শম্বুকের ছিন্নমুণ্ড অট্টহাস্যে
ভুবন কাঁপায়। কে আছ কোথায় ?
ত্বরা এস রক্ষিতে আমায় !

দ্রুত দুর্ম্মুখ আসিল।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ !

শ্রীরাম। এঁ্যা—কে? [চক্ষুমার্জ্জন করিলেন] ও—
দুর্ম্মুখ! কিবা হেতু মধ্যরাত্রে শ্রীরামসকাশে ?
আছে কোন গোপনীয় কথা ?

দুর্ম্মুখ। আছে প্রভু গোপন বারতা।
বৃথাই কি মধ্যরাত্রে আসিয়াছে দাস
প্রভুর বিশ্রামে দানিবারে বাধা ?

শ্রীরাম। বল রে দুর্ম্মুখ, কিবা হেন গোপন বারতা
যার লাগি মধ্যরাত্রে গোপনে এসেছ তুমি
শয়ন-মন্দিরে ?

দুর্ম্মুখ। ক্ষম অপরাধ প্রভু ! যেই তিক্ত আলোচনা
শুনিলাম প্রজাবৃন্দমাঝে, উচ্চারিতে সেই
ভাষা, সঙ্কুচিত রসনা আমার।

শ্রীরাম। সঙ্কোচের নাহি প্রয়োজন।
গুপ্তবার্ত্তা সন্ধানিতে নিয়োজিত তুমি,
যতই সে তিক্ত হোক গুপ্ত আলোচনা,
উচিত তোমার ব্যক্ত করিবারে
সেই গোপন বারতা।

দুর্ম্মুখ। সেই পাপ আলোচনা উচ্চারিলে প্রভু,
খ'সে যাবে রসনা আমার।

শ্রীরাম। গুপ্ত বার্ত্তাবহ তুমি, নাহি হবে কোন পাপ
ভাষা উচ্চারণে।
অকপটে বল্ রে দুর্ম্মুখ—
কিবা আলোচনা চলে প্রজাবৃন্দমাঝে ?

দুর্ম্মুখ। তবে অপরাধ নিও না আমার।
শুনিলাম আলোচনা প্রজার সমাজে
তুমি না কি মহাপাপী সমাজের নিয়ম লঙ্ঘিয়া।

শ্রীরাম। সমাজের কিবা রীতি করেছি লঙ্ঘন ?

দুর্ম্মুখ । ক্ষম প্রভু অপরাধ, উচ্চারিতে পারিব না
সেই পাপ-ভাষা ।

শ্রীরাম । প্রিয় ভৃত্য দুর্ম্মুখ সুধীর !
উৎকণ্ঠিত রেখো না আমায় । বল বৎস,
কোন্‌দিন করিয়াছি সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন ?

দুর্ম্মুখ । যেইদিন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছ সীতারে গ্রহণ ।

শ্রীরাম । কি কহিল ?

দুর্ম্মুখ । ক্ষম প্রভু, কহিছে সকলে—
চতুর্দ্দশ বর্ষ সীতা ছিল রক্ষগৃহে,
রাজা তারে করিয়া গ্রহণ
সাধিয়াছে সমাজের ঘোর অকল্যাণ ;
সেই হেতু সহে সবে দুর্ভিক্ষ-পীড়ন ।
কহিতেছে স্পষ্টভাষে—

শ্রীরাম । কিবা কহে স্পষ্টভাষে ?

দুর্ম্মুখ । কলঙ্কিনী জননী জানকী--

শ্রীরাম । রে দুর্ম্মুখ, মহাপাপী— [কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন ।]

দুর্ম্মুখ । কর হত্যা দয়াময়, দুর্ম্মুখ পাপীরে—

শ্রীরাম । [ছাড়িয়া দিয়া] না--না, তোর কিবা অপরাধ ?
প্রভুভক্ত প্রিয়ভৃত্য তুইরে আমার—
একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যসাধক,
দানিয়া সে গোপন বারতা
প্রজানুরঞ্জন কার্য্যে হয়েছ সহায় ।

দুর্ম্মুখ । প্রভু—

শ্রীরাম । [চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল ।] কিন্তু, রে দুর্ম্মুখ !

আমি জানি ভালমতে সূর্য্যসমা শুদ্ধা
সীতা মোর ; রাবণের গৃহ হ'তে উদ্ধারি
সীতায়---অগ্নির পরীক্ষা নিয়ে তবে তারে
করেছি গ্রহণ ; তথাপি সে প্রজাবৃন্দ
কহে কলঙ্কিনী ?

দুর্ম্মুখ। মহাপাপে ভরেছে সংসার,
ধ্বংস তার অনিবার্য্য। কিন্তু প্রভু,
সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপী আমি,
ঝরায়েছি অশ্রুধারা কমল-নয়নে—
স্নেহময় বক্ষে দিছি বজ্রের আঘাত।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু,
নিজ হস্তে উৎপাটিয়া এ পাপ রসনা
শাস্তি দিব আপনারে আমি। [প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীরাম। রে দুর্ম্মুখ, প্রিয় ভক্তবর !
আত্মহত্যা মহাপাপ না কর সাধন।
কোন পাপে নহ তুমি পাপী।
শ্রীরামের আত্মীয় বান্ধব মাঝে
অন্যতম তুই রে আমার।
শ্রীরামের কণ্ঠহার ধর পুরস্কার।
[কণ্ঠহার দিতে উদ্যত।]

দুর্ম্মুখ। না—না, এর চেয়ে পদাঘাতে নাশ প্রভু মোরে।
পুরস্কার কি দিবে আমারে ? যেই পুরস্কার
আমি দিয়েছি তোমায়, তার জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে
কর অনুভব। না—না, সহিবে না এ হেন

বিচার ; দৃঢ়হস্তে ধরিয়া কৃপাণ
নাশিয়া আসিব যত মাতার নিন্দকে—

[প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীরাম । [বাধা দিয়া] অধীর কি হেতু প্রিয় শ্রীরাম-সেবক ?
অস্ত্র দিয়ে শাসিবারে পার তুমি
নিরীহ প্রজারে, কিন্তু যেই কুৎসা রটেছে সীতার,
পারিবে না মূলোচ্ছেদ করিতে তাহার ।
যাও বৎস, প্রেরণ করহ এইদণ্ডে
প্রিয় লক্ষ্মণেরে ।

দুর্ম্মুখ । রামকার্য্যে বিকায়েছি সর্ব্বেন্দ্রিয় মোর,
বিচারের কিবা আছে আর !
ধন্য রে দুর্ম্মুখ, এতদিনে নাম তোর হইল সার্থক ।

[শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান ।

শ্রীরাম । বুঝিয়াছি সীতাবনবাস পর্ব্ব আরম্ভ এবার ।
সীতা—সীতা, শ্রীরামের হৃদি-বিলাসিনি,
আছ তুমি একান্ত নির্ভর করি শ্রীরামের 'পরে ;
আজ প্রিয়ে, নিয়তি-বিধানে ত্যজিতে হইবে
তোমা নিষ্ঠুর অন্তরে । শুনে যাও প্রিয়ে,
কোনদিন অবিশ্বাস নাহি করে
শ্রীরাম তোমারে । কিন্তু, কি করিব—
জ্বালাময় সিংহাসনে বসি সাজিয়াছি
সমাজ-শাসক, সেই সমাজের কঠিন বিধানে
প্রজানুরঞ্জন তরে ত্যজিব তোমারে ।
[চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল ।]

ত্রস্তে লক্ষ্মণ আসিল।

লক্ষ্মণ। কেন দাদা, নিশিযোগে স্মরণ করেছ দাসে ?
[শ্রীরামের চক্ষে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়া]
একি, কেন ঝরে দুনয়নে শ্রাবণের ধারা ?
কেবা দিল প্রাণে ব্যথা, কহ হে অগ্রজ ?

শ্রীরাম। রে লক্ষ্মণ, মহাকবি জানকীরে
করেছে স্মরণ।

লক্ষ্মণ। স্পষ্টভাষে কহ হে অগ্রজ,
কোন্ কবি জননীরে করিলা স্মরণ ?

শ্রীরাম। মহাকবি বাল্মীকি সুজন।

লক্ষ্মণ। কে আনিল এ হেন বারতা ? অনুমানি—
মহাকবি পাঠায়েছে শিষ্যে কোন
নিয়ে যেতে জানকী দেবীরে।

শ্রীরাম। আসিয়াছে আবাহন ভাসি বায়ুভরে।
শোন প্রিয়, ডাকে যেন অতি ক্ষীণ স্বরে,
এস—এস ওগো মানস-তনয়া,
এস মোর শুদ্ধ তপোবনে।

লক্ষ্মণ। আর্য্য ! একি তব মস্তিষ্কবিকার !
অনুমানি নিশাযোগে দেখেছ স্বপন—
ডাকিছে সে মহাকবি জানকী মায়েরে।

শ্রীরাম। নহে ভাই স্বপন কাহিনী !
সত্য কহি জানকীবর্জ্জন ক্ষণ হ'লো সমাগত।

লক্ষ্মণ। দাদা—[চমকিত হইলেন।]

শ্রীরাম। বার্ত্তাবহ এনেছে সংবাদ,
গুপ্তভাবে প্রজাগণ করে কানাকানি—
[কণ্ঠরুদ্ধ ও চক্ষু সজল হইল।]

লক্ষ্মণ। কিবা কহে প্রজাবৃন্দ সবে ?

শ্রীরাম। কলঙ্কিনী জানকী আমার।

লক্ষ্মণ। দাদা, কহ, কেবা দিল এ মিথ্যা বারতা ?

শ্রীরাম। গুপ্তচর দুর্ম্মুখ সুজন।

লক্ষ্মণ। তাই বুঝি মিথ্যাবাদী কাঁদায়ে শ্রীরামে
গিয়াছিলে আহ্বানিতে মোরে ?
কোথায় লুকাবে পাপী জানকী নিন্দিয়া ?
এইদণ্ডে মহাবাণে উড়াইয়া দেহ তার
ফেলে দেবো অযোধ্যা বাহিরে।
[প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীরাম। উত্তেজিত হ'য়ো না অনুজ !
নাহি কোন অপরাধ তার !
সত্য যাহা রটেছে নগরে, একান্ত বিশ্বাসী
ভৃত্য অকপটে মোর ঠাঁই করেছে জ্ঞাপন।

লক্ষ্মণ। হেন অসম্ভব বাণী প্রজাগণ
করে কানাকানি ?

শ্রীরাম। অসম্ভব কিছু নাহি ধরণীমাঝারে।
সমাজের শিরোমণি হ'য়ে
বসিয়াছি ধর্ম্মের আসনে—
রাখিতে মর্য্যাদা তার, মেনে নিতে হবে
মোরে সর্ব্বজনমত।

লক্ষ্মণ। অগ্নিশুদ্ধা জননীরে কহে সবে
বিশ্বাসঘাতিনী ?

শ্রীরাম। জনমত দেখে নাকো সত্য মিথ্যা কিছু।
অন্ধ ভাই মানবের সমাজ-নিয়ম—
অবিচারে হানে বজ্র নিরীহ মস্তকে !

লক্ষ্মণ। মিথ্যা এই জনমত মেনে নিতে হবে
দাদা, নির্ব্বোধ সমান ?

শ্রীরাম। বাধ্য তুমি মেনে নিতে প্রাণের লক্ষ্মণ !
সমাজের বিধি যদি করি রে লঙ্ঘন—
না চলিবে শাসন পালন ;
স্বেচ্ছাচারে পূরিবে অযোধ্যা !
সেই হেতু ওরে মোর স্নেহের অনুজ,
প্রজানুরঞ্জন-ব্রত করিতে পূরণ
নিজে আমি জানকীরে করিব বর্জ্জন।

লক্ষ্মণ। কি কহিলে নিষ্ঠুর শ্রীরাম !
জানকী মায়েরে তুমি বিনা দোষে
করিবে বর্জ্জন ! বুঝিলাম এতদিনে,
শত্রু তুমি মায়ের আমার !
অকারণ শাস্তিয়া তাঁহায়—চাহ তুমি সীতানাম
মুছে দিতে ধরাবক্ষ হ'তে।
কিন্তু, জান না কি পাষাণ দেবতা—
সূর্য্যবংশস্মৃতি আছে জননীর গর্ভে !

শ্রীরাম। সব জানি—সব জানি রে সৌমিত্রি !
কিন্তু, কি করিব ? অক্ষুণ্ণ রাখিতে মোর

প্রজানুরঞ্জন-ব্রত, বিসর্জ্জিতে
হবে ভাই সীতারে আমার।

লক্ষ্মণ। প্রজানুরঞ্জন—প্রজানুরঞ্জন—
প্রজানুরঞ্জন-ব্রতে আজি সীতা করিবে
বর্জ্জন, কাল তুমি ভিক্ষাপাত্রকরে
দ্বারে দ্বারে করিবে ভ্রমণ।

শ্রীরাম। তাই যদি ভবিতব্য হয়,
কি করিবি প্রাণের লক্ষ্মণ?
যাও ভাই, বিলম্ব ক'রো না—
নিশাযোগে সাজাইয়া রাখ রথযান,
প্রভাতে সীতারে ল'য়ে আরোহিয়া
যানে—রেখে এস বাল্মীকির বনে।

লক্ষ্মণ। জানি—জানি আমি ভালমতে
লক্ষ্মণে সাজাতে মাতৃহত্যা—ভ্রূণহত্যাকারী
ছলনাজড়িত তব এত আয়োজন।
না—না, পারিব না—পারিব না নিষ্ঠুর পাষাণ,
আজ্ঞা তব করিতে পালন। তার চেয়ে
ধরি শরাসন, নাশ তুমি অবাধ্য লক্ষ্মণে।

[পদতলে বসিলেন]

শ্রীরাম। অবাধ্য হ'য়ো না ভাই, অনুরোধ মোর;
তুমি বিনা রামের কর্ত্তব্যপথে হইতে সহায়
অন্যজন নাহি ধরামাঝে।

লক্ষ্মণ। সব জানি নিষ্ঠুর অগ্রজ!
কিন্তু, বল দেখি, কোন্ প্রাণে কহিব মায়েরে

শ্রীরাম ত্যজেছে তোমা নিষ্ঠুর অন্তরে ?
বলিব কেমনে, চল মাতা
বনবাসে ত্যজিয়া প্রাসাদ ?

শ্রীরাম। কহিতে হবে না তোমা নিষ্ঠুর বারতা।
কহিবে সীতায়—অনুমতি চেয়েছিলে
শ্রীরাম-সকাশে—যাবে তুমি তপোবনে
আশীর্ব্বাদ নিতে। তাই আমি আসিয়াছি
নিয়ে যেতে তোমা তপোবনমাঝে। তারপর—

লক্ষ্মণ। তারপর রথে তুলি জননীরে
রাখিয়া আসিব সেই
হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে ?

শ্রীরাম। নাহি ভয় প্রাণের লক্ষ্মণ,
মানস-তনয়া তরে অপেক্ষিছে
কবি সেথা অধীর পরাণে।

লক্ষ্মণ। যত কিছু কহিতেছ আশ্বাস বচন,
সব ছলা বুঝেছে লক্ষ্মণ।
একান্ত বিশ্বাসে মাতা আরোহিয়া রথে
আশীর্ব্বাদ নিতে যাবে লক্ষ্মণের সাথে,
আর মাতৃপাশে সাজি ঘোর বিশ্বাসঘাতক
কহিবে লক্ষ্মণ সেই তপোবনমাঝে—
রাম তোমা করেছে বর্জ্জন, তাই একাকী
ফিরিব আমি অযোধ্যা-প্রাসাদে,
কহ দেখি পাষাণ দেবতা,
হেন ভাষা শুনিলে জননী বাঁচিবে কি কভু ?

মাতৃঘাতী সাজায় লক্ষ্মণে কিবা শাস্তি
মিলিবে তোমার, জান তুমি নিষ্ঠুর শ্রীরাম ।

শ্রীরাম । তবে তুমি পালিবে না আদেশ আমার ?

লক্ষ্মণ । অবশ্য পালিতে হবে—যবে আমি
বিক্রীত চরণে । তবে ব'লে যাই স্পষ্টভাষে—
নহে সীতা সূর্যাবংশজাত, তাই তুমি
পরিহরি মায়া, অনায়াসে পারিলে বর্জ্জিতে ।
কিন্তু, হ'তো যদি অনুজ লক্ষ্মণ কিম্বা ভরত
শত্রুঘ্ন, কোনকালে পারিতে না করিতে বর্জ্জন ।

শ্রীরাম । শুনে যাও প্রাণের লক্ষ্মণ, প্রজানুরঞ্জন তরে—
আত্মীয় বান্ধব পুত্র কিম্বা ভ্রাতা
সব তেয়াগিতে পারে মহারাজ রাম ।

লক্ষ্মণ । তবে ধর তীব্র অভিশাপ ভৃত্য লক্ষ্মণের—
যেই আভিজাত্যতরে জানকীরে করিলে বর্জ্জন,
সেই রাজ-আভিজাত্য তোমা
একদিন অশ্রুর সাগর সৃজি
লক্ষ্মণেরে করাবে বর্জ্জন । [প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীরাম । লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! ফিরে নে—ফিরে নে
ভাই তীব্র অভিশাপ,
ভ্রাতৃশোক নিবারিতে পারিবে না রাম ।

লক্ষ্মণ । লক্ষ্মণে সাজালে যেমন বিশ্বাসঘাতক—
প্রতিশোধে লক্ষ্মণ সাজাবে তোমা
ভ্রাতৃঘাতী রাম ।

[প্রস্থান ।

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! চ'লে গেলি—চ'লে গেলি
অভিমানী, মাতৃশোকে দিয়ে গেলি তীব্র অভিশাপ।
হে কবি, দেখ তুমি অন্তর-নয়নে
তোমার অমর লেখা করিতে সফল
জগতের যত শাপ কুড়ায়ে মস্তকে—
রাম আজি সাজিয়াছে কাব্যের নায়ক!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

সীতার শয়ন-কক্ষ।

সীতা ও অলকানন্দানাম্নী একজন সঙ্গিনী আসিল।

সীতা। অলকানন্দা—অলকানন্দা!
দেখিলাম স্বপনের ঘোরে, যেন
জটাজুটমণ্ডিত তপস্বী এক ডাকিছে আমারে!
কহিতেছে ধীরে—বিলম্ব কি হেতু
ওরে জনকদুহিতা! ত্যজি মায়া রাঘবের
আয় চ'লে আশ্রমে আমার, আমি যেন
কহিনু তাঁহায়—পতি ত্যজি কেমনে যাইব?
স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত করিয়া বদন
কহিলেন তপস্বীপ্রধান—শ্রীরাম ত্যজিবে তোমা
নিষ্ঠুর হইয়া। আমি কাঁদিয়া উঠিনু শুনি
হেন অসম্ভব বাণী। সেইক্ষণে টুটে গেল
সুখনিদ্রা মোর।

অলকানন্দা। নিদ্রা যাও দেবি!　প্রভাতে যাইবে তুমি
তপোবনে, সেই চিন্তায় দেখেছ স্বপন।

সীতা।　নিদ্রা আর আসিবে না নয়নে আমার,
কণ্টকিত হয় হিয়া শয্যায় শয়নে।

অলকানন্দা। নিদ্রা যাও ফুলবেদীপরে—আমি
বসি পার্শ্বেতে তোমার—
ঘুমের সে আবাহনী গানে
আনিব টানিয়া দেবী ঘুমরাণীরে।

সীতা।　সেই ভাল—সেই ভাল, একাকী রহিতে
মোর বড় ভয় হয়।　গাহ গান সপ্তস্বরে মাতি,
আমি সখি ঘুমাইব ফুলবেদীপরে।

[ফুলবেদীপরে সীতা শয়ন করিল, অলকানন্দা গাহিল।]

গীত।

আয় ঘুম—আয় ঘুম—আয়লো ঘুমের রাণি।
(হেথা) ফুলের মধু বুকে নিয়ে ঘুমায় সীতারাণী॥
হাওয়ায় ভেসে আয়লো হেসে,
জড়িয়ে গলা ভালবেসে,
ফুলবেদীর 'পরে ব'সে বুলিয়ে দে না আঁচলখানি॥
ভোরের বাতাস আসছে ধীরে,
ঘুমের রাণী আয় না ফিরে,
প্রভাত পাখী ডাকলে পরে জাগবে ফুলরাণী!
আয়লো ঘুমরাণি—আয়লো ঘুমরাণি—আয়লো ঘুমরাণি॥

[সুর সপ্তমে মাতিয়া নীরব হইল, দূরে পাখীর কলরব শোনা
গেল ; সুর যেন কাঁদিয়া উঠিল।]

লক্ষ্মণ দ্বারে আসিল।

লক্ষ্মণ। দেবি—

[অলকানন্দা মৃদুস্বরে গাহিল।]

গীত।

জাগো গো জানকীরাণি।

লক্ষ্মণ। দেবি—

[অলকানন্দা পুনরায় সুর একটু চড়াইয়া গাহিল।]

গীত।

জাগো গো জানকীরাণি।

লক্ষ্মণ। দেবি—

[অলকানন্দা সুর চড়াইয়া গাহিল।]

গীত।

জাগো গো জানকীরাণি।

সীতা। এঁ্যা, কে—কে ডাকিল? [দেখিয়া]
দেবর লক্ষ্মণ! দূরে কেন স্নেহের দেবর?

লক্ষ্মণ। [নিকটে আসিয়া] প্রেরিলেন অগ্রজ আমারে-
চেয়েছিলে যেতে তুমি ঋষি-তপোবনে,
তাই দেবি—

সীতা। আসিয়াছ সঙ্গে করি নিয়ে যেতে
শুদ্ধ তপোবনে—ঋষিকুল আশীর্ব্বাদ নিতে?
[লক্ষ্মণ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।]
কিন্তু বৎস, নিশাযোগে দেখিয়া স্বপন

উৎকণ্ঠিত অন্তর আমার।
দেখিলাম স্বপনের ঘোরে—
যেন জটাজুটমণ্ডিত তপস্বী
তারস্বরে ডাকিছে আমায়—
"আয় ওরে তনয়া আমার,
তোরই আশে ব'সে আছি যুগ-যুগান্তর।"
বল প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ,
কেন হেন দেখিনু স্বপন ?

লক্ষ্মণ। [কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, ধীরে ধীরে বলিল।]
স্বপন কারণ দেবি, কেমনে জানিব ?

সীতা। কাজ নাই দেবর লক্ষ্মণ, আজ আর
তপোবনে গিয়ে—

লক্ষ্মণ। কিন্তু দেবি, অগ্রজ দিয়াছেন আদেশ
নিয়ে যেতে রথযানে আজই প্রভাতে।
প্রস্তুত করিয়া রথ আসিয়াছি আমি—
[আর বলিতে পারিলেন না।]

সীতা। একি বৎস, কেন তুমি বিষণ্ণ এমন ?
যেন অশ্রুরেখা অঙ্কিত নয়নে !
কি হয়েছে দেবর লক্ষ্মণ ?
কলহ হয়েছে বুঝি ঊর্মিলার সাথে ?
বড় দুষ্ট ভগিনী আমার—
তপোবনে যাইবার আগে শাসন করিব তারে
বিবিধ ভর্ৎসনায়। একি বৎস, অধোমুখে
তথাপি নীরব ? কি হয়েছে বল গো দেবর !

রঘুমণি কটুবাণী কয়েছে কি তোমা ?
[লক্ষ্মণ অধোমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না ।"]
তবে কেন নীরব এমন ? চারিদিকে হেরি
দুর্লক্ষণ, প্রভাত-সমীর যেন কাঁদিয়া ফিরিছে,
চল প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ, রঘুনাথে জিজ্ঞাসিব
কারণ ইহার ।

লক্ষ্মণ । আছে আর্য্য শয়ন-মন্দিরে ।

সীতা । প্রভাতে কেন বা প্রভু শয়ন-মন্দিরে ?
বুঝিতে পারি না এর নিগূঢ় কারণ ।
তুমি আসিয়াছ মোরে নিয়ে যেতে
ঋষি-তপোবনে, রঘুমণি আছে শুয়ে
অলসশয্যায় । কহ ওগো ঊর্ম্মিলামোহন,
বিরূপ কি সীতানাথ জানকীর প্রতি ?
[লক্ষ্মণ চমকিত হইয়া আত্মসম্বরণ করিল ।]
একি, চমকিত হ'লে কি কারণ ?
অনুরোধ রাখ গো আমার—প্রকাশিয়া
কহ সত্য, নীরবতা কি হেতু তোমার ?

লক্ষ্মণ । স্বপন-কাহিনী তব চঞ্চল করেছে মোরে ।

সীতা । সেই হেতু আমিও চিন্তিত বৎস !
হেরি এই দুর্লক্ষণ তপোবনে কেমনে যাইব ?

লক্ষ্মণ । কিন্তু দেবি, অগ্রজের অনুমতি নিয়ে
প্রণমিয়া জ্যেষ্ঠের চরণে—প্রস্তুত করিয়া রথ,
আসিয়াছি তোমার সান্নিধ্যে,
ফিরে গিয়ে কি বলিব জ্যেষ্ঠের সমীপে ?

সীতা । বলিবে রাঘবে—দুঃস্বপ্ন দেখেছে সীতা
গত নিশাযোগে, তাই যাত্রা রহিল স্থগিত ।
[লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ।]
ইতস্ততঃ কি হেতু দেবর ?

লক্ষ্মণ । মাতা—[কণ্ঠরুদ্ধ হইল ।]

সীতা । বুঝিয়াছি, দুঃখিত হবেন প্রভু
নাহি গেলে তপোবনে নিতে আশীর্ব্বাদ—
তাই আছ আনত মস্তকে ?
চল বৎস, প্রণমিয়া রাঘবচরণে
রথযানে উঠিব এখনি ।

লক্ষ্মণ । আদেশ দিয়েছে আর্য্য—কেহ যেন
নাহি করে নিদ্রাভঙ্গ তাঁর ।

সীতা । তবে কেমনে লঙ্ঘিব বৎস, আদেশ তাঁহার ?
কিন্তু. না করিয়া পতিরেঁ প্রণাম,
কেমনে উঠিব রথে কহ গো দেবর ?

লক্ষ্মণ । পরিশ্রান্ত রঘুমণি করিছে বিশ্রাম,
তাই—

সীতা । ভাল, এই যদি আদেশ তাঁহার—
লঙ্ঘিব না সে আদেশ আবাহনি তাঁরে ।
তপোবন-সন্দর্শন শেষে ফিরে এসে
করিব প্রণাম । কহ গো দেবর,
সন্ধ্যাসমাগমে মোরা ফিরিব নিশ্চয় ?

লক্ষ্মণ । [নীরবে সম্মতি জানাইল কিন্তু ক্রন্দনবেগ রহিত
করিতে পারিলেন না ।]

সীতা । একি, পুনঃ কেন করিছ ক্রন্দন ?
[হাসিয়া] সুনিশ্চয় উর্ম্মিলা বলেছে তোমা
কটু কথা কোন । স্থির হও দেবর লক্ষ্মণ,
আশ্রম হইতে ফিরি সুনিশ্চয় করিব শাসন ।

লক্ষ্মণ । [আত্মসম্বরণ করিয়া] এস দেবি—

সীতা । চল বৎস, আরোহিয়া রথে
আনন্দে চলিব মোরা পুণ্য তপোবনে ।
তবে আসি ওগো প্রাণের দেবতা,
দূর হ'তে লহ প্রভু প্রণাম আমার ;
দূর হ'তে কর আশীর্ব্বাদ, যেন নিরাপদে
ফিরে এসে প্রণমিতে পারি তব রাতুল চরণে ।
[রামকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া] চল গো দেবর !

লক্ষ্মণ । অলকানন্দা, তুলে দিয়ে এস মায়ে
রথের উপরে—

অলকানন্দা । এস দেবি !

[সীতাকে লইয়া চলিয়া গেল ।

লক্ষ্মণ । দেখে যাও পূজ্যপাদ অগ্রজ আমার,
মিথ্যা আশ্বাসের ভাবে
ভুলাইয়া জানকী মায়েরে
লক্ষ্মণ তুলিল রথে বনবাস তরে ।

[প্রস্থান ।

রাম ছুটিয়া আসিল ।

শ্রীরাম । সীতা ! সীতা !—একি, চ'লে গেছে
মানসী-প্রতিমা ! লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ !

ফিরে আয় অনুজ আমার, ফিরাইয়া
নিয়ে আয় সীতারে আমার ।
[গম্ভীর নিনাদে কে যেন বলিল—সাবধান !]
কে—কে বারিল গম্ভীর নিনাদে ?
ও কি, আকাশের পথে কেবা ঐ পুরুষপ্রধান !
পূর্ব্বপুরুষ মোর মান্ধাতা মহান্ !
কি কহিছ, কলঙ্কিনী জনকদুহিতা ?
[পুনরায় সেই নিনাদ] ও কি, পুনঃ কেবা ঐ
রথে চড়ি শূন্যপথে হইল উদয় ?
মান্ধাতার যোগ্য পুত্র
দিলীপ মহান্ ? কি কহিছ ইঙ্গিতে আমায় ?
কলঙ্কিনী জানকী আমার ?
[পূর্ব্বোক্ত নিনাদ শোনা গেল]
কেবা ঐ অশ্বারোহী আসিল সম্মুখে ?
দিলীপের বীরপুত্র পূজ্যপাদ রঘু ?
কি কহিলে ? তব বংশ কলঙ্কিত
করেছে জানকী ?
[পূর্ব্বোক্ত নিনাদ ঘন ঘন উত্থিত হইতে লাগিল]
একি ! চারিদিক হ'তে লক্ষ কণ্ঠে
হতেছে ধ্বনিত কলঙ্কিনী সীতা
মোর মানসী-প্রতিমা ।
ওঃ, পারি না—পারি না শুনিতে
আর বজ্রের নিনাদ সম
সীতার কলঙ্কগাথা । [চক্ষু ঢাকিলেন ।]

[যেন সমস্ত স্তব্ধ হইল ।]

যাক্, চ'লে গেছে সীতানিন্দুকেরা ।
হে অন্তর্য্যামি ব্রহ্ম ভগবান্,
তুমি এর করিও বিচার ।
কত জ্বালা অন্তরে আমার,
সবই তো জান তুমি দয়াময় !
হে কবি, তোমার কাব্যের লেখা
করিতে সফল, শ্রীরাম পাঠালো তার
মানসী-প্রতিমা ; গর্ভে তার শ্রীরামের স্মৃতি ।
দেখো প্রভু, নিভে যেন নাহি যায়
সূর্য্যবংশ-দীপ । যদি কোনদিন
রামের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়,
ফিরে দিও গচ্ছিত রতন,
আমরণ ঋণী হ'য়ে ধরাবক্ষে রহিবে শ্রীরাম ।
হে কবি, অমর রচনা তব
চিরদিন অজ্ঞ নরে দেবে পরিচয়—
জগত চালিত কবি-কল্পনায় ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাল্মীকির তপোবন।

উল্লসিত বাল্মীকি আসিল।

বাল্মীকি। একি, কেন উড়ে ভৃঙ্গদল কুসুমের 'পরে?
পক্ষিগণ মধুস্বরে করিছে কূজন
মধুগন্ধে আমোদিত হয় তপোবন,
চারিদিকে উঠে যেন আবাহনী সুর,
উৎসব-আনন্দে ভরা হেরি দশদিশি।
কেন আজি উপজিল প্রাণে মোর
আনন্দ অপার?

ভক্তি আসিল।

ভক্তি। তপোবনে আসিবেন মানসতনয়া তব।

বাল্মীকি। একি হেরি নয়নসম্মুখে! [প্রণাম করিল]
বাল্মীকির অন্তরের আরাধ্যা জননি—
পুনঃ আজি দিলে দেখা অকৃতি সন্তানে?

ভক্তি। আসিছেন রচনার মানসী-প্রতিমা তব,
তাই আসিয়াছি দিতে শুভ সমাচার।

বাল্মীকি। সুপ্রভাত—সুপ্রভাত আজিকে আমার।
অন্তঃস্থিত ভাব মোর স্বরূপে আসিয়া
জানাইলা শুভ সমাচার। ধন্যরে বাল্মীকি,
সফল আজিকে তোর জীবনের

সকল সাধনা। অমৃত কাব্যের তোর
লীলাময়ী রাণী আসিছেন তপোবনে
বনদেবীরূপে, গর্ভে যার আছে
যোগে দেবের কুমারদ্বয়।
যাহাদের অমৃত-নিঃসৃত সুর প্রচারিবে
ধরামাঝে—মহাগ্রন্থ রামায়ণ-গান।

ভক্তি। আসি তবে কবিবর! আসে হোথা
শ্রীরামের সীতা একান্ত নির্ভরশীলা
দেবর লক্ষ্মণের 'পরে! আসে বালা তপোবনে,
এখনি শুনাবে তারে ত্যজিয়াছে রাম।
বৃন্তচ্যুত লতাসম লুটাবে
ধরায় সীতা শুনি সে বারতা। তাই ঋষি,
যেতে হবে স্নেহস্পর্শ দানি সঞ্জীবিত
করিবারে কাব্যরাণী মানসী সীতারে।

বাল্মীকি। স্নেহময়ি! স্নেহ তব অনন্ত অপার।
তবে আমিও চলিনু দেবি, উৎসবের
আয়োজন তরে; ঋষিকন্যাগণে
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান লাগি করিয়া প্রেরণ
আসিব এখনি পুনঃ সাদরে তুলিয়া
নিতে সীতারে আমার। [প্রস্থান।

ভক্তি। অপার আনন্দস্রোত বহে আজি
কবির অন্তরে। ঐ আসে কাব্যের নায়িকা
দেবর লক্ষ্মণ সাথে—

[প্রস্থান।

সীতা ও লক্ষ্মণ আসিল।

সীতা। রথোপরে রহ গো দেবর,
প্রণমিয়া ঋষিগণে আশীর্ব্বাদ নিয়ে
আমি ফিরিব এখনি।

লক্ষ্মণ। যাও দেবি, আশ্রম ভিতরে ;
এখনি ফিরিব আমি অযোধ্যানগরে।

সীতা। তুমি যাবে গৃহে ফিরে না লইয়া মোরে ?

লক্ষ্মণ। [চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।] ক্ষম দেবি, অপরাধ
মোর : রঘুমণি দিয়াছেন আদেশ আমারে—
ত্যজি তোমা, একাকী ফিরিয়া যেতে
অযোধ্যা-প্রাসাদে।

সীতা। হেন অসম্ভব ভাষা কয়েছেন তিনি ?
না—না, উপহাস করিতেছ কাঁদাতে আমারে।

লক্ষ্মণ। সেবক কি কোনদিন করিয়াছে
উপহাস জননীর সাথে ?

সীতা। তবে—সত্য সত্য হেন ভাষা কহিয়াছে
সীতার দেবতা ? কেন গো দেবর,
কোন্ অপরাধে মোর এ হেন বিধান ? [ক্রন্দন]

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর জননী আমার !
পারিব না সেই ভাষা উচ্চারিতে তোমার সমীপে।

সীতা। না—না, বল—বল গো দেবর,
বজ্রশব্দ শোনায়েছ যবে, মস্তকে
ফেলিতে আর সঙ্কোচ কিসের ?

লক্ষ্মণ । না—না, পারিব না—পারিব না
হেন বাণী কহিতে তোমায়— [ক্রন্দন]
সীতা । [দৃঢ়স্বরে] কহিতে হইবে তোমা
শুন গো দেবর ! জানকী শুনিবে আজি
আপন শ্রবণে—কোন্ অপরাধে পতি করিলা বর্জ্জন।
লক্ষ্মণ । অপরাধ নাহিক তোমার।
প্রজানুরঞ্জন তরে রঘুমণি বর্জ্জন করেছে
তোমা অশ্রুজলে তিতি।
সীতা । [কাঁদিতে কাঁদিতে] প্রজানুরঞ্জন—প্রজানুরঞ্জন—
প্রজানুরঞ্জন তরে বর্জ্জন করিল মোরে
প্রজার পালক ! কি করিলে দেবর লক্ষ্মণ ?
কেন মোরে নিয়ে এলে ছলে ভুলাইয়া ?
নিজে আমি শুনিতাম পতির শ্রীমুখে—
কোন্ অপরাধে মোরে করিলা বর্জ্জন।
লক্ষ্মণ । তার তরে অভিশাপ দাও গো জননি,
যেন অযোধ্যায় ফিরিবার আগে
বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় পাপী লক্ষ্মণের।
সীতা । না—না, অপরাধ নাহিক তোমার।
অগ্রজের চির অনুগামী তুমি,
নিষ্ঠাচারে পালিয়াছ আদেশ তাঁহার।
কিন্তু, কহ ওগো লক্ষ্মণ সুধীর !
কিবা অপরাধ করিয়াছি প্রজার সমীপে ?
লক্ষ্মণ । ক্ষমা কর মাতা—হেন বাণী পারিব না
কহিতে তোমারে।

সীতা । যদি শ্রদ্ধাভরে কোনদিন ডেকে
থাক মা বলিয়া মোরে, তবে লঙ্ঘিও না
অনুরোধ মোর ।
বল্—বল্ ওরে সন্তান আমার,
প্রজাগণ কিবা কহে জানকী সম্বন্ধে ?

লক্ষ্মণ । লক্ষ্মণে ডোবাবে মাতা অনন্ত রৌরবে ?
তবে তাই হোক্, ডুবে থাক্ অকৃতি লক্ষ্মণ
যুগ যুগ অনন্ত নরকে । [দৃঢ়স্বরে] শোন মাতা,
প্রজাগণ করে কানাকানি—[বলিতে পারিতেছিল না ।]

সীতা । কিবা কানাকানি করে প্রজাগণ ?

লক্ষ্মণ । শ্রীরামের সীতা নাকি—[ইতস্ততঃ করিতেছিল ।]

সীতা । সীতা নাকি—

লক্ষ্মণ । চির কলঙ্কিনী—

সীতা । এঁ্যা—[মূর্চ্ছিতা হইলেন]

লক্ষ্মণ । চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্—অকৃতি লক্ষ্মণ,
দেবীসমা মাতা আজি ধূলায় লুটায় ।
ওরে মাতৃঘাতী মিথ্যাবাদী মহাপাপী পশু !
ঐ ভাষা উচ্চারণ আগে কেন খসিল না রসনারে তোর ?
মা ! মা ! [পদধারণ করিতে গিয়া] না—না,
স্পর্শিব না ও পবিত্র চরণ দুখানি ।
ঘুমাও—ঘুমাও দেবি, উঠিও না—
জাগিও না ততক্ষণ, যতক্ষণ বনভূমি
নাহি ত্যজে অকৃতি লক্ষ্মণ ।
হে কবি, তোমার চরণ-প্রান্তে ফেলে

দিনু এ বন-কুসুম, দেখো প্রভু,
যেন নাহি যায় অকালে শুকায়ে।
বিদায়—বিদায় ওগো জনম-দুঃখিনী
মোর চিন্ময়ী জননি, স্পর্শিব না চরণ তোমার ;
মাত্র স্মৃতিরেখা অঙ্কিত করিতে
দূর হ'তে দুই ফোঁটা অশ্রুজল
নিবেদিনু চরণে তোমার।
[পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন]
বিদায়—বিদায়—

[প্রস্থান।

ভক্তি আসিল।

ভক্তি। আহা, স্বর্ণকমলিনী যেন ধূলায় লুণ্ঠিতা !
ওঠ—ওঠ ওগো অতসীবরণা—
মহাকবির কল্পনার ছবি, দেখ চেয়ে
অস্তোন্মুখ রবি, এখনি নামিবে ধরাপরে
সন্ধ্যারাণী অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া বদন।
ওঠ ওগো শ্রীরামের হৃদয়তোষিণি !

সীতা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া] কে—কে শুনালে
মধুমাখা নাম ! একি—কেবা তুমি,
মধুস্বরে ডাকিলে আমায় ?
কোথা গেল দেবর লক্ষ্মণ ?

ভক্তি। চলে গেছে ফিরে অযোধ্যায়।

সীতা। তুমি কেবা ? কেন ডাক অভাগী সীতায় ?

ভক্তি। ধরার মায়ার ঘোরে ওগো ধরাসুতা,
নাহি চেন কেবা আমি সম্মুখে তোমার?

সীতা। ধরাসুতা—ধরাসুতা, সবে কহে
ধরাসুতা আমি, তাই ধৈর্য্য ধরার সমান।
তাই আজো রাঘব-বর্জ্জিতা হ'য়ে
বেঁচে আছি ধরার মায়ায়।

ভক্তি। ধরার মঙ্গল তরে বাঁচিতে হইবে
তোমা ধরার নন্দিনি!

সীতা। কে গা তুমি অমিয়ভাষিণি?
যেন মনে হয় দেখেছি কোথায়।

ভক্তি। মনে পড়ে শ্রীরাম-দয়িতা!
একদিন বলেছিনু শ্রীরাম বর্জ্জিবে তোমা—
যাবে বনবাসে?

সীতা। ও—চিনেছি—চিনেছি তোমায়!
সেইদিন বলেছিলে তুমি
দেখা দেবে বনবাসক্ষণে।

ভক্তি। সেইক্ষণ এসেছে তোমার।
দেখ চেয়ে পুণ্য তপোবনে—
তব তরে উৎকণ্ঠিত রয়েছে সকলে।
জেনো ওগো জনক-দুহিতা!
কবির কল্পনা কভু ব্যর্থ নাহি হয়। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সীতা। কেবা তুমি, দেহ পরিচয়?

ভক্তি। আমি থাকি কবির অন্তরে।
তাই রচিয়াছে কবি সীতা-বনবাস—

সীতা। কেবা—কেবা তুমি ?

ভক্তি। আমি ভক্তি সবার অন্তরের।

[প্রস্থান।

সীতা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] ভক্তি—ভক্তি !
তোমারই ছলায় বুঝি সীতা-নির্ব্বাসন ?
তোমারই ছলায় বুঝি নিষ্ঠুর শ্রীরাম ?
তোমারই ছলায় বুঝি
সফল হইল আজি কবির কল্পনা ?

বাল্মীকি আসিল।

বাল্মীকি। সার্থক হইল আজি কবির কল্পনা।
এস—এস মাগো—
বাল্মীকির মানসী-তনয়া, এস মোর
আশ্রম-কুটিরে, পবিত্র হউক মোর
ক্ষুদ্র তপোবন। সফল জনম মোর,
সার্থক জীবন, কুটির-দুয়ারে আজি
আসিয়াছে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ; বুঝিলাম—
নারায়ণ আপনার বক্ষ ছিঁড়ি পাঠায়ে লক্ষ্মীরে
সবার উপরে দিল কবির আসন।
বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে দেখিছে জগত—
সফল এ যুগবক্ষে "কবির কল্পনা"

যবনিকা